গাজওয়াতুল হিন্দ; কি করব আমি?

রিবাতি মুহাম্মাদ

"গাযওয়াতুল হিন্দ" বলতে ইমাম মাহদি এবং ঈসা (আঃ) এর আগমনের কিছুকাল আগে অথবা সমসাময়িক সময়ে এই পাক-ভারত-বাংলাদেশে মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যকার সংগঠিত যুদ্ধকে বুঝায়।"

ভূমিকা

‘গাজওয়াতুল হিন্দ’ কি, কার সাথে এই যুদ্ধ, কি হবে এর ফলাফল?

হয়তো সবাই তা জানে। কিন্তু কেমন হবে এই ভয়াবহ যুদ্ধটি, এই যুদ্ধের রুপরেখা-ই বা কি, কত দীর্ঘ হবে, মুজাহিদীনদের ভূমিকা কি, কারা কারা, কে কোন মতলবে কাদের পক্ষে, কাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করবে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সবার কাছে সতত স্বচ্ছ নয়। তারই উত্তর জেনে নিতে **গাজওয়াতুল হিন্দের** বিশ্লেষণ নিয়ে আমাদের এই কলেবর।

সাথে একজন *একাকী* ব্যক্তির জন্যে আমরা যুদ্ধের একটি ছক এঁকে দিব, যা তাকে প্রস্তুত করবে গাজওয়াতুল হিন্দের জন্যে।

বাংলা ভাষায় ইতিপুর্বে এবং উপমহাদেশের অন্য কোন ভাষাতে গাজওয়াতুল হিন্দের এত বিস্তৃত বিশ্লেষণ, আপডেট

পর্যবেক্ষণ, পরিস্থিতির মূল্যায়ণ ও বাস্তবিক নির্দেশনা আছে বলে আমাদের জানা নেই! গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে আমাদের এই কাজটি তাই অবশ্যই আপনার গুরুত্ত্বের দাবি রাখে। কলেবর যাতে বড় হয়ে না যায়, সেজন্যে আমরা এখানে একটি অযথা কথাও জেনেশুনে অনুপ্রবেশ ঘটাইনি। কিন্তু এটি শুধু গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে হাদীস ও আছারের একটি প্রামাণ্য বই-ই নয়, বরং পুরো উপমহাদেশের সার্বিক পরিস্থিতির একটি প্রাসঙ্গিক পর্যালচনাও। সে হিসেবে শুধু নিত্যকার সংবাদগুলো থেকে কিছু সংবাদ তুলে ধরলেও বইটির কলেবর ধারণাতীত বৃদ্ধি পেত। অথচ আল্লাহর শান, এমন বিস্তৃত একটা কাজ এত অল্প কলেবরেই শেষ করার তাওফিক দিয়েছেন।

তাছাড়া, হিন্দুস্থানের ভৌগলিক অবস্থান, ইসলামের আগমন, কালের প্রবাহে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, সংগ্রাম-সাধনা, হিন্দুত্ববাদ ও ইসলামের চির বৈরীতা নিয়েও অনেক কিছু লেখার ছিল। প্রাসঙ্গিক তো বটেই। কিন্তু গাজওয়াতুল হিন্দকে মূল ফোকাসে রাখতে সে দিকেও কলম চালাইনি।

বইটি লেখার আগে থেকেই একটি উদ্দেশ্য ছিল- বইটিকে অন্তত এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাতে গাজওয়াতুল

হিন্দের ব্যাপারে মোটামুটি হলেও পূর্ণাঙ্গ একটা কাজ হয়। যে কেউ যেন এই একটি বই থেকেই গাজওয়া সংক্রান্ত সকল দিকের আনুষঙ্গিকতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে। আর একটা নিয়ত যেটা সব কাজেই থাকে- তা হল দাঈ ভাইদের কথা চিন্তা করে করা। সুতরাং দাঈ ভাইয়েরাও যেন একটি বই দিয়েই গাজওয়া সংক্রান্ত দাওয়াতের একটা পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টা চালাতে পারে সে প্রচেষ্টাও করা হয়েছে। তবে সময়, ইলমের দৈন্যতা, পরস্থিতির কারণে প্রয়োজনীয় তথ্যের সংগ্রহ ও সংযোজনের ঘাটতির জন্যে কিছুটা হলেও অপূর্ণ মনে হতে পারে! আল্লাহর দিকেই রুজু হচ্ছি।

বইটি লিখতে গিয়ে একটি অভিব্যক্তি বর্ণনা করি- যখন আমি এই বইটি লেখা শুরু করি, তখন থেকে প্রতিনিয়তই উপমহাদেশীয় খবরাখবরের দিকে একটু বাড়তি গুরত্ত্বের সাথে নজর রাখতাম। এবং প্রতিনিয়তই এমন সব ঘটনাপ্রবাহ, ঘাত-প্রতিঘাত ঘটে চলছিল এবং চলছে, প্রতি মূহুর্তেই উপমহাদেশীয় যুদ্ধ তথা গাজওয়াতুল হিন্দের প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হয়ে আসছে। এমনকি আমি লেখা বন্ধ করে দিয়েছি, কখনো বা পেরেশান হয়েছি যে এত ঘটনা-দুর্ঘটনা

যা হিন্দু-মুসলিমের চূড়ান্ত যুদ্ধের দিকে বাঁক নিচ্ছে- এ সকল ইদানীন্তন তথ্য-বিশ্লেষণ যোগ করলে বইটি নির্ঘাত হাজার পৃষ্ঠা অতিক্রম করত।এর মাঝে শ্রীলংকায় মাসজিদ পুড়িয়ে দেয়া, আসাম-কর্ণাটকের লক্ষ মুসলিমের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া, কাশ্মিরের ৮ বছরের মেয়ে আসিফাকে মন্দিরে বন্দী রেখে ধর্ষণ-হত্যার ঘটনা অন্যতম বটেই। এর বাইরেও খবর আছে। ভয়ের, আশঙ্কার সে খবর।

আমরা সে দিকে যাইনি। মূল বিষয়েই থেকেছি। ভাসাভাসা ভাবে জরুরী কথাগুলো বলার চেষ্টা করেছি। যেগুলোর সামান্য বিশ্লেষণও একেকটি স্বতন্ত্র বইয়ের রুপ নিবে! তাই বিস্তৃত পরিমন্ডলে যাইনি। যাওয়ার দরকারও নেই। সাগর যখন বাস্তবেই প্রবাহমান তখন দু'ফোঁটা পানি ছিটিয়ে তার সত্যতা প্রমাণের কি প্রয়োজন! অন্ধরা চিরকালই অন্ধ থাকে। আর ঘুমন্তরা তো মৃতদের মতোই। গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে আমাদের প্রচেষ্টা তাই চক্ষুষ্মান ও জাগ্রতদের প্রতি।তবে কামনা করি সব অন্ধত্ব ঘুচিয়ে যাক, মৃতরা জেগে ওঠুক।

আরেকটি কথা। একদম গতানুগতিকতা পছন্দ হয়না। তাই ভূমিকা বা লেখকের কথা কোন কিছুই লেখার ইচ্ছা ছিলনা,

নেইও। তবুও লিখে ফেললাম। কেন, আচ্ছা সেটা এখন থাক! আর এমন ভাবেই লেখার চেষ্টা করেছি, আলাদা করে ভূমিকা দিতে হয়না। বইয়ের শুরুটাই বইয়ের ভূমিকা, পরিচয়। আর সারাটা জুড়েই ভূমিকার ছড়াছড়ি, আর তার সম্প্রসারণে মাখামাখি!

গাজওয়াতুল হিন্দের সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় অধিক বিস্তৃত ও গভীর গবেষণার বিষয় হওয়া স্বত্ত্বেও অল্প কয়েক কথায় ঈমাম মাহদী, দাজ্জাল ও আখেরুজ্জামান নিয়ে একেবারে শেষ দিকে আলোকপাত করা হয়েছে।

পড়া হোক। প্রচার হোক। হোক প্রসার! আল্লাহ আমাদের নারী-পুরুষ শিশু-কিশোর প্রতিজনকে ঈমান বিল্লাহ ও কুফর বিত ত্বগুতের মাধ্যমে গাজওয়াতুল হিন্দের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার তাওফিক্ব দান করুন। যার থেকে অন্যথা পরিত্রাণের কোন পথ নেই! আল্লাহুম্মা আরযুক্বনা শাহাদাতান কামেলাতান ফি-সাবিলিক। আমীন।

রিবাতি মুহাম্মাদ

শুক্রবার প্রভাত

পট পরিচিত

বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয়দাতা প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। দয়াময় মহামহিম আল্লাহর নামে শুরু করছি। দুরুদ ও সালাম মুহাম্মাদ আরাবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সত্যনিষ্ট অনুসারীদের ওপর।

গাজওয়াতুল হিন্দঃ

হিন্দুস্থানের গাজওয়া বা যুদ্ধ-জিহাদ। নামটি হাদীসের ভাষা থেকে নেয়া। হিন্দুস্থান অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশ।

ভারতীয় উপমহাদেশের এই চূড়ান্ত যুদ্ধকে রাসূল (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) নামকরণ করেছেন **"গাজওয়াতুল হিন্দ"।**

গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে আমরা উপমহাদেশের মুসলিমদের **দুইভাগে** ভাগ করতে পারি।

"**একভাগে** অধিকাংশ মানুষ যারা ঘুমন্ত। যারা দ্বীন সম্পর্কে বিমুখ, ভোগ-বিলাসিতা আর পরিবার-ভবিষ্যত নিয়ে ব্যস্ত। তাদেরকে সত্য ও বাস্তবতা থেকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। যদিও তারা নিজেদের মুক্তমনা, শিক্ষিত, স্বাধীন আর বুদ্ধিদীপ্ত মনে করে। বস্তুত তারা হচ্ছে দ্বীনহীন, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এবং নিজেদের নবী ও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন উদ্ভ্রান্ত জাতি। এরা ধর্মানুসারী হয়েও ধর্মের ন্যুনতম বিধি-বিধান অনুসরণ করেনা। এরা খড়কুটোর ন্যায়। প্রত্যেক শতাব্দীর উচ্ছিষ্টের মতোই এরা মানব সভ্যতা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ঝড়-ঝাপ্টা, অভাব-অণটন বা যুদ্ধ-বিগ্রহ যেভাবেই হোক এদেরকে লুপ্ত করা হয়। কেননা এরা শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন। আর মুসলিমদের শেকড় হচ্ছে তার দ্বীন। অতএব আজকে যখন সমাজের অধিকাংশ মানুষ নামাজহীণ, রোজাহীণ, গান-বাজনা, মদ-ব্যভিচার, অসভত্যা-অশ্লীলতায় নিমজ্জিত তখন কি করে তাদের জন্যে কল্যাণ আশা করা যায়?

"জলে স্থলে যত বিপর্যয়-ফাসাদ আসে তা মানুষের নিজ হাতের উপার্জন (আল কুর'আন)"

অনন্তর আল্লাহ জিহাদের বিধান দানের পর প্রাকৃতিক আযাব দিয়ে কাউকে ধ্বংস করেন না। তিনি একের দ্বারা অপরকে শায়েস্তা করেন। এবং এভাবেই তিনি মানব সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেন। সুতরাং আমরাও পরিক্ষিত হচ্ছি, হবো। আমাদের অধিকাংশের এই অলসতা, অবহেলা, অপসংস্কৃতির মুগ্ধতা, অন্যায়, অবিচার, অসামাজিকতা, অধার্মিকতা আর খোদাদ্রোহিতার ফলাফলে আল্লাহ আমাদের ঘাড়ে যেমন লাঞ্চনা চাপিয়ে দিয়েছেন। তেমনি শত্রু দ্বারা আমাদের শায়েস্তা করবেন। এটাই আসমানি বিধান। আর আমাদের শত্রু আমাদের উঠোন পেরিয়ে দুয়ারে করাঘাত করছে। তবুও যারা ঘুমিয়ে থাকবে তারা ধবংস হয়ে যাক। নিশ্চয় তারা পথভ্রষ্ট এক সম্প্রদায়।

"**আরেক** ভাগে আছে তাওহীদপন্থী, ধর্মপ্রাণ মুসলিম, ইসলামের হক্বপন্থী উলামা, একনিষ্ট মুজাহিদীনরা। যারা সত্য ও বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত এবং তারা আল্লাহর জন্যে

কাউকে বন্ধু হিসেবে নিয়েছে এবং আল্লাহর জন্যেই কাউকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করেছে। এরাই দুনিয়া ও ইসলামের কান্ডারি এবং রক্ষাকবচ। কাফেররা এদের ভয় পায়। এরা সম্মান এবং আজাদি চায়। এরা যেমন ইবাদাতগাহে আল্লাহর একত্ববাদের পুঁজা করে তেমনি হাটে-মাঠেও আল্লাহরই বিধান পালন করে। এরা জীবন ও জন প্রতি ক্ষেত্রেই আল্লাহকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং সমস্ত সৃষ্টির বিধান ছুঁড়ে ফেলে ওহীর বিধান আঁকড়ে ধরেছে। এরাই শয়তান ও ত্বগুতের প্রধান ও প্রকাশ্য শত্রু। কুর'আনের ভাষায় এরাই **"হিজবুল্লাহ"**। আল্লাহর সৈনিক। আল্লাহর দল। এরাই আল্লাহর খলিফা। আল্লাহ শুধু এদের এবং শুধুই এদের অভিভাবক। এবং সমাজে এদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প থাকে। হাদীসের ভাষায় এরা হল **"গুরাবা"**। অপরিচত। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "গুরাবাদের" জন্যে সুসংবাদ দিয়েছেন।

ফা-তুবা-লিল-গুরাবা।

কাফেরদের মনোরঞ্জন এদের ব্রত নয়। এরা শীশা ঢালা প্রাচীরের ন্যায়। এদের মতোই একদা একদল লোক ছিল, যারা গ্রাম্য, অশিক্ষিত, বেয়াড়া জাতি ছিল।

চিত্রঃ জিহাদকে পুনর্জাগরণকারী মহামনীষীদের এক কাফেলা

ইসলাম গ্রহণ করে তারা আল্লাহর দলে যোগ দিয়েছিল। এদের সাহাবা বলা হয়। তারাই ইসলামকে বিজয়ী করেছিল,

প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সম্মান ও গৌরবের একচ্ছত্র অধিকারী হয়েছিল। এদের অনুসারী আজকের গুরাবারাও পুনরায় সম্মান, গৌরব ও বিজয় ফিরিয়ে আনবে। আল্লাহর যমীনে কোন বাতিল, মুশরিক, শাতিম, জালিম থাকতে পারেনা। অবশ্যই আজকের উগ্রবাদী গুরাবারা আগামীর বিজয়ী সিপাহসালার। সেদিন তাদেরকে সাহাবাদের গৌরবময় উত্তরাধিকারী বলা হবে। যদিও আজ তারা বিতাড়িত ও নিপীড়িত।

অনন্তর সাহাবাদের পদাঙ্কানুসারীদের দেখ। তারা কতটা বীরদর্পে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছে। তাদের জীবনে দেখ ইসলাম ভিন্ন কিছুই নেই। তাদের থেকেই হবে, যারা হিন্দ বিজয় করবে!

আল্লাহ এদের ভালোবাসেন। এরাই ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামকে বিজয়ী করতে চায় এবং হিন্দু-মালাউনদের পা চাটার বদলে তাদের ঘাড়ে লাঞ্চনা চাপিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

গাজওয়াতুল হিন্দের মূল্যায়ন

পরিতাপের বিষয় এই সমস্ত তাওহীদপন্থী মুসলিম, মুজাহীদিনদের অধিকাংশই আবার গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে আছে কল্পনায়, অজ্ঞতায়। অধিকাংশই জানে না কেমন হবে গাজওয়াতুল হিন্দ। কারা কারা অংশ নিবে এই যুদ্ধে। কে কেন অংশ নিবে! কিভাবে প্রস্তুত করবে নিজেকে! কবে এবং এর বিস্তৃতি ও বিশালতা কত। জানলেও তা বাস্তবতার সাথে যায় না। **অনেকেই মনে করে মুষ্ঠিমেয় *মুজাহিদীনদের সাথে ভারতের যুদ্ধই গাজওয়াতুল হিন্দ!***

কিন্তু না। বরং এর চেয়েও বেশি ও ভয়ংকর। মূলত গাজওয়াতুল হিন্দে মুজাহিদীনরা একটা ছোট্ট অংশ হিসেবে থাকবে (যদিও যুদ্ধের কলকাঠি তাদের হাতেই ন্যস্ত হবে) এবং এই যুদ্ধ ধারণার চেয়ে আরো বিস্তৃত। তাই কেমন হবে গাজওয়াতুল হিন্দ জানতে আমাদের এই আলোচনা। ইনশাআল্লাহ এতে গাজওয়াতুল হিন্দ (ভারতের যুদ্ধ) কেমন হতে পারে ব্যাখ্যা করা হবে। ওয়ামা ত্বাওফিক্বি ইল্লা বিল্লাহ।

ইসলামের যুদ্ধকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১) গাজওয়া

২) সারিয়া

যে যুদ্ধ-জিহাদে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি) নিজে অংশগ্রহণ করেছেন তাকে **গাজওয়া** বলে।

এবং যে যুদ্ধ-অভিযানে তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি) অংশগ্রহণ করেননি তাকে **সারিয়া** বলে।

সুতরাং গাজওয়া' রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি) এর জন্যে খাস ও একটি বিশেষ পরিভাষা। যুদ্ধ-জিহাদের এক বিশেষ মাক্বাম।

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভারত অভিযান ও বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। এটি ছিল একটি **ভবিষ্যদ্বাণী**।

এটি ছিল একটি মু'জিজা।

আর এই অভিযান-যুদ্ধ যখন হবে তখন তিনি দুনিয়াতে থাকবেন না তিনি জানতেন। সুতরাং এই যুদ্ধ সারিয়া হওয়ার কথা। অথচ তিনি এই যুদ্ধের নাম দিয়েছেন গাজওয়া- ***'এমন যুদ্ধ যে যুদ্ধে স্বয়ং নবীজি উপস্থিত থাকেন।'***

এটি একটি সম্ভাষণ, গুরুত্বের প্রাধান্য ও মর্যাদার মূল্যায়ন। এ যুদ্ধ যেন এমন - ***যারা এই যুদ্ধে শরীক হবে তারা যেন নিজেদের সাথে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি) কে পেল।***

সুবহানাল্লাহ!

যুদ্ধটির নাম গাজওয়া হওয়ার সম্ভাব্য আরো কারণ থাকতে পারে। যেমন এটি মুশরিক/মালাউনদের সাথে মুসলিমদের চূড়ান্ত যুদ্ধ। যুদ্ধের প্রচন্ড, পরিবেশ, মুসলিম ও মুশরিকদের বৈষম্যমূলক অবস্থান, আখেরুজ্জামান, ঈমানদারদের স্বল্পতা, কঠিন পরীক্ষা, চূড়ান্ত বিজয়সহ ভারতীয় উপমহাদেশকে সার্বিকভাবে শিরকের মূলোৎপাটনের মাধ্যমে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করার কারণেও হতে পারে।

একটি হাদীসে এসেছে- **"হযরত সাওবান (রাদিয়াল্লাহু’আনহু) হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু’আনহু) কে বলতে শুনেছেন যে রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ হিন্দুস্তানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, “অবশ্যই আমাদের একটি দল হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ সেই দলের যোদ্ধাদের সফলতা দান করবেন, আর তারা রাজাদের শিকল/বেড়ি দিয়ে টেনে আনবে এবং আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন (এই বরকতময় যুদ্ধের দরুন) এবং সে মুসলিমেরা ফিরে আসবে তারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আলাইহি’ওয়াসাল্লাম) কে শামে (সিরিয়া) পাবে।”**

সুতরাং "গাজওয়াতুল হিন্দ" হল ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমদের ভারতের মালাউনদের বিপক্ষে চূড়ান্ত ভবিতব্য যুদ্ধ যেখানে মুসলিমরা বিজয়ী হবে।

হাদীসে বর্ণীত **হিন্দ/হিন্দুস্থান**' হল অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশ যা গ্রেটার খোরাসানের কিছু অংশ, পাকিস্থান, ভারত, বাংলাদেশ, বার্মা ও শ্রীলঙ্কা নিয়ে গঠিত।

এই যুদ্ধটি হবে মুসলমানদের সাথে মুশরিক মূর্তিপূজারি হিন্দুদের যুদ্ধ। মূলত আমরা যাদের হিন্দু বলে জানি- তারা হিন্দু নয় এবং তাদের ধর্মের নামও **হিন্দু** নয়। তাদের ধর্মের নাম হল **সনাতন ধর্ম** এবং আজকের হিন্দুরা হল ধর্ম পরিচয়ে **সনাতনি**।

আর হিন্দুস্তানের অধিবাসি হিসেবে সবাই হিন্দুস্তানি বা হিন্দু যেমন বাংলাদেশের/বঙ্গের অধিবাসি হিসেবে বাংলাদেশি/বঙ্গীয়। সুতরাং সে হিসেবে আমরা সবাই হিন্দু। আমরা হিন্দের অধিবাসি।

হিন্দুস্তানের এই ভবিতব্য যুদ্ধটি সম্পর্কে রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি) তার পবিত্র জবান থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আমরা সেই যুদ্ধের রুপরেখা অথবা কেমন হতে পারে সেই যুদ্ধ- তা আলোচনার পুর্বে কয়েকখানা হাদীস দেখে নেই...

১) আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

“আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে হিন্দুস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। কাজেই আমি যদি সেই যুদ্ধের নাগাল পেয়ে যাই, তাহলে আমি তাতে আমার জীবন ও সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে ফেলব। যদি নিহত হই, তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হব। আর যদি ফিরে আসি, তাহলে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরায়রা হয়ে যাব”।

(সুনানে নাসায়ী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪২)

২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হিন্দুস্তানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন,

“অবশ্যই আমাদের একটি দল হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ

করবে, আল্লাহ্ সেই দলের যোদ্ধাদের সফলতা দান করবেন, আর তারা রাজাদের শিকল/বেড়ি দিয়ে টেনে আনবে । এবং আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন (এই বরকতময় যুদ্ধের দরুন)। এবং সে মুসলিমেরা ফিরে আসবে তারা ঈসা ইবনে মারিয়াম(আঃ) কে শাম দেশে(বর্তমান সিরিয়ায়) পাবে”।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

“আমি যদি সেই গাযওয়া পেতাম, তাহলে আমার সকল নতুন ও পুরাতন সামগ্রী বিক্রি করে দিতাম এবং এতে অংশগ্রহণ করতাম । যখন আল্লাহ্ আমাদের সফলতা দান করতেন এবং আমরা ফিরতাম, তখন আমি একজন মুক্ত আবু হুরায়রা হতাম; যে কিনা সিরিয়ায় হযরত ঈসা (আঃ) কে পাবার গর্ব নিয়ে ফিরত । ও মুহাম্মাদ (সাঃ) ! সেটা আমার গভীর ইচ্ছা যে আমি ঈসা (আঃ) এর এত নিকটবর্তী হতে পারতাম, আমি তাকে বলতে পারতাম যে আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর একজন সাহাবী”।

বর্ণনাকারী বলেন যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মুচকি

হাসলেন এবং বললেনঃ ‘খুব কঠিন, খুব কঠিন’।

(আল ফিতান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৯)

৩) হযরত সাফওয়ান বিন উমরু (রাঃ)

তিনি বলেন কিছু লোক তাকে বলেছেন যে রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ

“আমার উম্মাহর একদল লোক হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ তাদের সফলতা দান করবেন, এমনকি তারা হিন্দুস্তানের রাজাদেরকে শিকলবদ্ধ অবস্থায় পাবে। আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন। যখন তারা সিরিয়া ফিরে যাবে, তখন তারা ঈসা ইবনে মারিয়ামকে (আঃ) এর সাক্ষাত লাভ করবে”।

(আল ফিতান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১০)

হাদীসগুলো খুবই স্পষ্ট। হিন্দুস্থানের অধিবাসিদের জন্যে শিহরণ জাগানিয়া যে - রাসূলে আরাবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিয়ে আলোচনা করেছেন, আমাদের হিন্দের নাম হাদীসে এসেছে এবং আমাদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন!

এই যুদ্ধের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুধাবন করে আবু হুরায়রা (রাঃ)কি বলেছেন?

তিনি আকাঙ্ক্ষা করে বলেছেন- **" আমি যদি সেই গাযওয়া (গাজওয়াতুল হিন্দ) পেতাম, তাহলে আমার সকল নতুন ও পুরাতন সামগ্রী বিক্রি করে দিতাম এবং এতে অংশগ্রহণ করতাম। যখন আল্লাহ্ আমাদের সফলতা দান করতেন এবং আমরা ফিরতাম, তখন আমি একজন মুক্ত আবু হুরায়রা হতাম; যে কিনা সিরিয়ায় হযরত ঈসা (আঃ) কে পাবার গর্ব নিয়ে ফিরত। ও মুহাম্মাদ (সাঃ) ! সেটা আমার গভীর ইচ্ছা যে আমি ঈসা (আঃ) এর এত নিকটবর্তী হতে পারতাম, আমি তাকে বলতে পারতাম যে আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর একজন সাহাবী"।**

বর্ণনাকারী বলেন যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মুচকি হাসলেন এবং বললেনঃ 'খুব কঠিন, খুব কঠিন'।

(আল ফিতান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৯)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যারা এই যুদ্ধে ইসলামের পক্ষে অংশগ্রহণ করবে তারা বিজয়ী হলে জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং মৃত্যুবরণ করলে শ্রেষ্ঠ শহীদ হবে । সুবহানাল্লাহ।

এই যুদ্ধে মুজাহিদীনদের প্রতি আল্লাহর করুণা ও মাগফিরাতের নমুনা বর্ণনা করতে গিয়ে নবীজি ঈসা (আলাইহিস ওয়াসাল্লাম) এর বাহিনীর সাথে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন-

“আমার উম্মতের দুটি দল এমন আছে, আল্লাহ যাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন। একটি হল তারা, যারা হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আরেক দল তারা যারা ঈসা ইবনে মারিয়ামের সঙ্গী হবে’।

(সুনানে নাসায়ী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪২)

গাজওয়াতুল হিন্দ কখন হবে?

সুতরাং এই যুদ্ধ একটি সুনির্ধারিত, সুনির্দিষ্ট, ও প্রতিশ্রুত চূড়ান্ত যুদ্ধ। ভারতের সকল যুদ্ধই যেহেতু আম ভাবে গাজওয়াতুল হিন্দ তাই অনেকেই বলে গাজওয়াতুল হিন্দ হয়ে গেছে। অনেকে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু(ভারত) বিজয়ের অভিযানকেও গাজওয়াতুল হিন্দ বলে থাকেন। আবার কেউ সুলতান মাহমুদ গজনভীর ভারত অভিযানকেও গাজওয়া বলতে ছাড়েনা।

এ ক্ষেত্রে তারা চরম ভ্রান্তির শিকার। হ্যা, হিন্দুস্তানের সকল যুদ্ধই সাধারণভাবে গাজওয়াতুল হিন্দ (হিন্দের যুদ্ধ)। বরং গাজওয়াতুল হিন্দ না, জিহাদে হিন্দ হবে বা হিন্দের জিহাদ হবে। কিন্তু আমাদের আলোচিত গাজওয়াতুল হিন্দ খা'স ও পারিভাষিকভাবেই এটি আলাদা ও স্বতন্ত্র। এবং এটি অদ্যাবধি সংগঠিত হয়নি ।

প্রথমতঃ সমস্থ ভারতীয় উপমহাদেশ নিয়ে কখনোই

একযুগে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ হয়নি। এবং ভারতে কখনোই নিরঙ্কুশভাবে ইসলাম বিজয়ী হয়নি ও হিন্দত্ববাদও মিটে যায়নি।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি) আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে সমস্ত দুনিয়ার প্রতিটি কাঁচা-পাকা ঘরে ইসলাম পৌঁছাবে। এবং ইমাম মাহদী ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) সমগ্র দুনিয়া বিজয় করবেন। সে হিসেবে ভারতীয় উপনহাদেশের প্রতিটি ঘরে তাওহীদের কালেমা পৌঁছাবে। হিন্দুরা পরাজিত হবে। কিন্তু ভারতে এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হল হিন্দুরা। কিন্তু সনাতনী ক্রমবর্ধমান হিন্দুত্ববাদের প্রতিষ্ঠা, বর্ধিষ্ণু গোঁড়ামিপূর্ণ পৌত্তলিকতা, ইসলাম বিদ্বেষভাব, মুসলিমদের উৎখাত, ভারত শুধুই হিন্দুত্ববাদের ভূমি- এসব চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠা এবং হাজার বছরের দ্বেষ, ক্রোধ, প্রতিশোধপরায়ণতা ক্রমেই হিন্দুবাদীদের ইসলামের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এবং একটি সমূহ যুদ্ধের সূত্রপাত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ভারত থেকে মুসলিম বিতাড়ণের যে পাঁয়তারা তারা করছে তা নিশ্চিত দাঙ্গা ও যুদ্ধের দিকে যাচ্ছে এবং এসব হিন্দুদের ফায়সালার

জন্যেও একটি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে আছে। তাই হিন্দু-মুসলিমের এই পরস্পরবিরোধী স্রোতের সমাধানের জন্যে একটি যুদ্ধ হবে এবং তাই হবে ইনশা আল্লাহ **"গাজওয়াতুল হিন্দ"।**

তৃতীয়তঃ হাদীসে দুইটি দলের জন্যে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের সুসংবাদ এসেছেন। ১) শামের মুজাহিদীন ২) হিন্দুস্থান অভিযানকারী।

"আমার উম্মতের দুটি দল এমন আছে, আল্লাহ যাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন। একটি হল তারা, যারা হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আরেক দল তারা যারা (শামে) ঈসা ইবনে মারিয়ামের সঙ্গী হবে'।

(সুনানে নাসায়ী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪২)

এখানে একই হাদীসে শামের সাথে হিন্দুস্থানের যুদ্ধাদের আলোচনা থাকার কারণেও উভয় যুদ্ধটি সমসাময়িক হওয়ার সম্ভাব্যতা থাকে।

চতুর্থতঃ আমাদের এই দলীলটি এতই স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত

যে এবং এর পরে আর কোন কিছুই লাগেনা।

হাদীসে এসেছে যে- **"গাজওয়াতুল হিন্দের যুদ্ধারা যুদ্ধ বিজয় করে হিন্দু রাজাদের বন্দী করে শামে (সিরিয়ায়) যাবে, এবং সেখানে পৌঁছে ঈসা (আঃ) কে পেয়ে যাবেন!**

সুবহানাল্লাহ! তাহলে গাজওয়াতুল হিন্দ হবে ঈসা (আঃ) এর সমসাময়িক সময়ে। ঈমাম মাহদী আসার কয়েক বছর পরে ঈসা আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে পুনরায় আসবেন। সুতরাং গাজওয়াতুল হিন্দের সময় শামে ইমাম মাহদীও থাকবেন। বিইজনিল্লাহ। আল্লাহু আকবার!

আর ঈমাম মাহদী হবে সম্মিলিত নেতা এবং মুসলিম উম্মাহ তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকবে, তাই তিনি ঐ সময়ের সব ফ্রন্টেরই নেতৃত্ব দিবেন। ব্যতীক্রম হবে না হিন্দের ক্ষেত্রেও! আল্লাহর জন্যে কোন কিছুই অসম্ভব নয়!

তখন শামে দামেশকের কেন্দ্রীয় মসজিদের সাদা মিনারে দুইজন ফিরিশতার কাঁধে ভর করে ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন। অতঃপর যুদ্ধরত থাকবেন! দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

হযরত নাওয়াস ইবনে সাম‘আন (রা.) বলেন, ঈসা (আ.) দামেশকের পূর্বদিকে সাদা মিনারের নিকট অবতরণ করবেন। তিনি হালকা হলুদ রঙের জোড়া পরিহিত অবস্থায় দু’জন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে নামবেন। যখন তিনি মাথা নীচু করবেন, তখন মাথা থেকে পানির ফোঁটা টপকে পড়বে এবং মাথা উঁচু করলেও পানির ফোঁটা পড়বে। যে পানির ফোঁটা মুক্তার ন্যায় রৌপ্যের টুকরার মতো স্বচ্ছ হবে। তাঁর নিঃশ্বাসের বাতাস যে কাফিরকে ছুঁবে, সে-ই মারা যাবে। তাঁর নিঃশ্বাসের বাতাস তাঁর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে। তিনি দাজ্জালকে বাবে লুদ্দ-এর নিকটে পাবেন এবং সেখানেই তাকে হত্যা করবেন।

(মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা/ সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খণ্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা/ জামি‘ তিরমিযী, ৯ম খণ্ড, ৯২ পৃষ্ঠা/ সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩৫৬/ মুসনাদে আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা)

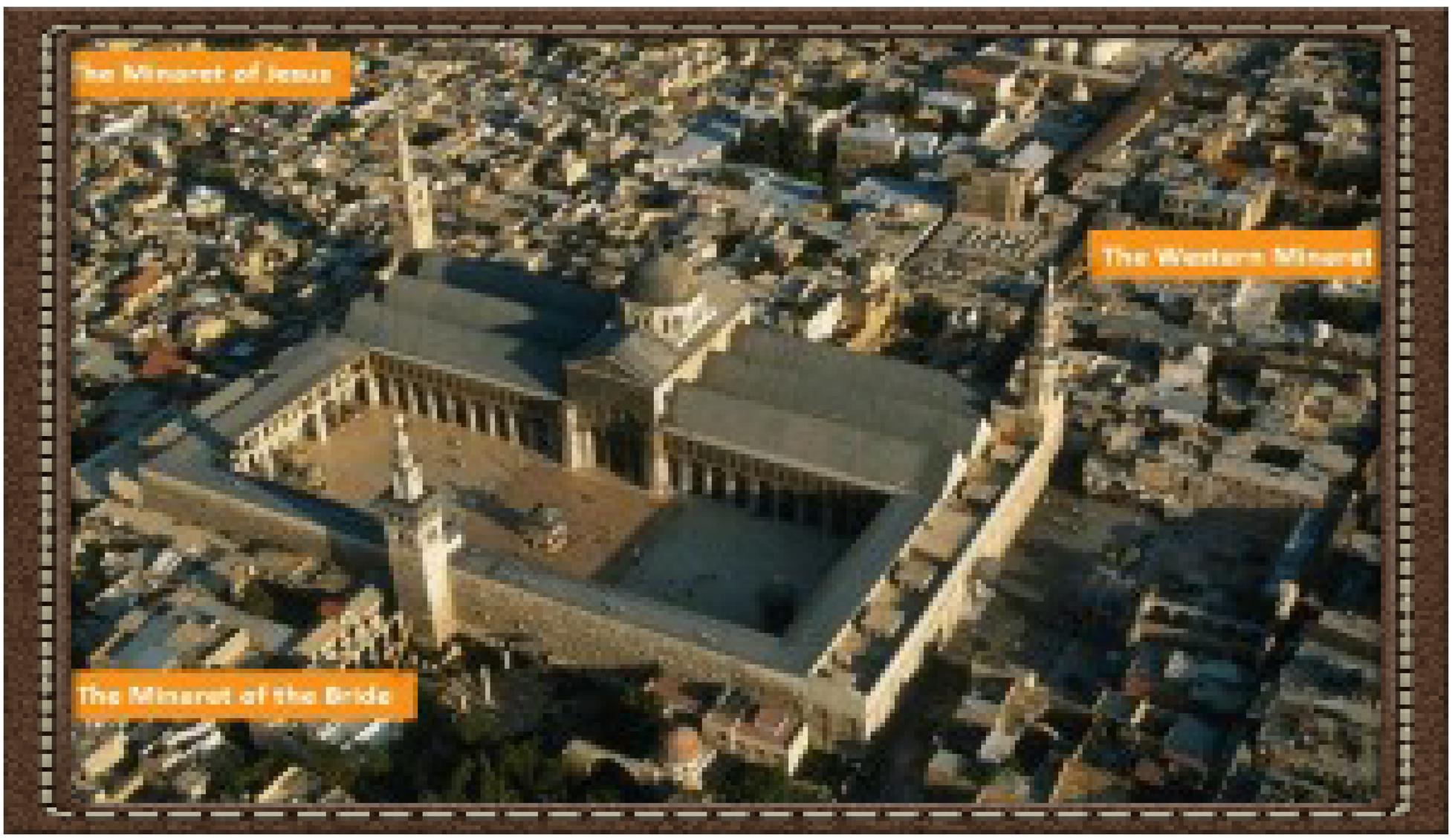

চিত্রঃ ইসা (আঃ) এর মাসজিদ

শাহ নিয়ামতুল্লাহ (রাহিঃ) ৮০০ বছর আগে তার ক্বাসীদায়ও হিন্দকে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এনেছেন। সেই হিসেবেও গাজওয়াতুল হিন্দ সংগঠিত হয়নি। এবং মুসলিমদের একটি ভূখন্ডের নেতা মোনাফিক্ব হবে বলেছেন। এবং সেই নেতার নামের প্রথম অক্ষর হবে 'শ' (শীন) এবং শেষ অক্ষর হবে 'ন' (নুন) ।

সেই মোনাফিক্ব নেতা ভারতের সাথে একটি চুক্তি করবে।

তিনি এটিকে **পাপচুক্তি** বলেছেন। আমরা এই বইয়ের শেষদিকে ক্বাসিদাটি যুক্ত করেছি।

অতএব "**গাজওয়াতুল হিন্দ**" হয়নি। শীঘ্রই হবে ইনশা আল্লাহ।

বিস্তৃতি ও সার্বজনীনতা

হিন্দুস্তানের এই যুদ্ধটি হবে একটি সর্বদলীয়, সর্বগ্রাসী দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। এই_***যুদ্ধ কিছুতেই মুষ্টিমেয় মুজাহিদীন এবং হিন্দুত্ববাদী ভারতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবেনা।***

বরং এতে অংশ নিবে ভারত, পাকিস্থান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, মায়ানমার, শ্রীলংকা। বিদেশি শক্তি হিসেবে চীন, রাশিয়া, আমেরিকা। এবং এটি ভারতীয় উপমহাদেশের কোন একটি অলি-গলিকেও নিস্তার দিবেনা। কোন নবজাতকই তার বিভীষিকা থেকে রেহাই পাবেনা। হাজার বছর ধরে ধূমায়িত যুদ্ধাগ্নি একটুখানি খোঁচাতেই বিষ্ফোরিত হয়ে লেলিহান ছড়াবে। আফগান থেকে বঙ্গ, যেখানেই এর সূচনা হোক না কেন ক্ষণ মুহূর্তেই তা পুরো উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়বে।

এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের আমরা সাধারণভাবে তিনটি শ্রেণীতে দেখতে পাব।

এক গণতান্ত্রিক আদর্শ, আধিপত্য, সার্বভৌমত্ব, জাতিয়তাবাদ ও ত্বগুতের সন্তুষ্টির জন্যে লড়াইকারী **পাকিস্থান**। বাংলাদেশও এ ক্ষেত্রে অভিন্ন। এরও আলাদা কোন আদর্শিক চেতনা নেই।

দুই হিন্দুত্ববাদের জন্যে লড়াইকারী ভারত। উপমহাদেশীয় সকল ফাসাদের মূলে যারা, যারা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্যে ভারতের ভূমিকে নরক বানিয়ে রেখেছে। এবং এরা যতটা না ভূমিভিত্তিক তার চেয়ে বেশি আদর্শভিত্তিক যুদ্ধ করবে। এদের আদর্শ হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামকে ভারত থেকে বিদায় করে দেয়া।

তিন ইসলাম ও মুসলিমদের হেফাজত এবং বিজয়ের জন্যে জিহাদকারী মুজাহিদীন। যারা আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে সবরকম পার্থিব স্বার্থের ঊর্ধে থেকে লড়াই করবে। উম্মাহর আশা ও আকাঙ্খা তাদের ঘিরেই। এবং এই আলোচনায় আমরা তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করছি।

এবং বাকি যারা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তারাও এই **তিন** শ্রেণীর ছায়াতলেই অংশগ্রহণ করবে। হোক আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, মায়ানমার বা দুনিয়ার দূর প্রান্তের

হিজরতকারী মুজাহিদীন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মিত্রদের সাথে সমবেত হবে।

যদিও যুদ্ধটির নামকরণ রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি) করেছেন। যদিও যুদ্ধটি হবে মালাউন হিন্দুদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ। যদিও মুজাহীদিনরাই হবে এই যুদ্ধের বরপুত্র ও বিজয়ী। তথাপিও এটি একটি সর্বদলীয় যুদ্ধ হবে। জাত-পাত নির্বিশেষে সবাই এতে অংশ নিবে। সামরিক-বেসামরিক কেউই বাদ যাবেনা। মোদ্দা কথা দুনিয়ার সৃষ্টি তথা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি) এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর থেকে আজ অবধি এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত এমন যুদ্ধ ভারতবাসী প্রত্যক্ষ্য করেনি। আর কখনো করবেনা। নানা কারণেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে বহুমুখী শক্তির উথান, আধিপত্য, জ্যেত্যাভিমান, আন্তঃধর্মীয় সংঘর্ষ এক ভয়াবহ যুদ্ধের দিকে ধাবিত করছে ভারতের ভবিষ্যতকে।

তাই গাজওয়াতুল হিন্দ শুধু একদিনের এক আকষ্মিক যুদ্ধ নয় যে কেউ চাইলেই মুখ ফিরিয়ে নিবে বা অজ্ঞতার

দোহাই দিয়ে ঘরে বসে থাকবে। বরং এই যুদ্ধ সকল ধর্মের, সকল মতের, সকল পথের, সকল বয়সের প্রতিজনের কাছে উপস্থিত হবে এবং যুদ্ধের উত্তপ্ততা পরখ করাবে।

যুদ্ধের সম্ভাব্য কারণসমূহ

উপর্যুপরি বৃটিশদের হিন্দুস্থান শাসন, ভারতকে মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিভক্তি, হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য সৃষ্টি, অখন্ড হিন্দুস্থানকে খন্ড-বিখন্ড করণ, বৃটিশদের থেকে হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা উদ্ধার...

হিন্দু-মুসলিম আলাদা রাষ্ট্রের চেতনায় ভারত-পাকিস্থান নামের আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হওয়া, দেশ ভাগের নামে চালানো গণহত্যা পাশবিকতা...

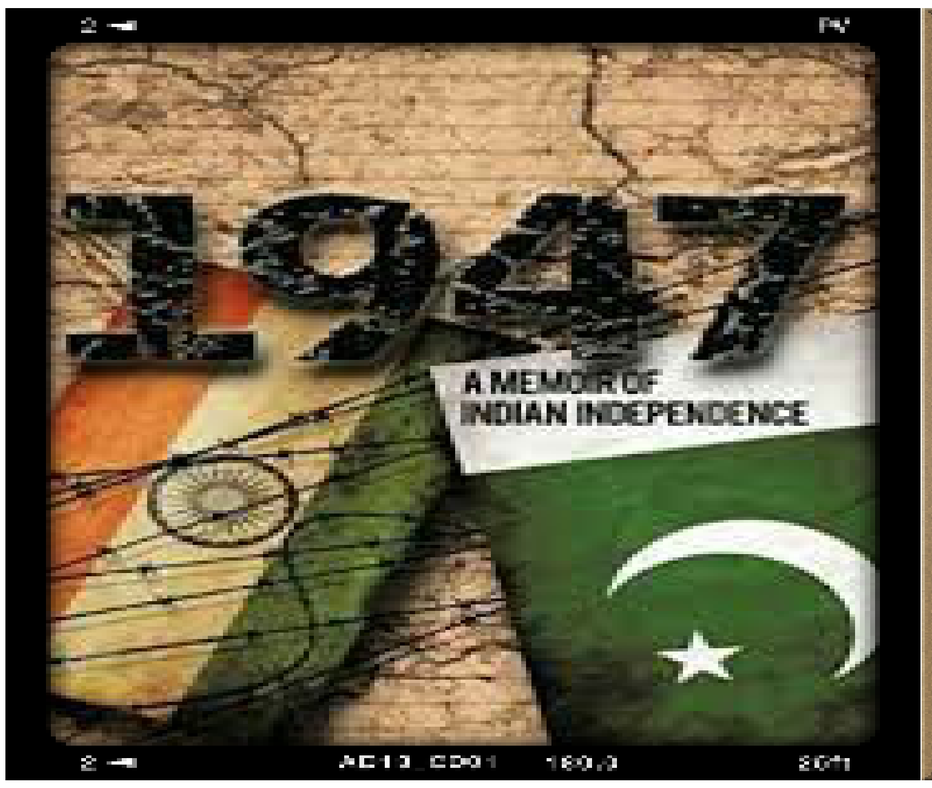

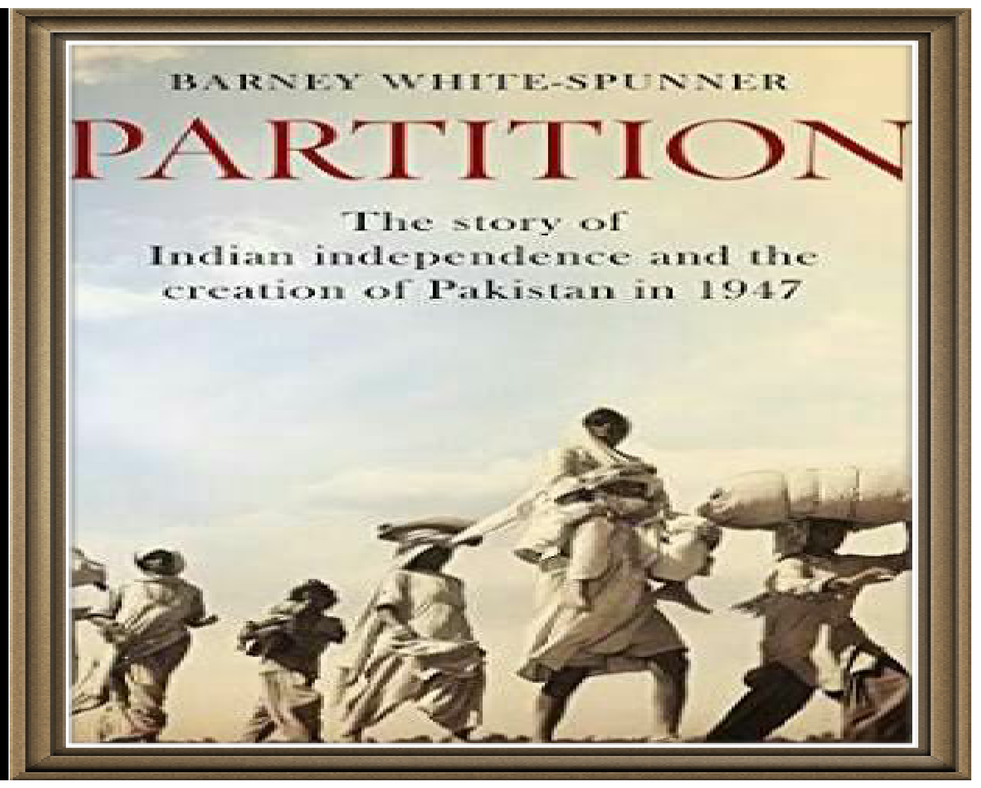

চিত্রঃ ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, বাস্তুভিটা ছেড়ে অচেনা গন্তব্যে মুসলিমরা

ধর্মীয় দাঙ্গা, নতুন করে ভারতের হিন্দুত্ত্ববাদ রাষ্ট্র হিসেবে

আবির্ভাব, ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষ ও যুদ্ধংদেহী মনোভাব, অনেকগুলি দাঙ্গা ও হাজারে হাজারে মুসলিম হত্যা, বাবরি মাসজিদের মতো শত মসজিদকে শহীদ ও বিলীন করে দেয়া...

চিত্রঃ ঐতিহাসিক বাবরি মাসজিদ শহীদ করছে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা

১৯৭১ এ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম, ত্রিমুখী নীতির মেরুকরণ, ৭১ সালে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে ভারতের সহায়তা, পাকিস্থানের পরাজয় ও প্রতিশোধপরায়ণতা,

ভারত-পাকিস্থানের পরমাণু অস্ত্রধর রাষ্ট্র হওয়া, বিশ্ব ক্ষমতা দ্বিমেরুকরণ হওয়া এবং চীন-রাশিয়া ও আমেরিকা-ন্যাটু বেল্টে ভারত-পাকিস্থানের আলাদা অন্তর্ভুক্ত হওয়া...

উপমহাদেশের সার্বিক আধিপত্য, কাশ্মির স্বাধীনতা ইস্যুতে ভারত-পাকিস্থানের বিপরীত অবস্থা ও একটি দীর্গ যুদ্ধের মাঝ দিয়ে যাওয়া ভারত-পাকিস্থানের সার্বভৌমত্ব ও আত্নমর্যাদার ক্রীড়নক হিসেবে কাশ্মিরকে ব্যবহার...

চিত্রঃ আর,এস,এস এবং বজরঙি হিন্দু, বলার অপেক্ষা রাখেনা কাদের বিরুদ্ধে এই রণ হুঙ্কার!

চিত্রঃ জালেম পাকিস্থানের আত্নসমর্পণ, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১

কাশ্মির ইস্যু উত্তপ্ত হওয়া, কাশ্মির স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হওয়া, কাশ্মির নিয়ে ভারত-পাকিস্থানের ইঁদুর-বেড়াল নীতি, বিশ্ব মুসলিমদের কাশ্মিরের প্রতি সংহতি, মুজাহিদীনদের কাশ্মির জিহাদের আগ্রহ, নীতিগতভাবে কাশ্মির ইস্যুতে আস্থা হারানো,

চিত্রঃ কাশ্মির সীমান্ত ও (অনলাইন) মানচিত্র

পাকিস্থান-জাতিসংঘের কৌশলপূর্ণ চালাকি প্রচেষ্টা,

সশস্ত্র লড়াই-ই একমাত্র কাশ্মির সমস্যার সমাধান অনুধাবিত হওয়া,

বাংলাদেশের ভারতের প্রতি একমুখী সমর্থন, গোলামি নীতি, বাংলাদেশকে ভারতের দাস রাষ্ট্রে পরিণত করা, একটি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে সর্বাংশে হিন্দুত্বকরণ, সার্বভৌমত্বের খেলাফ ভারতীয় সেনাবাহিণীর সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি যা ভারতের সামরিক বাহিনীকে বাংলাদেশে যে কোন অভিযান পরিচালনার সুযোগ তৈরী করে দিয়েছে, একনিষ্ট আলিম ও তাওহিদী জনতাকে নিগৃহী করা, আরাকানে বৌদ্ধদের দ্বারা

মুসলিমদের

চিত্রঃ বাংলা-ভারত সেনাবাহিনীর মধ্যে সামরিক চুক্তি

জাতিগত ধর্ষণ-উচ্ছেদ ও গণহত্যা, ভারতের প্রকাশ্য সমর্থন, ভারত-মায়ানমার মিলে যৌথ সামরিক মহড়া, আসামের মুসলিমদের গ্রেপ্তার, নাগিরিকত্ব বাতিল, ঘর-বাড়ি ধবংস করা, ভারতের সাতটি অঙ্গের (Seven Sisters) স্বাধীনতার দাবী ও সংগ্রাম, পানি নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশ পাকিস্থানের দ্বন্দ্ব,

চিত্রঃ শাপলা চত্বরে সমবেত ঈমানের দাবীতে লাখো মানুষের ঢল

হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা দাবি ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। অনন্তর এভাবে ত্বগুতের কাছে দাবি জানাতে গিয়ে নির্মম পাশবিকতার শিকার হয়েছিলেন আরও অনেক অদূরদর্শী

মুসলিমরাও। ইতিহাসের শিক্ষা হল ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয়না! যারা তোমাকে পিষে ফেলতে চায় তাঁদের পায়ের কাছে সঁপে দেয়া কি দূরদর্শীতা?

চিত্রঃ ৫-ই মে, ত্বগুত সরকার কর্তৃক আহত-নিহত মাজলুম মুসলিম

ভারত-পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের দুটি ভয়ংকর নিকৃষ্ট-ভোগবাদী গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং 'আইএসআই' এর নিরবচ্ছিন্ন কুট- কৌশল ও চক্রান্ত, বিদেশি পরাশক্তির এজেন্ট হওয়া, ভারত রাষ্ট্রে চরম মুসলিম বিদ্বেষী ও হিন্দু জঙ্গীসংগঠনের ক্ষমতাসীন হওয়া, আরএসএস, শিবসেনা,

বজরংদের মুসলিম নিধন মানসিকতা ও একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ,

ভারতের সাথে ইজরাইলের বন্ধুত্ত্ব ও একাত্নতা,

ভারত-পাকিস্থান সীমান্ত উত্তেজনা ও বার কয়েকের চাপা যুদ্ধ,

চিত্রঃ আসামে মুসলিম নিগ্রহের প্রাক্কালে ভারতে ইজরাঈল প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু, (এর কয়েকদিন পরই আসামে মুসলিমদের নাগরিকত্ব বাতিল ও উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়)

মায়ানমারের বৌদ্ধ ও ভারতের হিন্দুদের জোটবদ্ধ হওয়া

এবং ***মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিজেদের আগ্রাসনসহ জানা-অজানা অসংখ্য কারণ যুগের পর যুগ ধরে গাজওয়াতুল হিন্দ অত্যাবশ্যকীয় করে তুলেছে। এগুলো তারই কিছু নমুনা মাত্র। জুলুম, অত্যাচার, নির্মমতা, গাদ্দারী আর অসলাম বিদ্বেষের ফিরিস্তি বিশাল। কিন্তু আমরা কজনই বা খবর রাখি!***

এর বাইরে শাহ নি'আমতুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ'র গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে ৮০০ বছর আগে করে যাওয়া ভবিষ্যদ্বাণী, ইসলামের পুনরায় বিজয়ী হওয়ার যে জাগরণ প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য, সিন্দু থেকে ইউফ্রেটিস নদীর তীর, আর বঙ্গপোসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর, ইন্দোনেশিয়া থেকে স্পেন তথা পৃথিবীর সর্বত্রই শুরু হয়েছে তারই ঢেউ আছড়ে পড়েছে উপমহাদেশেও। তাওহীদ ও জিহাদের এক নব জাগরন শুরু হয়েছে।

বাশেঁরকেল্লা-বালাকোট, ফকির বিদ্রোহ, লাল মাসজিদ, জামেয়া হাফসা, হেফাজতের ৫ ই মে আজ একত্রিত হয়ে নব বিপ্লবে জয়ের বার্তা নিয়ে ফিরে এসেছে, হিন্দের

সমুদ্রে জিঞ্জির ছেঁড়া উচ্চ্বাসের গর্জন উঠেছে।

উপমহাদেশের বিদগ্ধ গবেষক, আলেম, মুজাহীদ আসেম ওমরের ভাষায়-

“আফগানিস্তান থেকে তাকবীরের প্রতিধ্বনি শুনুন। আপনাদের ভাইয়েরা মরনাস্ত্র দিয়ে সজ্জিত হয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছেন রণক্ষেত্রে। তারা এ জীবন বিক্রি করছেন জান্নাতের জন্য। তাদের অন্তর্ভুক্ত শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধ, এমনকি মা ও বোনেরা। তারা সবাই আপনাদের অপেক্ষায়। তারা সবাই ভারতীয় মুসলিমদের সাথে আছেন। আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর রবের শপথ নিয়ে বলছি, আপনারা যদি একবার জিহাদের জন্য দাঁড়িয়ে যান, ফিলিপাইন থেকে মরক্কো’র মুজাহিদীন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আপনাদের সাথে দাঁড়াবেন। মক্কা, মদিনা, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর, লিবিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো এবং বিশ্বের প্রতিটি কোণের মুজাহিদীনরা আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন যেভাবে তারা এই অঞ্চলের মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন অতীত ইতিহাসের ন্যায়। আফগান ভূখণ্ড আপনাদের সাহায্যের ডাকের অপেক্ষায়। আপনারা দেখবেন যেখানে আপনাদের অশ্রু পড়ে সেখানে

মুজাহিদীনরা তাদের রক্ত উৎসর্গ করবেন। যে হাত আপনাদের ক্ষতি করতে চাইবে তা একেবারে কেটে ফেলা হবে। আমি হুনাইনের রবের শপথ নিয়ে বলছি, যারা আপনাদের সন্তান ও নারীদের জীবন্ত দগ্ধ করেছিলো মুজাহিদীনরা তাদের আবাসকে পানিপথের রণক্ষেত্রে পরিণত করবেন। শুধুমাত্র একটি বার আপনাদের ভাইদের আহবান জানান!" [ভারতীয় উপমহাদেশের সমুদ্রে ঝড় নেই কেন' লেকচারের অংশবিশেষ]

কাশ্মির থেকে আরাকান আজ জিহাদের জন্যে উর্বর ভূমি হিসেবে আবাদ হয়েছে। মুহাম্মাদ বিন কাসিমের উত্তরসুরীরা আজ হিন্দুস্তানের প্রতিটি ঘরে তাওহীদের কালেমা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পর তৃতীয় শক্তি হিসেবে আজ আবির্ভূত হয়েছে উম্মতের মুজাহিদরা।

সবাই তটস্থ। কি চায় তারা! ইসলামের বিজয়, কালিমার বুলন্দি আর মুসলিমদের মুক্তি। আল্লাহর ভূমিতে আল্লাহর আইনের শাসনই কেবল সক্ষম এতে! সুতরাং ভারত-পাকিস্থানের শত্রুতার সাথে আরেকটি নতুন খেলোয়ার মাঠে এসেছে, যারা এতটাই তীব্র, বাঁধভাঙা আর

বে-পরোয়া যে সারা বিশ্ব পেরেশান, হয়রান।

নিন্দুকেরা তাদের উগ্র আর জঙ্গী যে উপাধি-ই দিক না কেন, যত প্রোপাগান্ডাই করা হোক কেন তারা আজ সবকিছুকে অগ্রাহ্য করার দীপ্ত শপথ নিয়েছে। অতএব যারা জিহাদ পরিত্যাগ করেছে আল্লাহ তাঁদের পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আল্লাহ আজ গুরাবাদের পুরো জাতি থেকে নির্বাচিত করেছেন! তাদের শানে দয়াময় আল্লাহ ইরশাদ করেন

"হে ঈমানদারগণ তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচীরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবেনা। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী মহাজ্ঞানী! [সুরা মায়েদা; ৫৩]

কবি কত সুন্দর বলেছেন,

"আজ পৃথিবীর দিকে দিকে শুনি জিহাদের ডাক, কেউ জাগে নও জুশ লয়ে কেউ ভয়ে নির্বাক, কেউ বলে তাকে মুক্তির পথ কেউ বলে সন্ত্রাস, কেউ ভাবে তাকে কল্যাণকর কেউ বা সর্বনাশ, পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের সব সরকার পেরেশান,

প্রচার মিডিয়া কিছু না বুঝিয়া হয়রান হয়রান, জিহাদের হয় অপব্যবহার জানিনা সে দোষ কার, আসলে জিহাদ কুর'আনে লিখা ফরমান আল্লাহর,

জিহাদ শক্তি, জিহাদ মুক্তি, জিহাদ মিথ্যে নয়, শোষিত পীড়িত মাযলুমানের জিহাদেই আশ্রয়"-

তারা আল্লাহ এবং মুমিন ব্যতীত সবার সাথেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা নতুন যুদ্ধা, যুদ্ধের সব পক্ষই তাদের প্রতিপক্ষ, না ভারত, না রাশিয়া-আমেরিকা আর না ইসলামের নাম ব্যহারকারী মিল্লাতের অবাধ্য সন্তান পাকিস্থান! সবাই শত্রু। ***তারাই কেবল বন্ধু যারা আল্লাহর শরীয়তের জন্যে লড়াই করে। সুবহানাল্লাহ!***

সুতরাং এইসব কিছু আলল্লাহর রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী'কৃত যুদ্ধকে বাধ্যতামূলক ও অবশ্যম্ভাবী করেছে এবং আমাদের প্রজন্মে তা সংগঠিত হবার সব ধাপ পূরণ করেছে। হিন্দ এখন এক অভূতপূর্ব ভয়ংকর যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত!

কেউ কি আছে.....কাফেলা বদ্ধ হবে!

গাজওয়াতুল হিন্দ মহাযুদ্ধেরই অংশ

কিন্তু বন্ধু,

তুমি কি জান যুদ্ধটি কিভাবে তোমাকে নাড়া দিবে এবং কি অবস্থায় তোমার সাথে সাক্ষাত করবে?

তুমি তো ভেবেই নিয়েছ-"একটা যুদ্ধ হয়তো হবে, কিছুটা ভয়ংকর হতেও পারে, কিন্তু তুমি বা তোমার পরিবার পার পেয়ে যাবে, ফাঁক গলে বেড়িয়ে যাবে(!)

হয়তো ভাবছো,

আরে এটা তো গাজওয়াতুল হিন্দ! এটা মহাযুদ্ধ/বিশ্বযুদ্ধ বা হাদীসের ভাষায় মালহামাতুল কুবরা তো আর নয়.....!"

না বন্ধু,

তুমি ভুলই ভেবেছ, আর ভুলের মাঝেই থেকে গেলে মাশুল টা যে চড়া হয়ে যাবে!

তুমি কি জান!

'**গাজওয়াতুল হিন্দ**' মালহামাতুল কুবরা অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধের অংশই হবে! যখন শামে ইমাম মাহদী মালহামা/বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত থাকবেন তখন তুমি হিন্দুস্থানে গাজওয়াতুল হিন্দে ব্যস্ত থাকবে। উভয়টা মিলেই হবে মালহামতুল কুবরা বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

যুহায়র ইবনু হারব ও আলী ইবনু হুজর (রহঃ) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেন,

"অচিরেই ইরাকবাসীরা না খাদ্যশস্য পাবে, না দিরহাম পাবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কার কারণে এ বিপদ আসবে"? তিনি বললেন- অনারবদের কারণে। তারা খাদ্যশস্য ও দিরহাম আসতে দিবে না। কিছু সময় চুপ থেকে তিনি আবার বললেন অচিরেই শামবাসীর নিকট কোন দীনার আসবে না এবং কোন খাদ্যশস্যও আসবে না। আমরা প্রশ্ন করলাম, এ বিপদ কোন দিক থেকে আগমন করবে? তিনি বললেন, রোমের দিক থেকে। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, আমার উম্মাতের শেষভাগে একজন খলীফা (ইমামুল মাহদি) হবে। সে হাত ভরে ভরে অর্থ সম্পদ দান

করবে, গণনা করবে না।

সহীহ মুসলিম: অধ্যায় ৫৪/ফিৎনা ও কিয়ামতের আলামত, হাদিস নং: ৭০৫১, পাবলিশার: ইফাবা। বুখারী: অধ্যায় ৮১/ ফিৎনা ও কিয়ামতের আলামত।

২০০০ সালের অব্যবহিত পরেই ইরাকের ওপর অনারব আমেরিকা আর ন্যাটু জোট দ্বারা অবরোধ আরোপ করা হয়, যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়। আন্তর্জাতিক ভাবে ইরাককে বিশ্ব বাজার থেকে বৈকট করা হয়েছিল এবং প্রায় ১০ লাখ ইরাকি সেই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। সাদ্দাম কে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল এবং সকল সম্পদ ডাকাতি করা হয়েছিল।

চিত্রঃ ইরাক যুদ্ধ ও অবরোধের দুটি রুপক ছবি

এটি ছিল হাদীসের প্রথম অংশের সত্যায়ন,"**অচিরেই ইরাকবাসীরা না খাদ্যশস্য পাবে, না দিরহাম পাবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কার কারণে এ বিপদ আসবে”? তিনি বললেন- অনারবদের কারণে। তারা খাদ্যশস্য ও দিরহাম আসতে দিবে না।**"

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুপ থাকা ও অতঃপর শাম (সিরিয়া) অবরোধের কথা বলার দ্বারা বুঝা যায় ইরাক অবরোধের কিছু দিন পরই সিরিয়া অবরোধ ও যুদ্ধের শিকার হবে। দেখতে দেখতেই ইরাক যুদ্ধের ১০ বছর অতিবাহিত হল। তেল ও অর্থ ছিনিয়ে নেয়া হল। আবরোধে অভাব ও দুর্ভীক্ষে ১০ লাখা মানুষ নিহত হল।

কিন্তু সিরিয়া যুদ্ধের কোনই লক্ষণ নেই। ইমাম আনোয়ার আল আওলাকি (রাহিঃ) ইরাক অবরোধের পর পরই বলেছিলেন এখন আমাদের সিরিয়ার দিকে তাকানো উচিত, কেননা হাদীস অনুযায়ী শীঘ্রয় সিরিয়া অবরুদ্ধ হবে! সুবহানাল্লাহ! শাইখ আওলাকি ২০১১ সালে শহীদ হন এবং

সিরিয়া অবরোধ দেখার আগেই!

২০১২ সাল। আরব বসন্তের ধোয়া ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকে। অতঃপর সিরিয়ায় তা পৌঁছাল এবং সশস্ত্র লড়াইয়ে রুপান্তরিত হল। শুরু হল গৃহ যুদ্ধ। কালব বংশের নুসাইরিদের আগ্রাসন, লাখো আহলে সুন্নাহর মৃত্যু, এক কোটি সিরিয়ানদের দেশান্তরি, রাশিয়া, ইরান আর আমেরিকার সিরিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং স্মরণকালের ভয়াবহ অবরোধ আরোপিত হলো সিরিয়াবাসীর ওপর।

চিত্রঃ আরব বসন্তে উত্তাল সিরিয়া

২০১৫ সালের এক সমীক্ষায় শামে (সিরিয়ায়) দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৫০০। মানুষ গাছের লতাপাতা, বাড়ি ঘরের পোষা বিড়াল-কুকুর, নর্দমার পানি আর একে

অপরের জিহ্বা চুষেও ক্ষুদা তৃষ্ণা নিবারণে ব্যর্থ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। মায়ের কোলের দুধের শিশু খাবারর অভাবে বৃদ্ধে পরিণত হচ্ছে।

চিত্রঃ সিরিয়া যুদ্ধ ও অবরোধে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ

অতঃপর আজ ৬ বছর অতিবাহিত হয়েছে সিরিয়া যুদ্ধের। ১০ লাখ নিহত, এর অধিক সংখ্যায় আহত। অবরোধে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৫০০ জন প্রায়! এটি হচ্ছে হাদীসের বাকি অংশের বাস্তবায়ন

চিত্রঃ সিরিয়া অবরোধে কঙ্কালসার শিশু, এমন সংখ্যা লাখ লাখ

হাদীসের অপর অংশও বাস্তবায়িত হল-

তিনি আবার বললেন অচিরেই শামবাসীর নিকট কোন দীনার আসবে না এবং কোন খাদ্যশস্যও আসবে না। আমরা প্রশ্ন করলাম, এ বিপদ কোন দিক থেকে আগমন করবে? তিনি বললেন, রোমের দিক থেকে। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, আমার উম্মাতের শেষভাগে একজন খলীফা (ইমামুল মাহদি) হবে। সে হাত ভরে ভরে অর্থ সম্পদ দান করবে, গণনা করবে না।

এখন শুধু খলীফা ইমাম আল মাহদীর আগমন বাকি আছে!

সিরিয়া যুদ্ধই হবে শেষ যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধের শেষ ভাগে

ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে। ইমাম মাহদী দামেস্কের উপকণ্ঠে গুতা শহরে ক্যাম্প করবে। এবং মহাযুদ্ধের সময় এটাই হবে মুসলমানদের হেডকোয়ার্টার।

আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত- **রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যুদ্ধের দিন মুসলিমদের শিবির স্থাপন করা হবে ‘গূতা’ নামক শহরে, যা সিরিয়ার সর্বোত্তম শহর দামিশকের পাশে অবস্থিত।**

[-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪২৯৮]

আজকের এই সময়ে যখন গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে আলোচনা করছি- দীর্ঘ ৬ বছর পর শামের যুদ্ধ গুতা শহরে প্রবেশ করেছে। আল্লাহর ক্বসম আজ থেকে এক মাস আগেও গুতা আলোচনায় ছিল না। কিন্তু এখন প্রতিদিনকার শিরোনাম হল 'গুতা'। গুতা'য় এক অমানবিক যুদ্ধ শুরু হয়েছে, এবং আকাশ থেকে বোমা নিক্ষেপ, ক্যামিকেল বোমা, রাসায়নিক বোমা বাদ যাচ্ছেনা কিছুই। গত ১৫ দিনে গুতা'য় ১২০০ এর অধিক নিহত হয়েছে। যাদের সবাই নিরীহ বেসামরিক এবং অধিকাংশই নারী-শিশু। গুতার

বিভৎসতার যে সকল ছবি অনলাইন ও প্রিন্ট মিডিয়ায় আসছে তা কোন সুস্থ ও বিবেকবান মানুষই সহ্য করতে পারবেনা! ***রাশিয়া স্বীকার করেছে তারা ২ বছরে প্রায় ২০০ এর অধিক নতুন অস্ত্র সিরিয়ানদের ওপর পরীক্ষা করেছে!***

চিত্রঃ গুতায় আহত নিহত কিছু শিশুর ছবি। ইন্নালিল্লাহ!

চিত্রঃ গুতায়, আক্রান্ত বাড়ির মেঝেতে কুর’আন এবং জানাজার জন্যে প্রস্তুত শিশুদের লাশ

ইমাম মাহদীর ক্যাম্পের শহরে মহাযুদ্ধ আগমন করা কি তবে বিশেষ কিছুর ইঙ্গিত!

মাহদী, অতঃপর দাজ্জালের আগমনের পর ঈসা আলাইহিস সালাম সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে অবতরণ করবে! তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং শামের দায়িত্ব নিবেন। ইমাম মাহদীর শামে যুদ্ধ করার সময় ভারতীয় উপমহাদেশের যুদ্ধটিও চলবে। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় হিন্দুস্তানের বিজয়ী বীরেরা মালাউন সন্ত্রাসী নেতাদের বন্দী করে শামে গমন

করবে। এবং শামে এসে তারা মারয়াম তনয় ঈসা (আঃ) কে পেয়ে যাবে। **"হযরত সাওবান (রাদিয়াল্লাহু'আনহু) হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু'আনহু) কে বলতে শুনেছেন যে রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ হিন্দুস্তানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, "অবশ্যই আমাদের একটি দল হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ সেই দলের যোদ্ধাদের সফলতা দান করবেন, আর তারা রাজাদের শিকল/বেড়ি দিয়ে টেনে আনবে এবং আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন (এই বরকতময় যুদ্ধের দরুন) এবং সে মুসলিমেরা ফিরে আসবে তারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আলাইহি'ওয়াসাল্লাম) কে শামে (সিরিয়া) পাবে।"**

হিন্দুত্ববাদের ভারত

ভারত মুসলিমদের জন্যে ত্রাসের ভূমিতে পরিণত হয়েছে। মুসলিমদের জাতিগত নির্মুলের সকল ধাপ পূরণ করেছে। এবং ভারত আজ শির্কের কালেমা খচিত পতাকা নিয়ে যুদ্ধের হুংকার ছুড়ে বেড়াচ্ছে। এসব নরকের কীটেরা বার মাসে তেরো পুজার মতোই যখন তখন দাঙ্গা বাঁধিয়ে মুসলিম হত্যায় লিপ্ত হয়! গরুর গোশত পাওয়ার অপরাধে জীবন দিতে হয় ভারতীয় মুসলিমদের রাস্তাঘাটে! ধর্ষণ করা হয় উম্মতের মা-বোনদের! তার মাত্রা কেমন! একটা রিপোর্ট দেখলেই বুঝতে পারবেন- ***"ভারতের দখলীকৃত কাশ্মীরে ১৯৪৭ সাল থেকে, সন্ত্রাসীগোষ্ঠী হিন্দুদের কর্তৃক ২৫০,০০০ মুসলিমা ধর্ষিতা হয়েছে যাদের মধ্যে কাশ্মিরেরই ২০০,০০০ মুসলিমা। আর ভারতে, ২০১৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৭০০০ মুসলিমা বর্বর হিন্দুদের কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েছে।"***

এই হল ভারতের জুলুমের এর একটা ছোট্ট অংশ! যারা

জুলুমের এক রামায়ন রচনা করতে গাজওয়াতল হিন্দ শুরু করবে!

আমরা শুধু একটি ঘটনা বলব। সবাই তা জানেন! ধর্মমত নির্বিশেষে সবাইকেই এই পাশবিকতা স্পর্শ করেছে... হে আসিফার কথায় বলছি! জম্মু কাশ্মিরের ৮ বছরের মুসলিম মেয়েশিশু!

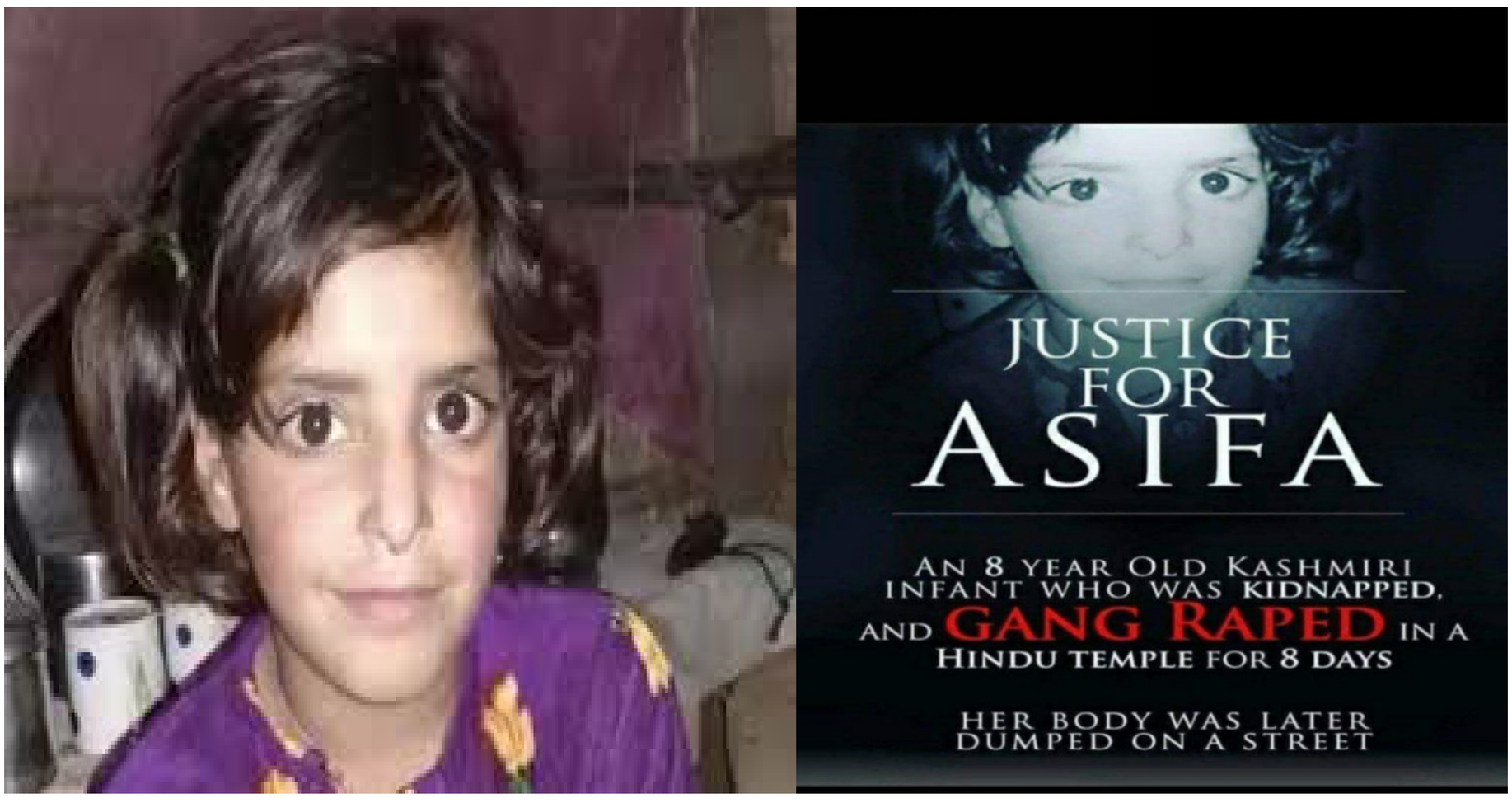

চিত্রঃ আসিফা বানু, মরে গিয়ে উম্মতকে জাগিয়ে গেলেন

মন্দিরের পুরোহিত আর পুলিশ আসিফাকে অপহরণ করে সপ্তাহকাল আটক ও গুম রেখে ধর্ষণ করে, পাথরের আঘাতে মাথা থেঁতলিয়ে হত্যা করে! এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে

ওঠে দুনিয়ার বিবেক, দুনিয়ার মুসলিম! আমরা এই ঘটনার চার্জশীট সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করে দিচ্ছি-

“মুসলমানদের হটাতেই জম্মুতে ধর্ষণ ও খুন ৮ বছরের কন্যা শিশুকে? শিশু হত্যার বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ভারত শাসিত জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে একটি আট বছরের কন্যা শিশুকে অপহরণ, ধর্ষণ এবং হত্যার যে মামলার তদন্ত করছিল সেই রাজ্যের পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ, তারা আদালতের কাছে চার্জশীট পেশ করেছে। তদন্তে ঘটনার যে বিবরণ উঠে এসেছে, তা এক কথায় বীভৎসতার চূড়ান্ত পর্যায়।

এও বলা হয়েছে চার্জশীটে, যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী যাযাবর সম্প্রদায়কে হিন্দু প্রধান এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আর তাদের মনে আতঙ্ক তৈরি করার জন্য ঐ ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

অপহরণ, ধর্ষণ আর হত্যার ঐ মামলায় আট জন অভিযুক্তের মধ্যে চার জন পুলিশ কনস্টেবল বা কর্মকর্তা। এদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তবে তাদের মুক্তির দাবীতে আর গোটা ঘটনা কেন্দ্রীয় তদন্ত

ব্যুরো সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করানোর দাবীতে জম্মু অঞ্চলে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো বিক্ষোভ দেখিয়েছে, রাস্তায় নেমেছিলেন জম্মু বার এসোসিয়েশনের সদস্যরা। ধৃতদের মুক্তির দাবী ভারত শাসিত জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে একটি আট বছরের কন্যা শিশুকে অপহরণ, ধর্ষণ এবং হত্যার যে মামলার তদন্ত করছিল সেই রাজ্যের পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ, তারা আদালতের কাছে চার্জশীট পেশ করেছে। তদন্তে ঘটনার যে বিবরণ উঠে এসেছে, তা এক কথায় বীভৎসতার চূড়ান্ত পর্যায়।এই ঘটনা নিয়ে ওই সব বিক্ষোভে দেখা গেছে ভারতের জাতীয় পতাকাও।

কী অভিযোগ আনা হয়েছে চার্জশীটে?

জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ বলছে, আট বছরের ঐ কন্যা শিশুকে জম্মু-র কাঠুয়া জেলায় তার বাড়ির কাছ থেকে অপহরণ করা হয়েছিল।

সাত দিন পরে তার মৃতদেহ পাওয়া যায় কাঠুয়া জেলারই বসানা গ্রামে।

তদন্তের শুরুতেই দেখা যায় যে ওই কন্যা শিশুর খোঁজ করতে পুলিশ কর্মীরা যখন জঙ্গলে গিয়েছিলেন, তার মধ্যেই

এমন দুজন ছিলেন, যারা মৃতদেহটির পোশাক পরীক্ষার জন্য পাঠানোর আগে একবার জলে ধুয়ে নিয়েছিল। তল্লাশি চালিয়ে বসানা গ্রামের একটি মন্দির থেকে কিছু চুল খুঁজে পান তদন্তকারীরা। তাঁদের সন্দেহ হয় যে ঐ চুল অপহৃত কন্যা শিশুটির হতে পারে। চার্জশীটে বলা হয়েছে, ওই মন্দিরের দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন সাঞ্জি রাম নামে যে ব্যক্তি, তিনিই নিজের পুত্র আর ভাইপোর সঙ্গে ওই কন্যা শিশুকে অপহরণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

গুজ্জর সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করাই উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তারা ওই এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

চার্জশীটে পুলিশ এটাও উল্লেখ করেছে যে ধর্ষণের আগে ঐ মন্দিরে কিছু পুজোও করা হয়।

৬০ বছর বয়সী সাঞ্জি রাম, তার ছেলে বিশাল আর নাবালক ভাইপো, চার পুলিশ কর্মী এবং আরেক ব্যক্তি গোটা ঘটনায় সরাসরি যুক্ত।

ঐ কন্যা শিশুকে অপহরণ করে নিয়ে আসার পরে তাকে মাদক খাইয়ে অচেতন করে রাখা হয়েছিল। তার মধ্যেই তাকে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয়।

অভিযুক্তদের মধ্যে যে নাবালক রয়েছে, সে তার চাচাতো দাদা সাঞ্জি রামের ছেলে বিশালকে উত্তর প্রদেশের মীরঠ শহর থেকে ডেকে আনে ফোন করে যাতে, সে-ও ওই কন্যা শিশুটিকে ধর্ষণ করতে পারে।

চার্জশীটে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, টানা ধর্ষণ করার পরে যখন অভিযুক্তরা ঠিক করে যে এবার ওই কন্যা শিশুটিকে মেরে ফেলার সময় হয়েছে, তখন একজন অভিযুক্ত পুলিশ কর্মী অন্যদের বলে, "এখনই মেরো না। দাঁড়াও। আমি ওকে শেষবারের মতো একবার ধর্ষণ করে নিই।"

তারপরে ওই পুলিশ কর্মী নিজে চেষ্টা করে কন্যা শিশুটিকে হত্যা করতে, কিন্তু সে ব্যর্থ হয়। শেষে নাবালক অভিযুক্তই ওই কন্যা শিশুকে হত্যা করে। তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে মাথা থেঁতলে দেওয়া হয় একটা পাথর দিয়ে।

ময়নাতদন্তে জানা গেছে যে ওই কন্যা শিশুটিকে মাদকের বড়ি খাইয়ে তারপরে ধর্ষণ করা হয়েছে।

অভিযুক্তদের পক্ষ নিয়ে বিক্ষোভ-

ক্রাইম ব্রাঞ্চের তদন্তে যখন একের পর এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হতে থাকেন, তখন থেকেই শুরু হয় প্রতিবাদ।

প্রথমে স্থানীয় একটি সদ্য গঠিত হিন্দু সংগঠন বিক্ষোভে নামে।

সেখানে হাজির ছিলেন বিজেপির বেশ কিছু নেতা-কর্মী।

তাদেরই একজন, বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক ও বিধানসভার সদস্য অশোক কউল বিবিসির প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছিলেন, "এলাকার মানুষের সঙ্গে তো থাকতেই হবে"

তবে এবার বিক্ষোভে নামে আইনজীবীরা।

গ্রেপ্তারীর প্রতিবাদে জম্মুতে যে হরতাল হয়েছিল ১১ই এপ্রিল, তাতে যুক্ত হয়ে রাস্তায় নেমেছিল বার এসোসিয়েশন। ক্রাইম ব্রাঞ্চের কর্মকর্তারা যাতে চার্জশীট পেশ না করতে পারেন, তার জন্য রীতিমতো ঘেরাও চলতে থাকে।

আদালত চত্বরেই চলতে থাকে স্লোগান। শেষমেশ অনেক রাতে ক্রাইম ব্রাঞ্চের কর্মকর্তারা চার্জশীট জমা করতে সক্ষম হয়।

হিন্দুত্ব্যবাদী আগ্রাসন কি পরিমাণ হয়েছে এবার একটু বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন।

এক ৮ বছরের কিশোরী মুসলিম বোনকে কয়েকজন মালাউনরা মিলে পালাক্রমে ধর্ষণ করেও বাচঁতে দেয়নি, তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে মাথা থেঁতলে দেওয়া হয় একটা পাথর দিয়ে!" আর এই ধর্ষক ও খুনিদের পক্ষ নিয়ে হরতাল, মিছিল, আন্দোলন করে নগ্ন হিন্দুত্ববাদীরা! হ্যা, অনেক হিন্দুরাও আবার আসিফা হত্যায় শোক প্রকাশ করে বিচারের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু আমাদের আলোচনা তাঁদের নিয়ে নই, তাঁদের হিন্দুত্ববাদী ইসলাম বিরোধী দল ও আদর্শ নিয়ে।

আমরা এখন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে সঙ্গক্ষিপ্তভাবে প্রামাণ্য আলোচনা করব। তথ্যগুলির অধিকাংশ অনলাইন টিম “অনুসন্ধিৎসু”র মোদিকে নিয়ে তৈরী করা ভিডিওর কল্যাণে পাওয়া-

মোদি,

ভারতের ১৪ তম প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু মোদির আরেকটি পরিচয় আছে। প্রধানমন্ত্রী হবার আগে মোদি পরিচিত ছিল ***গুজরাটের কসাই*** *হিসেবে।এ পরিচয়ের পেছনের গল্প আর মতাদর্শ সম্পর্কে অনেকেই হয়তো জানেন না।কিন্তু এ*

আদর্শকে না বুঝলে মোদিকে বুঝা সম্ভব না।

গুজরাটের কসাই এবং আরএসএস (RSS)...!

চিত্রঃ RSS এর সাথে মোদির কিছু ছবি। প্রথম দুটি ছবি যখন RSS এর কর্মী ছিল, তৃতীয়টি যখন প্রধানমন্ত্রী

বুকার প্রাইজ বিজয়ী ভারতীয় লেখক ও একটিভিস্ট অরুন্ধতী রায় বলেন,

"আমি শুধু আপনাদের এ মানুষটি সম্পর্কে জানাতে চাই, সে (নরেন্দ্র মোদি) আরএসএস-এর একজন সদস্য যার পূর্ণরূপ হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। এটি গঠিত হয়েছিল ১৯২৭

সালে ইতালির ফ্যাসিস্টদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। হিটলারের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। তাদের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠতম মহানায়কদের একজন হলো এডলফ হিটলার। তারা প্রকাশ্যে খোলাখুলিভাবে এডলফ হিটলারের প্রশংসা করে। আর আমি আপনাদেরকে তাঁদের বইয়েরও কিছু অংশ পড়ে শুনাবো।

‘২০০২ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিল মোদি,

ট্রেনে করে কিছু তীর্থযাত্রী ফিরছিল বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে তোলা মন্দিরের পূজা শেষ করে। সেই ট্রেনে আগুন জালানো হয়েছিল। কেউ জানেনা কে আগুন দিয়েছিল। ৫৭ জন তীর্থযাত্রী আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল। সে ঘটনার পর মোদির ছত্রছায়ায় উন্মত্ত হিন্দুরা গুজরাটে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তারা জ্বালাও-পোড়াও, হত্যা ও ধর্ষণ করেছিল। আর প্রায় এক থেকে দুই হাজার মুসলিম গুজরাটের রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে গণহত্যার শিকার হয়েছিল। এক লক্ষ মানুষকে বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। যারা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল পুলিশ তাদের সাহায্য করেছিল। সেখানে বিধানসভার একজন প্রতিনিধি ছিলেন যার নাম ছিল এহসান জাফরী। যিনি মোদির বিরুদ্ধে নির্বাচনে

দাঁড়াবার সাহস করেছিলেন। প্রায় ২০,০০০ উন্মত্ত হিন্দু তার বাড়ি ঘিরে ফেলে। সাহায্যের জন্য তিনি প্রায় দুইশত ফোনকল করেছিলেন। পুলিশের গাড়ি সেখানে পৌঁছেছিল কিন্তু কিছু না করেই ফিরে গিয়েছিল।

চিত্রঃ এহসান জাফরী এবং আগুনে ছাড়খার হওয়া তার বাড়ির মেঝেতে পরিত্যক্ত নেমপ্লেট

উগ্র হিন্দুরা বাড়িটি ঘিরে রেখেছিল। এহসান জাফরী বের হয়ে আসলেন। তার বাড়িতে অনেক মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। বের হয়ে তিনি বললেন আমাকে যা খুশি কর কিন্তু মহিলাদের ছেড়ে দাও। আমার বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের ছেড়ে দাও।

কিন্তু তারা প্রথমে তার হাত দুটো কেটে ফেলল। তারপর পা দুটোও কেটে ফেলল। ঘরের চারপাশে তার শরীর টেনে-হিঁচড়ে বেড়ালো! তারপর তার বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া সবাইকে মেরে ফেলল। আশ্রিত নারীদের ধর্ষণ করার পর আগুনে পুড়িয়ে মারল আর মোদী ঘটনার পর বলল দেখেন, "কোন ক্রিয়া থাকলে তার তো একটা প্রতিক্রিয়াও থাকবে!"

আর এখন মোদি যে সংগঠনের সদস্য ছিল সেটার কিছু বক্তব্য আমি আপনাদের পড়ে শোনাতে চাই। এখানে we or Our Nationhood Defined নামক বই থেকে নেয়া কিছু উদ্ধৃতাংশ দিচ্ছি। বইটির লেখক হলো এম এস গোলওয়ালকার, সে পরবর্তীতে ১৯১৪ সালে RSS এর প্রধান হিসেবে ড. হেডগেওয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। সে লিখেছে- "হিন্দুস্তানে মুসলিমদের পদার্পণের সেই অশুভ দিনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত হিন্দু জাতি বীরত্বের সাথে আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। জাতিগত চেতনা জাগ্রত হয়েছে। এই হিন্দুস্তান হল হিন্দুদের ভূমি। এখানে হিন্দুরা বসবাস করবে এবং শুধু তারাই বসবাসের অধিকার রাখে। বাকিরা সবাই জাতীয় স্বার্থ ও লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতক এবং শত্রু। ভদ্র ভাষায় বললে অপদার্থ।

বহির্জাতিসমূহ হিন্দুস্তানে হয়তো থাকতে পারে তবে হিন্দু জাতির নিকট সম্পূর্ণ পরাধীন হিসেবে। কোন প্রকার অধিকার কোন প্রকার দাবি-দাওয়া ছাড়া। অগ্রাধিকার তো দূরের কথা এমনকি নাগরিকত্বেরও অধিকার ছাড়া। নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষায় জার্মানি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সেমিটিক ইহুদী জাতিকে নির্মূল করে। জাতিগত গর্বের সর্বোচ্চ চূড়া জার্মানিতে অর্জিত হয়েছিল। এর মাঝে আমাদের হিন্দুস্তানের জন্য উত্তম শিক্ষা ও উপকারিতা আছে। "(We or Our Nationhood Defined)

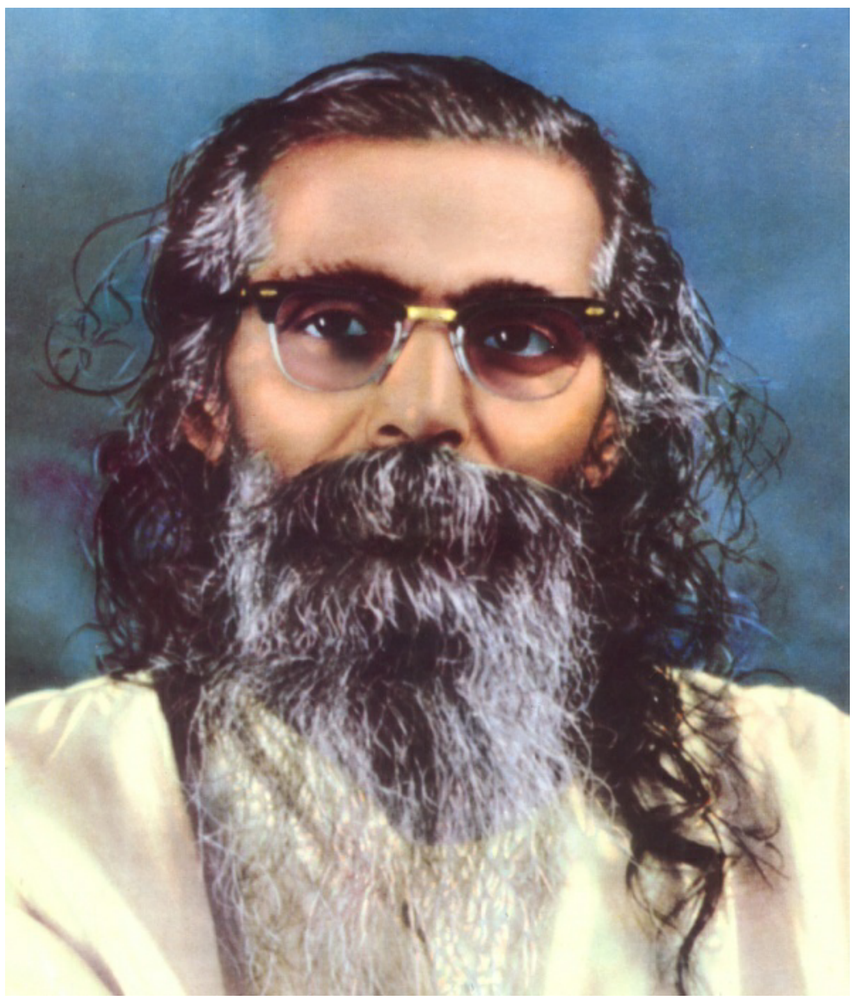

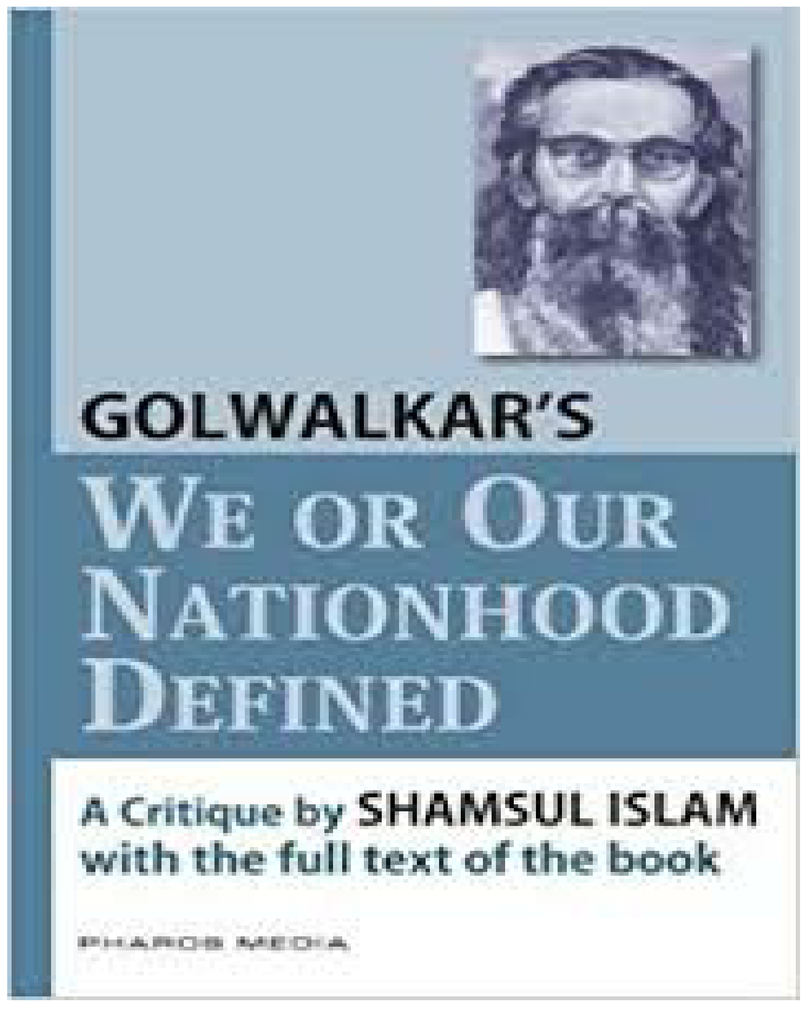

চিত্রঃ গোলওয়ালকার এবং তার We Or Our Nationhood Defined বইয়ের প্রচ্ছদ ছবি

২০০০ সাল নাগাদ আরএসএসের ৬০ হাজারেরও বেশি শাখা গঠিত হয়েছিল এবং ৪০ লাখেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবকদের সৈন্য গড়ে উঠেছিল (বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবীদের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ) যারা ইন্ডিয়া জুড়ে এই মতাদর্শ প্রচার করে যাচ্ছে।"

হ্যা, সত্যিই, ভারতের হিন্দুদের বাইরে কেউ থাকতে হলে নাগরিকত্ব ছাড়াই থাকতে হবে! ইতিমধ্যে আসামের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের নাগরিকত্ব বাতিল, বাড়িঘর ভাঙচুর, স্থানীয় তৃণমূল থেকে ওপেন টিভিতে গণহত্যার হুমকি, লুটপাট এর অব্যবহিত পরেই নতুন করে যুক্ত হয়েছে কর্নাটকের প্রায় ১৫ লক্ষ মুসলিমদের নাগরিকত্ব বাতিল করা। ইয়া কারীম!

এই আদর্শ হল হিন্দুত্ববাদের আদর্শ যা আজ রাষ্ট্রীয়ভাবে হিন্দুস্তানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ভারতের মুসলিমদের জন্য, উপমহাদেশের মুসলিমদের জন্য কি অপেক্ষা করছ.....!!!

ভারত নিয়ে কোন বিশ্লেষণই চলেনা। কেননা হাদীসে ভারতের ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। হাদীস অনুযায়ী ভারত বিরোধীদের মর্যাদাও সীমাহীণ। তারা বেঁচে থাকলে জাহান্নাম থেকে মুক্ত, মারা গেলে শহীদ! সুতরাং যারা ভারতের পক্ষে আছে, ভারতের সঙ্গে থাকে, ভারতের এজেন্ট, ভারতবিরোধী মুজাহীদদের বিরোধিতা করে তাদের ঈমানের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা উচিত! নিজেকে প্রশ্ন করুন-আপনি একজন ভারতের বন্ধু না ভারতবিরোধী?

অতএব কল্পনা-বিলাসিতার সময় নেই। হিন্দের যুদ্ধে অংশ নিবে সমস্ত হিন্দুরা, সমস্ত মুসলিমরা, সমস্ত বৌদ্ধরা। আর অংশ নিবে ভারতের নিয়মিত ১৪ লাখ সৈনিক এবং রিজার্ভ ২৩ লাখ, পাকিস্তানের নিয়মিত সৈনিক ৫ লাখ এবং রিজার্ভ ৫লাখ, বাংলাদেশের সাড়ে তিন লাখ নিয়মিত ফোর্স, মায়ানমারের ৪ লক্ষের অধিক নিয়মিত ফোর্স। অর্থাৎ প্রায় ৫৫ লাখ সৈনিকের অংশগ্রহণের যুদ্ধ হবে 'গাজওয়াতুল হিন্দ'। এর বাইরে বিভিন্ন দল-উপদল, সাধারণ নাগরিকসহ

কি পরিমাণ অংশ নিবে তা অনুমানের বাইরে।

*10 Lacs = 1Million		
Total Soldiers	37 lacs, 73 thousand, 300	11 lacs, 47 thousand, 500
Soldiers on Duty	14 lacs, 14 thousand	5 lacs, 50 thousand
Reserved Soldiers	23 lacs, 71 thousand, 900	5 lacs, 28 thousand
Pera Military	10 lacs, 89 thousand, 700	3 lacs, 2000

চিত্রঃ ভারত-পাকিস্থানের সামরিক বাহিনীর তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সুতরাং এ যুদ্ধটি কত জটিল এবং বহুমুখী ভয়ংকর হবে তার কি কোন সীমা-পরিসীমা আছে? কোন ভাবেই কি এই যুদ্ধের তীব্রতা হিসেব করা যাবে? কেউই কি এই যুদ্ধ থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে? অধিকন্তু আফগানে তালিবানের পুনরায় উত্থান এই যুদ্ধকে আরো বেগবান করবে। ইতিমধ্যে তারা আফগানিস্তানের প্রায় ৮০ শতাংশ ভূমির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে এবং এক নতুন শক্তি, যাদের ৩০ বছরের বেশি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হয়েছে। এবং রাশিয়া-আমেরিকাকে

পরাজিত করা খোরাসানের (আফগান) এই বাহিণীও অংশ নিবে এই যুদ্ধে। এর বাইরে চীন, রাশিয়া, আমেরিকা এবং অন্যান্য শক্তি।

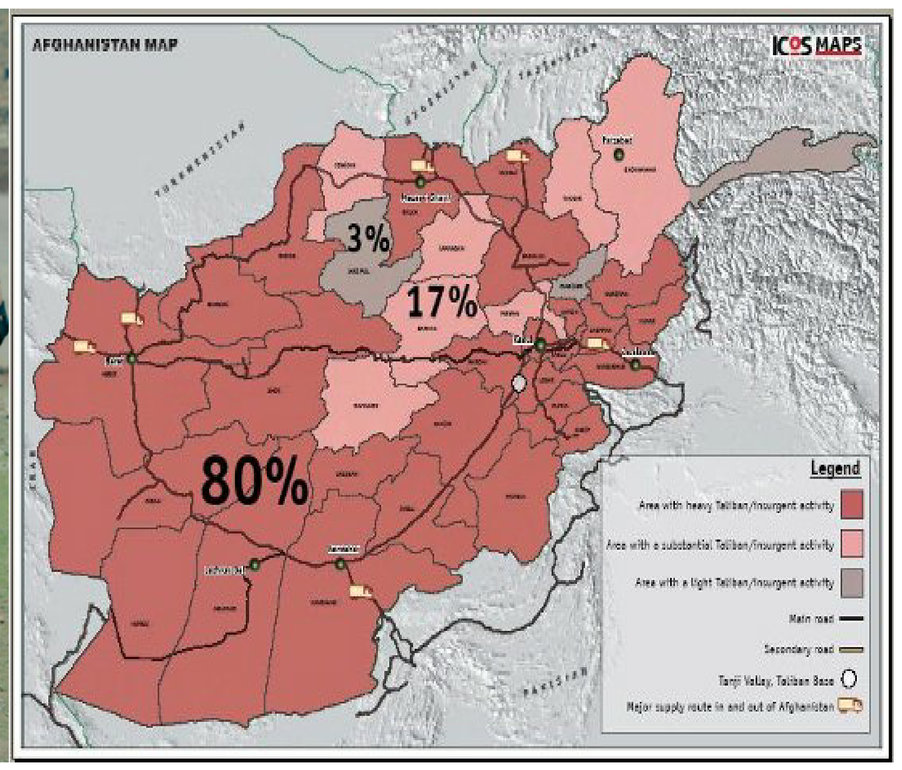

চিত্রঃ শক্তিশালী তালিবান মুজাহীদ ও তাঁদের নিয়ন্ত্রিত ভূমির মানচিত্র

এদিকে আরাকান-আসামের পর শ্রীলংকান মুসলিমদের ওপরও নির্যাতনের খড়গ নেমে এসেছে। ঘর-বাড়ির সাথে মাসজিদগুলো ভেঙে দেয়া হচ্ছে। জুমু'আর নামাজ পড়ার পরিবেশও বিনষ্ট হয়েছে এবং মিডিয়ার মাধ্যমকে উম্মাহকে ধোকা দিতে কিছু কথিত মানবতাবাদি (!) পুলিশের প্রহরায় খোলা আকাশের নীচে মুসল্লীরা জুমু'আর নামাজ আদায় করেছে।

চিত্রঃ শ্রীলঙ্কায় ভেঙে ফেলা মসজিদ, এছাড়াও অসংখ্য বাড়িঘর ভাঙচুর ও জ্বালাওপুড়াও করা হয়েছে

যেখানেই কোন মুসলিম পাওয়া যাচ্ছে আক্রমন করা হচ্ছে। শ্রীলংকান ক্রিকেটার কুমার সাঙ্গাকারা এই সাম্প্রদায়িক আক্রমনের নিন্দাবাদ জানিয়েছে এবং তা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। ভারত, আরাকানে আক্রমনের কোনরকমের একটা ছুঁতো দাঁড় করালেও শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে কি বলবেন? আসলে সারা দুনিয়াতেই ইসলামের বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর যুদ্ধ চলছে। তার যৎকিঞ্চিত মহড়া মাত্র এগুলি!

চীনের ব্যাপারে জনশ্রুতি - চীন কখনো ভীন দেশে আক্রমন করে ওপনিবেশ কায়েম করেনা। অথচ এই চীনই আমাদের পুর্ব তুর্কীস্থান দখল করে জিনজিয়াং প্রদেশ নামকরণ করেছে। ষাট এর দশক থেকে প্রায় অর্ধ কোটি মুসলিম হত্যা করেছে। ইসলামিক নাম রাখা নিষিদ্ধ। রমাদানে রোজা রাখা নিষিদ্ধ। কেউ যে রোজা রাখেনি তার প্রমাণস্বরুপ পানাহার করে দেখাতে হয়(!) মুসলিম পরিবারকে চীনা কর্মকর্তাদের সাথে রাত যাপনে বাধ্য করা হচ্ছে! কেন? কোথায় গেল গণতন্ত্র? সমাজতন্ত্র? সাম্যবাদ? অহিংশ নীতি?

কে বৌদ্ধ বার্মিজদের সাহস ও শক্তি যোগাল মুসলিম নিধনে? কারা আরাকানের খনিজ সম্পদ নিতে চীন অবধি পাইপলাইন বসাল? আসলে আল্লাহর রাসূল কতইনা সত্য

বলেছেন! "সকল কুফর (কাফের) এক জাতি, এক মিল্লাত"।

সুতরাং এই যুদ্ধ থেকে কেউই কি গাফেল থাকার, নিস্তার অথবা রেহাই পাওয়ার কল্পনা করতে পারে? যেখানে আরাকান, আফগান, ইরাক, ইরান, সিরিয়া, ফিলিস্থিন, লিবিয়া, সিরিয়া, সৌদি আরবসহ পুরো ইউরুপ তথা গোটা বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ তথা মালহামাতুল কুবরায় লিপ্ত থাকবে। কোন মানুষের জন্যেই এমন কোন ভূমিতে গমন করা সম্ভব হবে না যেখানে যুদ্ধের উত্তপ্ত অগ্নি আর ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েনি!

এই যুদ্ধের প্রচন্ডতা বুঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে নিহতের রক্তে ঘোড়ার খুর ডুবে যাবে!

সুতরাং গাজওয়াতুল যখন যেখানেই শুরু হোক না কেন-একটু ক্ষনকালেই পুরো উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। ভারত,পাকিস্থান,বাংলাদেশ,মায়ানমার,শ্রীলঙ্কা তাদের সর্ব শক্তি দিয়ে, উন্নত অস্ত্র-শস্ত্র আর মিত্রদের নিয়ে প্রতিপক্ষের ভূখন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এক ভোর বা এক সন্ধ্যাতে সমগ্র

হিন্দুস্থান আক্রান্ত হবে। মাথাছাড়া দিয়ে ওঠবে তখন সমস্ত বিদ্রোহী শক্তি। ইতিমধ্যে কাশ্মির সীমান্তে ৭ লাখ সেনা মোতায়েন করা আছে! যুদ্ধাবস্থার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে উভয় দেশের সেনাবাহিনী।

পাকিস্থান রাষ্ট্রের অবস্থান ও ভূমিকা

আমরা এই যুদ্ধে পাকিস্থানের অবস্থান ও ভূমিকা কি হবে সেই আলোচনাটাও সেরে ফেলতে চাই।

কেননা অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে নিশ্চয় পাকিস্থান একটি মুসলিম দেশ, তবে মুজাহিদীনরা পাকিস্থানের বিপক্ষেও লড়বে কেন? কেনই বা ভারত-পাকিস্থানের বাইরে তারা আলাদা পক্ষ। সচেতন মুসলিম মানেই এর কারণ জানেন, তবুও কিছু কথা পেশ করছি।

পাকিস্থান একটি ক্বায়েমী স্বার্থবাদী নিকৃষ্ট রাষ্ট্র। ইসলামের শুধু নাম ভাঙিয়ে চলাটাই এই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। মূলত ইসলামকে তারা নিজেদের আস্তাকূড়ে নিক্ষেপ করেছে। পাকিস্থান সেনাবাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে বৃটিশ সেনাবাহিনীর আদর্শে।

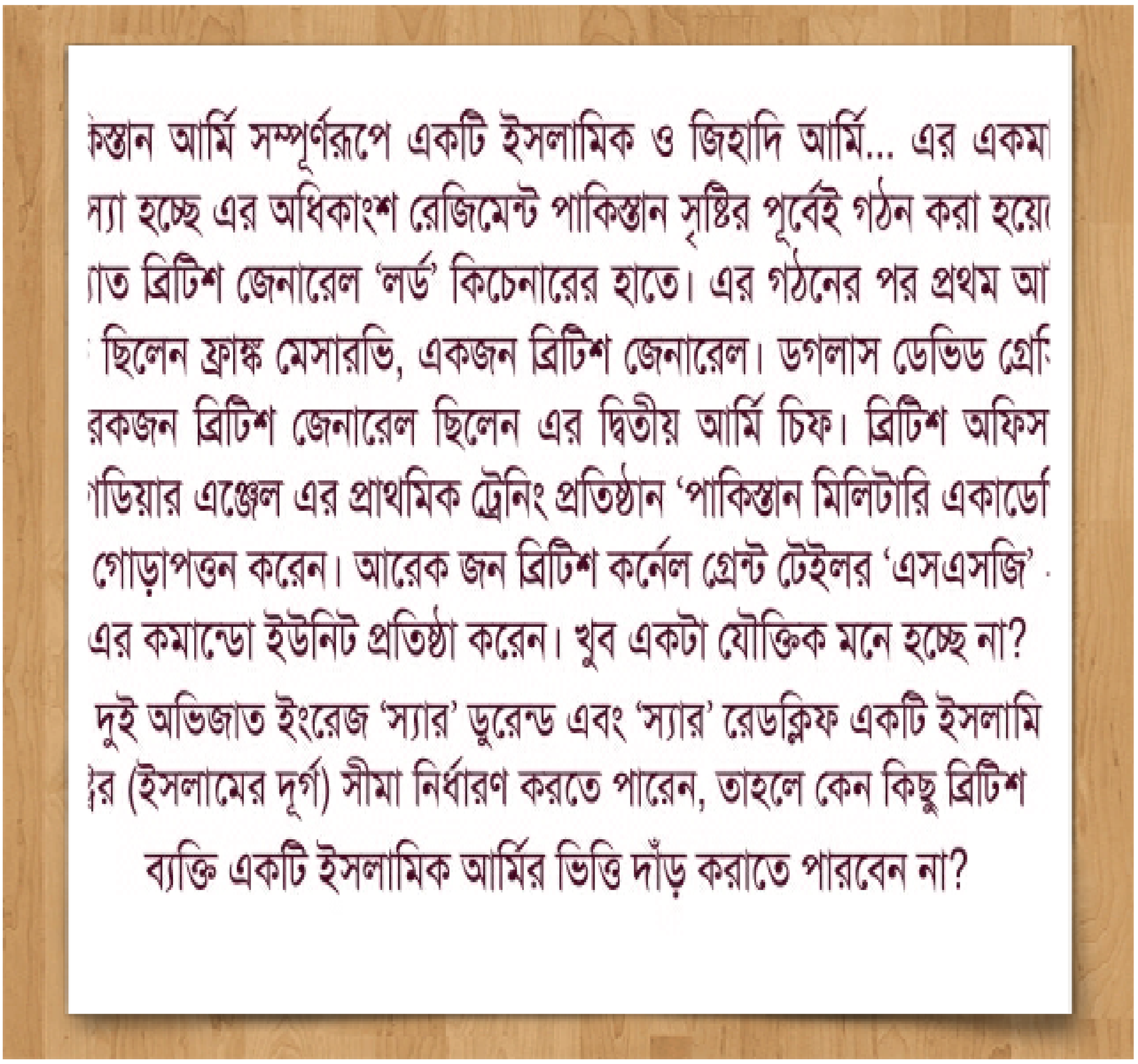

চিত্রঃ ছবি আস-সাহাব রিসার্জেন্স ম্যাগাজিন থেকে

এই হল পাক সেনাবাহিনীর আদত ও ইতিহাস! পাকিস্থান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই ভোগবাদ, বিলাসিতা, বর্বরতা আর নিজেদের হীণ স্বার্থের দাসত্ব করে আসছে। মানব রচিত বিধান, কুফুরী শাসন ব্যবস্থা, বিদেশী পরাশক্তির

গোলামি আর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে এমন কোন জগন্য-নিকৃষ্ট কর্ম নেই যা তারা করতে পারেনা। এদের বর্বরতা আর খোদা দ্রোহিতার প্রমাণ বাংলাদেশের মানুষের চেয়ে অন্য কারো বেশি জানার কথা নয়...

পাকিস্থান হল সেই দেশ এবং পাক সেনাবাহিনী হল সেই বাহিনী যারা তাদেরই ভূমিতে (পুর্ব পাকিস্থান) জুলুম-শোষণ করেছিল, ৭১ এ নিজ দেশের নাগরিকদের এবং স্বীয় মুসলিম ভাইদের গণগত্যা করেছিল, আপন ধর্মীয় লাখো মুসলিম মা বোনদের ধর্ষণ করেছিল (!)

আজকের পাক সেনাবাহিণী হল সেই বর্বর দ্বীনহীন বাহিণীর আপডেট ভার্সন (!) যারা নিজেদের নোংরামি আর পাশবিকতায় পুর্ববর্তীদের ছাড়িয়ে গেছে। তারা পাকিস্থানের হাজার হাজার তাওহিদী মুসলিমদের জেলে ভরে রেখেছে, আল্লাহর দ্বীনের আলেমদের কারাগারে রেখেছে অথবা হত্যা করেছে- যারা শরীয়তের কথা বলে।

আমেরিকাকে খুশি করতে ওয়াজিরিস্থানে পাক-সেনাবাহিণী গণহত্যা চালিয়েছে, লাখো মুসলিমকে বাস্তুচ্যুত করেছে। সোয়াতে তারা ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য হত্যাকান্ড ও

পাশবিকতা চালিয়েছে শুধুই সন্ত্রাস দমনের নামে আমেরিকাকে খুশি করতে। ৭১ এর পর তারা পুনরায় তাদের নিজেদের নাগরিকদের এমন সীমাহীন অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ চালালো যার উদাহরণ শুধু মায়ানমারের বৌদ্ধ সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী-ই হতে পারে!

আমরা সোয়াত-ওয়াজিরিস্থানে চালানো বর্বরতার এক নির্মম উপখ্যান থেকে কিছু ছবি দিচ্ছি যা ড্রোন হামলার মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছিল। এবং বেশিরভাগই ছিল বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিয়ে শাদি বা শিক্ষা প্রতিষ্টানে। শতভাগই নিহত হয়েছে সাধারণ নাগরিক।

চিত্রঃ ড্রোন হামলায় নিহতদের লাশ

এই চিত্র অসংখ্য আর সীমাহীণ এর বর্বরতা! যা প্রকাশ হয়েছে তার চেয়ে নির্মম ও বিশদ হয়েছে যা মিডিয়ার আড়ালে ঘটেছে!

চিত্রঃ ড্রোন হামলায় নিহত আরও কিছু শিশুর লাশ, স্বজনদের আহাজারি

আমরা শুধু লাল মসজিদ জামেয়া হাফসার পাশবিক গণহত্যার কথাই উল্লেখ করব-

পারভেজ মোশাররফের সরকার মসজিদে আমীর হামজা শহীদ করে দিলে মাদরাসা জামেয়া হাফসার ছাত্রীরা মাদরাসা প্রাঙ্গণে অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদ করে ও মসজিদ পূনঃনির্মাণের দাবি জানায়। পাকিস্থানের সকল উলামায়ে কেরাম তাঁদের সমর্থন জানায়। তাওহিদী জনতা ও উলামায়ে কেরামে উত্তাল হয়ে ওঠে ইসলামাবাদ। জামেয়া হাফসা হয়ে ওঠে ঈমান ও উচ্ছ্বাসের প্রতীক। কিন্তু তারা কি জানত পাকিস্থানের দালাল সরকার আসলে বিক্রিত পণ্য? যারা নিজেদের দেশকে কাফেরদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে নিজেরাও তাঁদের খাতায় নাম লিখিয়েছে ক্ষমতা, অর্থজৌলুস আর প্রবৃত্তির লিপ্সা মিঠাতে! যাঁদের কাছে ইসলামের কোনই মূল্য নেই এবং যাঁদের অন্তরে ইসলামকে চিরতরে মিটিয়ে দেবার রয়েছে ঘৃণ্য নেশা!

চিত্রঃ মাদরাসা প্রাঙ্গণে প্রতিবাদরত জামেয়া হাফসার ছাত্রীরা।

সেদিনের জামেয়া হাফসার মেয়েদের সেই ঈমানসীপ্ত সভা, ভাষণ এবং উম্মতের নারীদের সম্মান ও গৌরবের একখন্ড চিত্র জানতে, দেখতে পারেন নিচের লিংক থেকে ভিডিওটি- https://m.youtube.com/watch?v=_tUlxCiA2zs । জামেয়া হাফসার এক ছাত্রীর মর্মস্পর্শী সাক্ষাৎকার- https://m.youtube.com/watch?v=MZx6-UMQbvg বা Jameya Hafsa লিখে ইউটিউবে সার্চ দিয়েও দেখতে পারবেন।

নানা টাল-বাহানা ও নাটকের পর ভোর রাতে জামেয়া হাফসা লাল মসজিদে অপারশন পরিচালনা করে দালাল সরকার ও তার মুর্তাদ বাহিনী। এক মসজিদকে বাঁচাতে ধ্বংস হতে হয় আরেক মসজিদকে। শহীদ হতে হয় উম্মতের শ্রেষ্ঠ আলিম, মুসল্লি, ছাত্র ও ছাত্রীদের। জামেয়া হাফসার মুহতামিমা উম্মে হাসানের বই **"লাল মসজিদ ট্রাজেডি; কি ঘটেছিল আমাদের সাথে"** এ তাহরিকে তলবা ও তলিবাত আন্দোলনের পক্ষ থেকে লেখা ভূমিকা থেকে কিয়দাংশ তুলে দিচ্ছি-

*মাওলানা আব্দুল্লাহ শহীদ (রাহিঃ) এর পরিবারের জন্ম গ্রহণের সৌভাগ্য ও সুবাদে মোহতারামা **উম্মে হাসান** ত্যাগ ও কুরবানীর পরম পরাকাষ্টা লাভ করেছিলেন। মাওলানা আব্দুল আযীযের পবিত্র সাহচর্যে -ব্যক্তিত্ব, একনিষ্টতা ও আল্লাহভীতি এক কথায় সবকিছুই পূর্ণ মাত্রায় তার মাঝে অনুপ্রবেশ করেছিল।*

তিনি এবং মাওলানা আব্দুল আযীয দুজনে মিলে যেয়ে স্বপ্নের চাঁদর বুনার মতোই ইসলামের নারীদের এবং সম্প্রদায়ের শিশু-কিশোরদের জন্যে পর্দা ও দ্বীনি পরিবেশ

তৈরী এবং দ্বীনের প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে মাদ্রাসা ***জামেয়া সাইয়্যেদা হাফসা(রাঃ)*** *প্রতিষ্টা করেছিলেন....*

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয ও মোহতারামা উম্মে হাসানের ইখলাস, দুয়া ও অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে দেখতে দেখতেই এক নেহায়েত ছোট মাদরাসা ইসলামি দুনিয়ায় নারীদের শিক্ষা-দীক্ষার এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেল....

চিত্রঃ জামেয়া হাফসা(বামে) ও লাল মসজিদ(ডানে)

পরস্পর মিলে তারা সমাজের অসহায় শিশুদের জন্যে একটা আশ্রয়স্থল তৈরী করলেন। বছরান্তে পড়ার শেষে যখন সম্পর্কের উন্নয়ন, ত্রাণ ও সাহায্য আসা শুরু হল তো

তারা মসজিদ নির্মাণ করলেন। দ্বীনকে টিকিয়ে রাখতে, হক্কের কালিমা বুলন্দ করতে এবং নেফাযে শরীয়ত প্রতিষ্টা করতে নিজেদের আরাম আয়েশ ত্যাগ করে দিলেন। স্বীয় সন্তানাদি আল্লাহর রাস্তায় জবাই করে দিয়ে এবং নিজের মাদরাসাকে উৎস্বর্গ করে দিয়ে এক আজীমুশ্বান দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

লাল মসজিদ অপারেশনে শাহাদাত বরণকারীরা তো অবলীলায় মুক্তি ও সফলতা পেয়ে পেয়ে গেছে। কিন্তু মোহতারামা উম্মে হাসান এর কলিজাছেঁচা ব্যথা-কষ্ট ও সাহসিকতা কি দেখা হয়েছে- যা তার সাথে কি ঘটেছিল? টানা সাত দিন ক্ষুৎ-পিপাসা, ভয়-ভীতির ভয়ংকর আওয়াজ, বোমা বিস্ফোরণ, ঝাঁকেঝাঁকে গুলির বান, বিষাক্ত ধোঁয়ার পরিত্যক্ত চারপাশ, বিক্ষিপ্ত মৃত লাশের স্তূপ, ছেলে-মেয়েদের মৃত্যু-শাহাদাতবরণ, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবাহিত রক্তের স্রোত, দেহ থেকে ছিন্নভিন্ন হওয়া মাংসপিন্ডের ছড়াছড়ি, আগুনের লেলিহান শিখা, পিপাসায় মৃত্যুকাতর শিশুরা, জ্বলে-পুড়ে যাওয়া কুর'আনুল কারীম, নষ্ট হয়ে যাওয়া হাদীসের কিতাব, গুলিতে গুঁড়িয়ে যাওয়া মসজিদের দেয়াল দেখে বরং কল্পনা করেই মানুষের ভয়ে-যন্ত্রনায় জ্ঞান

হারাবার উপক্রম হয়!

চিত্রঃ লাল মসজিদ জেনোসাইডের আগে ড্রোন থেকে ছবি নেয়া হচ্ছে

কিন্তু পৃথিবীকে বিস্ময়াভিভূত করে দিয়ে উম্মে হাসান সবর ও ধৈর্য্যের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন!

জিজ্ঞাসাবাদের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি, হৃদয়ের মানিক এক বছর বয়সী একমাত্র ছেলের শাহাদাত, তপ্ত হৃদয়ের হাহাকার, জীবনভর শ্রম-সাধনা দিয়ে গড়ে তোলা জামেয়া সাইয়্যেদাহ হাফসার ধ্বংস, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আযীয এর মামলা মুকাদ্দমার ধারাবাহিকতায় দৌঁড়াদৌঁড়ি,

আদালত ও কারাগারের নৈমিত্তিক পেরেশানি, মনের গহীনে সুপ্ত থাকা রহস্য ভেদ, মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সেই লগ্ন.....

চিত্রঃ আক্রান্ত মসজিদ ফটক ও পুড়ে যাওয়া কুর’আনুল কারীম

আহ! অন্য যে কেউ হতো তো বুক ফাঁটা আর্তনাদে চিৎকার করে বলত-

“জীবন বলো অথবা ঝড়

আমরা তো জীবনের মাঝেই মৃত হয়ে আছি!”

চিত্রঃ কেমন জালেম ও নির্লজ্জ হলে নিজেদের পর্দানশীলা মেয়েদের বিরুদ্ধে নগ্ন হামলা চালাতে পারে(!)

চিত্রঃ পরিত্যক্ত, রক্তাক্ত জামেয়ার কম্পিউটার কক্ষ, বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ছাত্র-আলেমদের

পাকিস্থানে এই মসজিদ ধ্বংস করে দেয়ার নজীর একটা। এক জরীপে শহীদ করে দেয়া সত্তরটি মসজিদের নাম এসেছে!

এই হল পাকিস্থান! নিজেদের স্বার্থে কাশ্মির আন্দোলনের হাজারো মুমিনের রক্তকে পানির দামে বিক্রি করে আজাদি লড়াইকে ব্যর্থ করেছে এই পাকিস্থান। উস্তাদ উসামা মাহমুদ (হাফি)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল কাশ্মির ইস্যুতে পাকিস্থান সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করা বা সমাধান আশা করা যায় কি না? তিনি কি বলেছিলেন...!

আস-সাহাব উপমহাদেশঃ তাহলে কাশ্মীরে জিহাদের জন্য কি পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর প্রতি চেয়ে থাকা উচিত? পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী কি কাশ্মীরের সমস্যা সমাধান করতে পারবে?

উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ *পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী সমাধান নয়, বরং এই সমস্যার কারণ। এ নিজেই শরীয়তের শত্রু এবং বৈশ্বিক কুফরি শক্তির গোলাম সামরিক বাহিনী, এর অতীত এবং বর্তমান দেখার পরও এর দিকে চেয়ে থাকা*

নিজেকে ধোঁকা দেওয়া এবং বাস্তবতার সামনে চোখ বন্ধ করে রাখার শামিল। এটা সুস্পষ্ট যে, যেই সামরিক বাহিনী নিজেদের স্বার্থ দেখে অগ্রসর হয় এবং নিজেদের ক্ষুদ্রতর লোকসান অথবা বিশ্ব গুণ্ডাদের শুধু ইশারা দেখেই জয় করা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে আসে, এই যাদের অবস্থা তারা মাজলুমদের সাহায্যের জন্য কাফেরদের সামনে কি প্রতিরোধ করবে? এটা অসম্ভব ... এটা আমাদের সামনে যে, কিভাবে ২০০৩-২০০৪ সালে ভারতের চাপের মুখে এই সামরিকবাহিনী কাশ্মীরী মুজাহিদদের সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল, কাশ্মীরী মুজাহিদদের মানসেহরা এবং মুজাফফরাবাদের ক্যাম্পে নজরবন্দি করে রাখে এবং কাশ্মীরী মুসলমানদের যুদ্ধের ময়দানের ভেতরে হিন্দুদের দয়া ও করুণার জন্য ছেড়ে দিয়ে আসে এবং এভাবে কাশ্মীর জিহাদের পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়। আবার এটা কোন প্রথম ঘটনাও নয়; ৬৫, ৭১ এবং কারগিলেও এই সামরিক বাহিনীর এই কৌশলই ছিল। বাস্তবতা এটাই যে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী বেতনভাতা, ফ্ল্যাট এবং ক্যারিয়ারের উন্নতির জন্য লড়াই করে। স্বার্থপরতা এবং বাহ্যিক ফায়দার নাম হল সামরিক বাহিনীর চাকুরী। এই সামরিক বাহিনীই

অ্যামেরিকান ডলারের বিনিময়ে উম্মতের মুজাহিদদের এবং নিজ মুসলিম জনসাধারণের রক্ত ঝরিয়ে যাচ্ছে, যে কাবায়েল (গোত্রগুলো) হিন্দুদের থেকে কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের হাতে সোপর্দ করেছিল, সেই কাবায়েলের (গোত্রগুলোর) উপর আমেরিকার দাসত্ব করতে গিয়ে আগুন ও বারুদের বৃষ্টি বর্ষণ করে। আজ এর নীতিতে ভারত, আমেরিকা, ইসরায়েল অথবা কোন কাফের রাষ্ট্র এই বাহিনীর শত্রু নয়, বরং জিহাদের ফরয আদায়কারী দ্বীনের অনুসারীদেরকে এই বাহিনী শত্রু মনে করে। সুতরাং যে সামরিক বাহিনীর কাছে না মসজিদ মাদ্রাসা হেফাজত থাকে আর না মুসলমানদের বসতবাড়ি হেফাজত থাকে। এমন সামরিক বাহিনী কিভাবে হিন্দুদের মোকাবেলা করতে পারবে?

আমাদের অবস্থান হল জিহাদি আন্দোলনকে এই তাগুতদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা ছাড়া জিহাদ কখনও সফল হতে পারবেনা। যদি আজ ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান থেকে শুরু করে ইয়েমেন ও সোমালিয়া এবং মালি ও আলজেরিয়া পর্যন্ত জিহাদি আন্দোলনের সফল হচ্ছে, যেখানেই সব প্রতিবন্ধকতার পরও আল্লাহ

মুজাহিদদের বিজয় দিচ্ছেন এবং জিহাদি আন্দোলন গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তো এর একটা বড় কারণ হল তাগুতী সামরিক বাহিনীর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করা।"

এই পাকিস্থান শত শত মুজাহিদীনদের গ্রেপ্তার করে আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছিল। এমন কি আফিয়া সিদ্দীকি'কেও পাকিস্থান আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছিল আফগানিস্তানের পক্ষে কথা বলার অপরাধে! (আফিয়া সিদ্দিকি সম্পর্কে জানতে তার নাম লিখে গুগলে সার্স দিন অথবা তারিক মেহান্নার প্রাচীর বইটি পড়া যেতে পারে)

এক জরীপে এসেছে, US ডলারের বিনিময়ে পাকিস্থান সরকার (পারভেজ মোশাররফ) ৪০০০ নাগরিককে আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। পারভেজ মোশাররফ তার আত্নজীবনী 'ইন দ্য লাইন অব ফায়ার' বইতে তা গর্বের সাথে স্বীকার করে। এবং কোটি কোটি ডলার ইনকামের কথাও জানায়।

এখন যখন আমেরিকা পাকিস্থানের প্রতি নারাজ তখন

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খাজা আসিফ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে ভালোবেসে পাকিস্তান ঠকেছে। তিনি বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের ‘সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে’ ওয়াশিংটনকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে গেছে ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের ঘাঁটি ব্যবহার করে আফগানিস্তানে ৫ হাজার ৮০০ বার হামলা চালানো হয়েছে' তিনি তার টুইটে আরো বলেন-" ‘গুয়ানতানামো বে কারাগার ভর্তি করতে আমরা সাহায্য করেছিলাম। তোমাদের শত্রুকে আমরা আমাদের নিজের শত্রু বিবেচনা করেছি। তোমরা আমাদের ঘাঁটি ব্যবহার করে আফগানিস্তানে পাঁচ হাজার ৮০০টি হামলা চালিয়েছ। তোমাদের আমরা এমন উৎসাহ নিয়ে আমাদের সম্পদ দিয়ে সেবা করেছি যে, আমাদের দেশেই লোডশেডিং ও গ্যাসের ঘাটতি দেখা দিয়েছে’।”

একটি সমীকরণই যথেষ্ট। আফগানিস্তানে হামলা করার জন্যে আমেরিকাকে পাকিস্থান নিজেদের আকাশ, ভূমি, সামরিক ঘাঁটি সবকিছুই উন্মোক্ত করে দিয়েছিল। সুতরাং পাকিস্থান আমেরিকার বন্ধু। আমেরিকার কোন বন্ধু কি গাজওয়াতুল হিন্দে ইসলামের জন্যে লড়াই করতে পারে? এরা তারাই যারা দাজ্জালের বাহিনী। এদের কতক কাফের

এবং কতক মোনাফিক। এরা সবাই হিজবুশ শয়তান।

এই হল পাকিস্থান। যারা কখনোই গাজওয়াতুল হিন্দে ইসলামের জন্যে লড়বেনা। বরং ইসলামের এক ভিন্নরুপী শত্রু হিসেবেই অংশগ্রহণ করবে।

বাংলাদেশ পর্যালোনা

আর বাংলাদেশের ভূমিকা কেমন হবে এই যুদ্ধে? এই হিসেবটি স্পষ্ট। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনা প্রবাহ সব স্পষ্ট করে দিয়েছে। সেনাবাহিণী, যার্ব, পুলিশ সবই যে ত্বগুত ও বেতনা-ভাতার জন্যে নিজের দ্বীন-ঈমান বিক্রয় করে ও ইসলামের সাথে গাদ্দারি করে তা আর গোপন কিছু নই।

আমারা বাংলাদেশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাবোনা। যাওয়ার দরকারও নেই। গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ভারতের নগ্নাচারের শিকার হয়েছে।

বাংলাদেশ মালাউন হিন্দুদের টার্নিং পয়েন্ট। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ বহুমুখী চক্রান্তে ক্লান্ত-শ্রান্ত স্বকীয়তা শূণ্য এক দেওলিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

অনন্তর বাংলাদেশ ভারতের পক্ষে যাবে ৭১ এর ঋণ শোধ করতে। ইতিমধ্যে ভারতের সাথে সামরিক চুক্তি করা হয়েছে।এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যে কোন সমস্যায় ভারতীয় সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ ও অভিযান পরিচালনা করতে পারবে। বাংলাদেশ আর অন্য কোন দেশ থেকে অস্ত্র ক্রয় করবেনা। ভারত থেকেই অস্ত্র ক্রয় করবে।

হতে পারে শাহ নিয়ামতুল্লাহ তার ক্বাসীদায় যে পাপচুক্তির কথা বলেছেন তা এই চুক্তি-ই! (আল্লাহ ভালো জানেন)।

(মুসলিম নেতা-অথচ বন্ধু কাফেরের তলে তলে

মদদ করিবে অরি কে সে এক পাপ চুক্তির ছলে

(৪১)

প্রথম অক্ষরে থাকিবে শীনে'র অবস্থান শেষের অক্ষরে

থাকিবে নূন' ও বিরাজমান

ঘটিবে তখন এসব ঘটনা মাঝখানে দু'ঈদের

ধিক্কার দিবে বিশ্বের লোক জালিম হিন্দুদের (কাসীদা শাহ নিয়ামতুল্লাহ)

ভয়ংকরভাবে বাংলাদেশকে হিন্দুত্বকরণ করা হয়েছে। এ দেশের প্রায় ৪০ টির বেশি জেলার এসপি-ডিসি হিন্দু। এদেশের শিক্ষাবোর্ডের প্রধাণসহ বড় বড় প্রশাসনিক পদে এখন হিন্দুদের জয়জয়কার। সেই সাথে ক্রুসেডার খ্রীস্টশক্তি এদেশের মুসলিমদের ঈমানি সম্পদ লুটের জন্যে জগন্য পাঁয়তারা করে যাচ্ছে। তাঁদের ছলনা, অর্থ ও চাপের ফাঁদে পা দিয়ে খ্রীস্টানও হচ্ছে অভাগা কিছু মুসলিমরা। আর বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ পাহাড়ি উপজাতি ইতিমধ্যে খ্রীস্টবাদে ধর্মান্তরিত হয়েছে। যেভাবে নিজেদের স্বার্থ, ভূ-গর্ভস্থ্য খনিজ সম্পদ ও মুসলিমদের সম্পত্তি ভোগ দখলের জন্যে আরাকানি মুসলমদের জাতিগত নির্মূল করা হয়েছে, একই প্রয়াসে এ দেশের পার্বত্য অঞ্চলকেও বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার নির্মম ষড়যন্ত্র চলছে। পার্বত্য অঞ্চলের মুসলিমদের তাড়িয়ে দেয়ার অপচেষ্টা অব্যাহত আছে। সেখানের মুসলিমরা নির্যাতিত ও নিগৃহীত

হচ্ছে আধিবাসী ও মগ দস্যুদের হাতে(!)

আমরা দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত একটা খবর থবর থেকে কিছু অংশ পাঠক ও সচেতন মুসলিমদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি-

“৬ জন তরুণ অফিসার, ১ মেজর, ৩ ক্যাপ্টেন ও ২ লেফটেন্যান্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর সাথে যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। ৩১২ জন সৈনিক পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের জীবন দিয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েক হাজার কিলোমিটার রাস্তার অর্ধেকের বেশী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মিত। নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য দেশী-বিদেশী হাজার হাজার পর্যটক নীলগিরিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের যেসব স্পটে ছুটে যান তার পুরো অবদানটাই সেনাবাহিনীর। নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ ও রাস্তা নির্মাণ না করা হলে রাতে থেকে নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করা দূরের কথা, এখানে কেউ যাওয়ার কল্পনাও করতেন না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে কাজ করছেন এমন একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার যে গভীর ষড়যন্ত্র

চালানো হচ্ছে তার প্রভাব পড়বে দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামে। একই সাথে পৃথিবীর বৃহৎ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারও এ থেকে রক্ষা পাবে না।

তিনি বলেন, ভারতের স্বার্থে সন্তু লারমাদের রক্ষায় একটি প্রভাবশালী মহল সক্রিয় রয়েছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীকে দুর্বল করার জন্য মাঠে নেমেছে। সেনা ক্যাম্প তুলে আনা এটি তারই অংশ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী রাস্তা মেরামত কিংবা ব্রীজ রক্ষার কাজ না করে দেশের ভূখ- রক্ষায় সক্রিয় হতে হবে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের সেনাবাহিনীর যে বীরত্বের অবদান ও সুনাম রয়েছে তা আরো বাড়িয়ে তোলার দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে।

মেজর জেনারেল (অব এম এ মতিন, বীর প্রতীক, পিএসসি দৈনিক ইনকিলাবকে বলেন, নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শত শত অফিসার ও সদস্যকে

প্রাণ দিতে হয়েছে। আমরা শান্তি বাহিনীর সাথে যখন যুদ্ধ করেছি তখন কোন ক্যাম্প কেউ দখল করতে পারেনি। শান্তি চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব হারানো হয়েছে।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা এখন রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে। বাঙালীদের স্বার্থও দেখতে হবে। পাহাড়ে শান্তি বজায় রেখে বাঙালী-পাহাড়িরা যাতে বসবাস করতে পারে সেজন্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। এ দেশের মানুষ পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াবে এবং তারা এটা কখনো মেনে নেবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন এমন একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে দৈনিক ইনকিলাবকে বলেন, ১৯৭৪ সাল থেকে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় শান্তি প্রতিষ্ঠান জন্য কাজ করছে। এতে করে অনেক সেনা সদস্য ও কর্মকর্তাকে প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়েছে। শান্তি চুক্তির পর থেকে এ পর্যন্ত ২৩৮টি সেনা

ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। বর্তমানে ২শ' ৫৩টি সেনাক্যাম্প রয়েছে।

তিনি বলেন, সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করায় অস্ত্র ও মাদক ব্যবসা বেড়ে গেছে এবং পাহাড়ি সশস্ত্র গ্রুপগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এখন গুলি ও চাঁদাবাজির ঘটনা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। প্রকৃতিগত কারণেই স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষে পাহাড়ি সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। গভীর জঙ্গল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার পরেও সেনা বাহিনী ঝুঁকি নিয়ে দেশের জন্য কাজ করে আসছে।

ওই কর্মকর্তা আরো বলেন, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির ভারত ও মায়ানমার সীমান্ত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল। ফলে সীমান্ত দিয়ে সহজেই বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলো বাংলাদেশ ভূখ-ে প্রবেশ করতে পারে। অন্যদিকে আমাদের দিক থেকে গভীর অরণ্য ও রাস্তা না থাকায় এদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন। তার

উপর সেনাক্যাম্প কমিয়ে দেয়ায় বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন হলে ওই অঞ্চলে বসবাসরত ৮ লাখের অধিক বাঙালীর ভূমি-সংক্রান্ত জটিলতা বাড়বে। একই সাথে পার্বত্য জেলা বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে বাঙালী-পাহাড়িদের মধ্যে সংঘাত চরম আকার ধারণ করবে। পাহাড়িদের স্বার্থ রক্ষার একপেশে আইনটি বাতিলের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনপদ উত্তাল হয়ে উঠলেও সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত লাখ লাখ বাঙালী হবে নিজ দেশে পরবাসী এমন মন্তব্য বিশেষজ্ঞদের।

তারা বলছেন, পাহাড়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ অবসানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ১ ডিসেম্বর সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) মধ্যে যে চিন্তা মাথায়

রেখে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন হলে তা বাধাগ্রস্ত হবে।

একটি দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন জেলায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র ভা-ার গড়ে তুলেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) সন্তু লারমা গ্রুপ এবং ইউপিডিএফয়ের সশস্ত্র ক্যাডাররা। একই সাথে ওই অঞ্চলে ভারত ও মায়ানমারের মাদক ব্যবসায়ী চক্রের সাথে হাত মিলিয়ে মাদক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। সেনাবাহিনী আগের মতো সক্রিয় না থাকায় (সেনাক্যাম্প তুলে ফেলায়) আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ও মায়ানমারের বেশ কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র গ্রুপ আস্তানা গড়ে তুলেছে জেএসএস এবং ইউপিডিএফয়ের মদদে। এর মধ্যে রয়েছে-আসামের উলফা ও আদিবাসী পিপলস আর্মি। ত্রিপুরার ন্যাশনাল ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা। মেঘালয়ের গাড়ো ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি এবং মায়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাঙালি শূন্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় উপজাতীয়দের এনে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনসংখ্যা বৃদ্ধির কাজ চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর তৎপরতা শিথিল হওয়ায় এবং কোন কোন এলাকায় তাদের কোন তৎপরতা না থাকার সুযোগে ভারতীয় উপজাতীয় নাগরিকদের এনে নতুন করে বসতি গড়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছে।

ভয়-ভীতি-প্রদর্শন, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ইত্যাদি সত্ত্বেও বাঙালি মুসলমান পরিবারগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের আবাসস্থল পরিত্যাগ না করলে তাদের রেশন ও প্রোটেকশন প্রত্যাহার করার জন্য একটি চক্র হুমকি দিচ্ছে বলে বাঙালীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সূত্র মতে, ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা থেকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সূত্র ব্যবহার করে বাঘাইছড়ি ও সাজেক এলাকার সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসতি স্থাপন করার সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন সংস্থা ও এনজিও এসব নবাগত

ভারতীয় উপজাতী পরিবারের থাকা-খাওয়ার সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছে।

(এটি দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত লেখার অংশ বিশেষ)

অনলাইন থেকে আরও বিস্তারিত জানতে পারেন- http://www.djanata.com/index.php?ref=MjBfMDZfMjhfMTNfMV8zXzFfMzMwMDE= এই লিংক থেকেও কিছু ধারণা পেতে পারেন!

ভারতের বাবরী মসজিদ শহীদের মাধ্যমে আল্লাহর ঘর ভাঙার যে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল তা অব্যাহত আছে হিন্দের সকল দেশেই। পাকিস্থানে সাত মসজিদ, মসজিদে ইবনে আব্বাস, মসজিদে আমীর হামজা, লাল মসজিদ সহ ভাঙা হয়েছে অর্ধশতকের বেশি মসজিদ। ভারতে তার হিসেবটা অগণিত। মায়ানমারের আরাকানে তো পুরো জাতিকেই নির্মূল করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদরাসা, মসজিদ কিছুই বাকি নেই। স্বমূলে বিনাশ করা হয়েছে। আর শ্রীলঙ্কায়ও সেই ধারা শুরু হয়ে অব্যাহত আছে। এই ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে বাংলাদেশেও। নানা অজুহাতে ভাঙা

হচ্ছে মসজিদ মাদরাসা। নিকট অতীতে ভাঙা হয়েছে কুড়িল বিশ্বরোডের একটি মাদরাসা মসজিদ। এরপর হাতিরঝিলের অপরুপ ভাসমান মসজিদ ভেঙে ফেলা হল। গত ০৬-০৫-১৮ তারিখে সদরঘাটের বাইতুন নাজাত জামে মসজিদ ভেঙে ফেলার চেষ্টা করা হয়। মসজিদের প্রবেশ পথে হ্যামার দিয়ে ধাক্কাও দেয়া হয়। কিন্তু তাওহিদী জনতার রোশের মুখে তা স্থগিত করতে বাধ্য হয়। স্থানিয়রা ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদকে সংস্কার করে দেয়ার দাবি জানায়! আহ! সেই লাল মসজিদ! সেই অতীত! তবুও আমরা শিক্ষা নেইনা! কতই অক্ষম ও কপালপোড়া আমরা! শত্রু-মিত্র এখনো চিনতে পারিনি!

চিত্রঃ হাতিরঝিল ভাসমান জামে মসজিদ

চিত্রঃ সদরঘাট বাইতুন নুর জামে মসজিদ, ভাঙা দরজা(লাল বৃত্তের ভেতরে)

এছাড়াও যারা সত্য ও সঠিক কথা বলছে তাঁদের নানামুখী হয়রানি, মামলা, গুম এবং হত্যার মাত্রাও সীমা ছাড়িয়েছে। নাগরিক অধিকার বিপন্ন হয়েছে।

বি আগের মতই অব্যাহত আছে। জানুয়ারি থেকে শুরু করে এই ব
১৩৮ জনেরও বেশি মানুষ বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে
সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কে
এর হিসাব মতে অন্তত ১৭৯ জন মানুষ ২০১৩ সালে বিচার বহির্ভূত হত্যাকা
শিকার হয়েছে, যদিও জামাত-ইসলামের দাবি ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০
সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তাদের ১৮৪ জন কর্মী বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শি
হয়েছে। k`xjeY অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান (k`xg) এইসব হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ব
অভিযোগ উঠেছে। k`xg সম্প্রতি হত্যা ও টাকার বিনিময়ে মানুষ গুম (কিছুদিন আ
নারায়ণগঞ্জে যা হল) করার মত ঘটনার কারণে কুখ্যাতি অর্জন করে। উইকিলি
এর ফাস করা তথ্য মতে k`xg হল ব্রিটিশ সরকারের ইন্ধনে আয়োজিত এব
ট্রেনিং প্রোগ্রাম। k`xgর বিচার বহির্ভূত হত্যা কাণ্ডের ঘটনাগুলোর জন্য আমেরিকা
প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত এই ডেথস্কোয়াড থেকে সম্প্রতি আমেরিকান সরকার দূরত্ব বজ
রাখতে বাধ্য হয়েছে। হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনের সময় k`xg যে শত শ
মুসলিমদের (যদি হাজার না হয়ে থাকে) হত্যা করেছে তার তুলনায় অবশ্য উপ
বিবরণ কিছুই নয়। গত বছরের ডিসেম্বরে খুলনায় ঘটে যাওয়া গণহত্যার সা
k`xg জড়িত যেখানে তারা কয়েক ডজন নিরপরাধ মানুষকে রাতের আঁধারে হ
করে।

বাং লাদেশে আওয়ামী সরকার সেকুলারিজমের আসল রূপ প্রদর্শ
করেছে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড যেন সেকুলারিজমের অঙ্গ ভ
আওয়ামী লিগের জন্য যথেষ্ট নয়, বর্তমান সরকার ইসলামী চিং
চেতনার লোকদের সাথে বিবাদে জড়ানোর জন্য একটি বানোয়া
বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। 'আন্তর্জাতিক বিচার ট্রাইব্যুনাল' বিচার বহির্ভূ
হত্যার জন্য আওয়ামী লিগের 'বৈধ' হাতিয়ার। প্রহসনমূলক এই ট্রাইব্যুনাল ন্যূনত
ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতা দেখাতেও ব্যর্থ হয়েছে। এখন পর্যন্ত এক ডজনেরও বে
রাজনৈতিক নেতাকে 'যুদ্ধাপরাধী' অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। বাংলাদেশের কে
আদালতেই এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। এই সেই ট্রাইব্যুনাল যা আব্দু
কাদের মোল্লা, একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদকে ফাসিতে ঝুলানোর র
দিয়েছে। পরস্পর বিরোধী অভিযোগের উপর ভিত্তি করে যা তৈরি হয়েছিল সরক

চিত্রঃ স্ক্রীনশট আস-সাহাব রিসার্জেন্স থেকে

এছাড়া বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদ কায়েমের অপচেষ্টা নিয়ে আরও কিছু বিষয়ে চোখ বুলিয়ে নিই-

◯ বাংলাদেশে কায়েম হবে হিন্দুত্ববাদ-

https://m.youtube.com/watch?v=R--8mqL00E0

◯ কিছুদিন আগে ভারতের আসামের কাজীরাঙাতে ৩৮১টি মুসলিম পরিবারকে উচ্ছেদ করেছে পুলিশ।উচ্ছেদ অভিযানে আঞ্জুনা খাতুন (১৬) ও ফকরুদ্দিন (২৬) নামে দুইজন মুসলমান নিহত হয়েছে এবং অনেকে আহত হয়েছে। দাবি করা হচ্ছে পরিবারগুলো নাকি বাংলাদেশী মুসলিম, তাই তাদের থাকার অধিকার নেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যাদেরকে বাংলাদেশী মুসলিম বলে তাড়ানো হচ্ছে তাদের বয়ঃবৃদ্ধরা ৬৫ সালের স্থানীয় ভোটার!

https://ow.ly/v1lB304oLQL

অন্যদিকে, বাংলাদেশে অর্পিত সম্পত্তি প্রর্ত্যাপন নামক আইন পাশ করে হিন্দুদেরকে জমি ফিরিয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। বলা হচ্ছে ৬৫ সালের যুদ্ধের সময় যে

সব হিন্দু দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলো তারা এই আইন বলে পুনরায় ফেরত পাবে জমিজমা। ইতিমধ্যে এই আইনের কারণে সারা দেশে কয়েকলক্ষ মামলা দায়ের হয়েছে এবং হিন্দুরা বাংলাদেশের একটি বড় অংশ (প্রায় এক চর্তুাংশ) এলাকা নিজেদের বলে দাবি করেছে।

পাঠক, ভারতের ৬৫ সালের ভোটারদেরকেও বাংলাদেশী মুসলিম বলে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে শত্রু সম্পত্তি গুলোকে অর্পিত সম্পত্তি বলে হিন্দুদেরকে পুনরায় বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে!

- ভারতে বিজেপি ক্ষমতায়, সেখানে হিন্দুত্ববাদ জারি করার চেষ্টা চলছে। দেশটির সংবিধান অসাম্প্রদায়িক, কিন্তু সেখানেই মুসলিম শূণ্য করে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার নিয়েছে মোদি সরকার। কিন্তু আশ্চর্যজনক হচ্ছে বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দেশ, এই দেশও যেই আচরণ করছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশেও বর্তমানে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী নীতি অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে।

আমরা কি তবে ধরে নেবো, বাংলাদেশ অঘোষিত ভারতীয় অঙ্গরাজ্য বলে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে? অন্তত বাংলাদেশের বিভিন্ন আচার-আচরণ তো সে ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

https://www.rajibkhaja.com/2016/09/blog-post_64.html?m=

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সিটিউটের ক্যান্টিনে বিড়িয়ানিতে গরুর গোশত পাওয়ায় ক্যান্টিন ভাংচুর, মন্দিরের নিকটবর্তী রেস্টুরেন্টে গরুর গোশত রান্না করলে মন্দির কর্তৃপক্ষের অভিযোগে রেস্টুরেন্ট মালিককে গ্রেপ্তার

দেশকে নো বিফের আওতায় আনার প্রয়াস,
হোটেলগুলোতে নো-বিফের হিড়িক, কড়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে শহরগুলোর কসাইখানাগুলোকে, অনুমোদিত ব্যবসায়ী ছাড়া কেউ গরু জবাই ও বিক্রি করলে বিব্রবতকর অবস্থায় পড়ছে, গরুর গোশত ইমপোর্টের মাধ্যমে অনুমদিত ডিলাররা ভারত থেকে আমদানি করে সারা দেশে সাপ্লাই করছে। পল্টনের একটি প্রসিদ্ধ রেস্টুরেন্টে নো-বিফ লেখা

দেখে মালিকের সাথে কথা বলে জানা গেল ভয়ংকর তথ্য- বাজারের সকল গরুর গোশতই এমনকি ছাগল-খাসির গোশতও ভারত থেকে ইমপোর্ট করা হয়, তাজা দেখাতে হাড্ডি-গোশতের সাথে রক্তও আনা হয়। এ জন্যে তিনি তার রেস্টুরেন্টে গরুর গোশত রাখেন না। উনার আশঙ্কা কে জবাই করে, আদতেই মুসলিম কি না, হালাল না হারাম- এইসব সংশয়ের জন্যেই নো-বিফ সিস্টেম(!)

বি-বাড়িয়াতে জামেয়া ইউনুছিয়ার হাফেজ ইয়াসীনকে শহীদ করার সময় সেখানকার দায়িত্বে ছিলেন একজন হিন্দু এস.আই

- চট্টগ্রামে একজন নারী উদ্যোক্তাকে অপহরণ করে চাদা দাবি, নির্যাতন ও সিগারেটের ছ্যাকা

এছাড়াও প্রতিনিয়তই পত্রিকার পাতা ছেয়ে আছে মুসলিমদের ওপর হিন্দু নিগ্রহ। চাকুরীতে রয়েছে তাঁদের আলাদা সুযোগ। কেউ কেউ প্রশ্ন করার প্রয়াস পাচ্ছে- বাংলাদেশে প্রকৃত সংখ্যালঘু কারা?

হিন্দুরা না মুসলিমরা!

○ পাঠ্যপুস্তকে হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসনঃ

পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বই থেকে বাদ দেওয়া হলো-

১) দ্বিতীয় শ্রেণী: ‘সবাই মিলে করি কাজ’ – শিরোনামে মুসলমানদের শেষ নবীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।

২) তৃতীয় শ্রেণী: ‘খলিফা হযরত আবু বকর’ শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।

৩) চতুর্থ শ্রেণী: খলিফা হযরত ওমর এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।

৪) পঞ্চম শ্রেণী: ‘বিদায় হজ্জ’ নামক শেষ নবীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।

৫) পঞ্চম শ্রেণী: বাদ দেওয়া হয়েছে কাজী কাদের নেওয়াজের লিখিত ‘শিক্ষা গুরুর মর্যাদা’ নামক একটি কবিতা। যা বাদশাহ আলমগীরের মহত্ব উঠে এসেছে। এবং শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আদব কেমন হওয়া উচিত তা বর্ণনা করা হয়েছিলো।

৬) পঞ্চম শ্রেণী: শহীদ তিতুমীর নামক একটি জীবন চরিত। এ প্রবন্ধটিতে শহীদ তিতুমীরের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের

ঘটনা উল্লেখ ছিলো।

৭) ষষ্ঠ শ্রেণী: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিত ‘সততার পুরষ্কার’ নামক একটি ধর্মীয় শিক্ষনীয় ঘটনা।

৮) ষষ্ঠ শ্রেণী: মুসলিম দেশ ভ্রমণ কাহিনী- ‘নীলনদ আর পিরামিডের দেশ’।

৯) ষষ্ঠ শ্রেণী: মুসলিম সাহিত্যিক কায়কোবাদের লেখা ‘প্রার্থনা’ নামক কবিতাটি।

১০) সপ্তম শ্রেণী: বাদ দেয়া হয়েছে মরু ভাষ্কর নামক শেষ নবীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।

১১) অষ্টম শ্রেণী: বাদ দেওয়া হয়েছে ‘বাবরের মহত্ত্ব’ নামক কবিতাটি।

১২) নবম-দশম শ্রেণী: সর্ব প্রথম বাদ দেওয়া হয়েছে মধ্যযুগের বাংলা কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের লেখা ‘বন্দনা’ নামক ধর্মভিত্তিক কবিতাটি।

১৩) নবম-দশম শ্রেণী: এরপর বাদ দেওয়া হয়েছে মধ্যযুগের মুসলিম কবি ‘আলাওল’ এর ধর্মভিত্তিক ‘হামদ’ নামক কবিতাটি।

১৪) অষ্টম শ্রেণী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বেগম সুফিয়া কামালের লেখা “প্রার্থনা” কবিতা।

১৫) নবম-দশম শ্রেণী: বাদ দেওয়া হয়েছে মধ্যযুগের মুসলিম কবি আব্দুল হাকিমের লেখা ‘বঙ্গবাণী’ কবিতাটি।

১৬) নবম-দশম শ্রেণী: জীবন বিনিময় কবিতাটি। কবিতাটি মোঘল বাদশাহ বাবর ও তার পুত্র হুমায়ুনকে নিয়ে লেখা।

১৭) নবম-দশম শ্রেণী: কাজী নজরুল ইসলামের লেখা বিখ্যাত ‘উমর ফারুক’ কবিতা।

এর বদলে বাংলা বইয়ে প্রবেশ করেছে-

১) পঞ্চম শ্রেণী: স্বঘোষিত নাস্তিক হুমায়ুন আজাদ লিখিত ‘বই’ নামক একটি কবিতা, যা মূলত মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ কোরআন বিরোধী কবিতা।

২) ষষ্ঠ শ্রেণী: প্রবেশ করানো হয়েছে ‘বাংলাদেশের হৃদয়’ নামক একটি কবিতা। যেখানে রয়েছে হিন্দুদের দেবী দূর্গার প্রশংসা।

৩) ষষ্ঠ শ্রেণী: সংযুক্ত হয়েছে ‘লাল গরুটা’ নামক একটি

ছোটগল্প। যা দিয়ে মুসলিম শিক্ষার্থীদের শেখানো হচ্ছে গরু হচ্ছে মায়ের মত, অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদ।

৪) ষষ্ঠ শ্রেণী: অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ভারতের হিন্দুদের তীর্থস্থান রাঁচি'র ভ্রমণ কাহিনী।

৫) সপ্তম শ্রেণী: `লালু' নামক গল্পে বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে পাঁঠাবলির নিয়ম কানুন।

৬) অষ্টম শ্রেণী: পড়ানো হচ্ছে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ 'রামায়ণ' এর সংক্ষিপ্তরূপ।

৭) নবম-দশম শ্রেণী: প্রবেশে করেছে 'আমার সন্তান' নামক একটি কবিতা। কবিতাটি হিন্দুদের ধর্ম সম্পর্কিত 'মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত, যা দেবী অন্নপূর্ণার প্রশংসা ও তার কাছে প্রার্থনাসূচক কবিতা।

৮) নবম-দশম শ্রেণী: অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ভারতের পর্যটন স্পট 'পালমৌ' এর ভ্রমণ কাহিনী।

৯) নবম-দশম শ্রেণী: পড়ানো হচ্ছে 'সময় গেলে সাধন হবে না' শিরোনামে বাউলদের বিকৃত যৌনাচার।

১০) নবম-দশম শ্রেণী: 'সাকোটা দুলছে' শিরোনামের কবিতা

দিয়ে ৪৭ এর দেশভাগকে হেয় করা হচ্ছে, যা দিয়ে কৌশলে ‘দুই বাংলা এক করে দেওয়া’ অর্থাৎ বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

১১) প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয় গুলোতে দেওয়া হয়েছে (নিজেকে জানুন) নামক যৌন শিক্ষার বই।

১২) নবম-দশম শ্রেণী: প্রবেশ করেছে ‘সুখের লাগিয়া’ নামক একটি কবিতা, যা হিন্দুদের রাধা-কৃষ্ণের লীলাকৃর্তণ(!)

(http://kolkata24x7.com/hinduism-controversy-in-school-syllabus.html)

বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ করছি। উপমহাদেশের অপর দুই দেশের মাঝে শ্রিলংকার আলোচনা সামান্য হয়েছে। এবং মায়ানমার নিয়ে তো অবশ্যই কিছু বলার প্রয়োজন নেই! তারা ইতিমধ্যে আশঙ্কাকে বাস্তবে রুপ দিয়ে স্বর্গে গিয়ে ঢেঁকুর তুলছে।

তাহলে এখন আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে গাজুয়াতুল হিন্দের যুদ্ধাবস্থা বিশ্লেষণ-

একদিকে পাকিস্থান,

অন্যদিকে ভারত-মায়ানমার-বাংলাদেশের ত্বগুত সরকার ও সেনাবাহিনীর মিত্র জোট,

অপর প্রান্তে জিহাদের চেতনায় হাজির হবে ভারত-পাকিস্থান-বাংলাদেশের সমস্ত তাওহীদপন্থী মুসলিম মুজাহিদীনরা। যারা দেশ-সীমানা পেরিয়ে আল্লাহর দ্বীনের পতাকাতলে সমবেত হবে। তারা সকল দেশের, সকল মানুষের থেকে একই দলের, একই পথের সৈনিক হবে। সবাই করবে যুদ্ধ আর তারা করবে জিহাদ। এরাই হিন্দের মুজাহিদীন। এরাই যুদ্ধের শেষে বিজয়ী হবে ইনশা আল্লাহ!

আমাদের এতটুকু আলোচনায় আপনি যদি কিছুটা হলেও উপমহাদেশের প্রেক্ষাপট বুঝতে সক্ষম হন ***আসুন পুরো যুদ্ধটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংক্ষেপে একটু বিশ্লেষণ করে নিই...!***

হিন্দের যুদ্ধাবস্থা বিশ্লেষণ

যে কেউ এই যুদ্ধটি শুরু করবে, তা সবার যুদ্ধ হয়ে ওঠবে। সবখানে ছড়িয়ে পড়বে! সমূহ সম্ভাবনা ভারত-পাকিস্থানের মধ্যে সর্বপ্রথম যুদ্ধের সূচনা হবে এবং তা সামগ্রিক রুপ লাভ করবে। উভয়টিই শক্তিধর রাষ্ট্র এবং তাদের সাথে রয়েছে বৈশ্বিক মোড়লদের কিছু জারজ রাষ্ট্র, তারাও এতে অংশ নিবে অর্থ, অস্ত্র, কূটনীতি ও স্বার্থ-সামর্থ্য সব কিছু দিয়েই। এর প্রভাব পড়বে পুরো উপমহাদেশে। পুর্ব পট অনুযায়ী ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় শুধু পাকিস্থানকেই শত্রু জ্ঞান করবেনা বরং উপমহাদেশের সমস্ত মুসলিমদের প্রতিই তাদের বিষবাষ্প নিক্ষেপ করবে। বিপাকে পড়বে ভারতের মুসলিম নাগরিকেরা। মানবিক বিপর্যয় প্রকট হয়ে ওঠবে। ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিমদের দুর্দশা সারা দুনিয়ার

মুসলিমদের প্রভাবিত করবে।

অপরদিকে আজাদি আন্দোলনের কাশ্মির মাথা নাড়া দিয়ে ওঠবে। সন্দেহাতীতভাবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। যুদ্ধটা তখন দাঁড়িয়ে যাবে ভারতের সাথে পাকিস্থান রাষ্ট্র ও ভারতের মুসলিমদের যুদ্ধ। পাকিস্থানের সাধারণ মানুষ কাশ্মির ও নিজ দেশকে সমর্থন দিবে যার প্রভাব আফগান এবং বাংলাদেশেও পড়বে। আজকের সিরিয়া-গুতার মতো নির্মমতা মানবিক বিপর্যয় সবাইকে একবারের জন্যে হলেও শিহরিত করে দিয়ে যাবে।

ভারতের চাপে ও চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ভারতকে যুদ্ধে সহায়তা দিবে। বাংলাদেশের আপামর তাওহিদী জনতা তা মেনে নিবেনা এবং ভারত বিরুধী যুদ্ধে তারা অংশ নিবে বাহ্যত যা পাকিস্থানের পক্ষেই ধরা হবে। শুরু হবে বাংলাদেশ সরকারের সাথে জনতার বিরোধ। বাংলাদেশেরই আপামরের সন্তান পুলিশ- সেনাবাহিণী সরকারের নির্দেশে মুখোমুখি হবে নিজ দেশের তাওহিদী জনতার। নিজেরা নিজেদের দ্বারা ধবংস হওয়ার এক সমমীকরণ পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তুলবে। যেমন ভাবে আজকের দিনে আফগানে আফগান সেনাবাহিণী আমেরিকার নির্দেশ ও

হুকুমে হত্যা করছে আফগানদের, পাকিস্থান সেনাবাহিণী সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের নামে হত্যা করছে সোয়াত-ওয়াজিরিস্থানের মুসলিমদের, সিরিয়াতে রাশিয়ার সাথে মিলে লাখে লাখে হত্যা করছে সিরিয়ান মুসলিমদের সিরিয়ারই সরকার।

এদিকে পাকিস্থান বিস্তৃত শত্রু নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে (বাংলাদেশেও) হামলা চালাবে। ভারতও ব্যতিক্রম হবেনা। মূলত উভয়েই নিজেদের সর্বোচ্চ আক্রমন চালাবে। বেঘোরে মারা পরবে ভারতের হিন্দুরা আর পাকিস্থানের মুসলিমরা।

এমতাবস্থায় সম্ভবত বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতিকূলে যাবে পরিস্থিতি। বিরুদ্ধবাদী তাওহিদী জনতা, মুজাহিদীন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, পাকিস্থানের আশু হস্তক্ষেপ ইত্যাদি কারণে। তাই নিজের ক্ষমতা ও অস্থিত্ব টিকিয়ে রাখতে নিয়মতান্ত্রিকভাবেই ভারতের দ্বারস্থ হতে হবে। ভারত কঠোর হস্তে দমন করতে চাইবে বাংলাদেশকে। যা অনেকটা হবে ভোগ-দখল ও অখন্ড ভারত গঠনের চেতনা নিয়েই। এটিই সম্ভবত নিয়ামতুল্লা রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন-

অনুরূপ হবে পতন একটি শহর মুমিনদের

তাহাদের ধনসম্পদ যাবে দখলে হিন্দুদের

হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে চালাইবে তারা ভারি

ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা ক্রন্দন আহাজারি (৩৮ ও ৩৯ নাম্বার শ্লোক)

ভারতের সাথে যোগ দিবে মায়ানমারও। ১০ লক্ষ্য রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দাতা বাংলাদেশ মায়ানমারের সাথে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিরোধকে তুঙ্গে নিয়ে যাবে। ভারত হিমশিম খাবে বাংলা-বার্মাকে সামলাতে।

ভারত নতুন সমস্যায় আক্রান্ত হবে। ভারতের অভ্যন্তরীণ ২৫ কোটি মুসলিমরা ভারতীয় সেনাদের জন্যে নিজেদের ভূখন্ডকেই কবরাস্থান রচনা করবে। বিশেষত যারা জিহাদি চেতনায় লালায়িত।

ভারত-বাংলা-বার্মা আর পরাশক্তিদের মিত্রজোট মিলে সম্মিলিত আক্রমন রচনা করবে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে। এন্টি

ভারত মুসলিমদের সামলাতে বাংলাদেশেও চলবে ক্রেকডাউন, গণহত্যা।

এভাবেই ধীরে ধীরে ভারত-পাকিস্থানের প্রতিহিংসা আর প্রতিপত্তির যুদ্ধটি রুপ নিবে হিন্দু বনাম মুসলিমদের যুদ্ধে

পাকিস্থান সুযোগটিকে কাজে লাগাবে। এটিই হবে গাজওয়াতুল হিন্দে পাকিস্থান রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তারা এই যুদ্ধকে **হিন্দু বনাম মুসলিমের যুদ্ধ** বলে প্রচার চালাবে। চারদিকের বাস্তবতা তাদের এই প্রচারে হাওয়া দিবে। জমে ওঠবে হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ। দেশ-সীমানা পেরিয়ে ক্রমেই যুদ্ধটি ধর্মীয় রুপ পরিগ্রহ করবে এবং হিন্দু মুসলিমরা আলাদা তাবুতে চূড়ান্ত বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে! সুতরাং এই যুদ্ধটি অনেক বেশি দীর্ঘ না হলেও খুব একটি সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ হবে না। এবং যুদ্ধের এই পর্যায়েই মূলত গাজওয়াতুল হিন্দ যেটাকে চূড়ান্ত যুদ্ধ বোঝানো হয়েছে সেটি শুরু হবে।

যুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার কঠোরতা। বিভীষিকা অভাব দুর্ভিক্ষ আর একটি দীর্ঘ যুদ্ধের ক্রমান্বয়ে বাড়ন্ত মৃত্যুর মিছিল যে কোন শক্তিশালি পালোয়ান অথবা একটি সুগঠিত দল যাই হোক না কেন তাকে টলিয়ে দিতে পারে। যাদের রয়েছে দুনিয়ার লোভ অর্থলিপ্সা নীতি-নৈতিকতার অভাব, সঠিক আদর্শের ঘাটতি এবং মৃত্যুর ভয়, তারা কখনোই নিজেদের আদর্শ কিংবা চেতনা দিয়ে যুদ্ধে অটল থাকতে পারে না। এই সমস্ত নিকৃষ্ট যুদ্ধবাজ মানুষ বা দলগুলি- আপনি যুদ্ধের ময়দানে তাদের দেখবেন যুদ্ধ অথবা বিজয় অথবা আদর্শ যেকোনো কিছু থেকেই তারা নিজেদের উদরপূর্তি অথবা দুনিয়াবী চাহিদা, হত্যা, লুণ্ঠন, জুলুম, ভোগদখল করাতেই তাদের মনোনিবেশ বেশি। যুদ্ধ তাদের নিকট অন্য দশটি সাধারণ ব্যবসার মতোই একটি ব্যবসা। কপটতা, ছলনা, প্রতারণা, হত্যা, লুণ্ঠন, রক্তপাত এগুলি হল তাদের ব্যবসার মূলধন।

সুতরাং এমন একটি বিস্তৃত যুদ্ধ যেখানে আপনি অধিকাংশকেই পাবেন অস্থির এবং সংশয়গ্রস্ত। মূলত তারা নিজেদের আদর্শ অথবা কেন যুদ্ধ করছে এসব কিছু থেকেই

গাফেল। প্রভুদের গোলামি অথবা নিজেদের উদরপূর্তি, চাকুরী বা হীন স্বার্থের জন্যই তারা যুদ্ধ করে থাকে। তাই আপনি এ ধরনের যুদ্ধগুলিতে দেখবেন অধিকাংশ দলগুলি ক্রমাগত নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে। সিরিয়ার যুদ্ধ যার উৎকৃষ্ট নমুনা।[1] উম্মাহ এখান থেকে তার যথেষ্ট পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে। আজ যাদের সাথে বন্ধুত্ব কাল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে এবং পরশু পুনরায় তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। সুতরাং এই ইতর শ্রেণী কিভাবে একটি ভয়ংকর ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে অটল অবিচল থাকতে পারে?

একমাত্র তারাই এসব যুদ্ধে অটল অবিচল থাকে যাদের রয়েছে একটি সুগভীর আদর্শ, নীতি-নৈতিকতার এক উত্তম উপাখ্যান এবং পার্থিব ও তার গণ্ডি পেরিয়ে এক পরলৌকিক জীবনের হাতছানি। তাওহীদ ও একত্ববাদে বিশ্বাসী, যারা বিশ্বাসী ঈমানের বলে বলিয়ান এবং জিহাদি চেতনায় শাণিত। আল্লাহর পথে আগত সমস্ত বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট যারা নিবেদিত থেকে সহ্য করে। যাদের রয়েছে তার প্রভুর কাছে উত্তম

---

[1] . সিরিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন জসীমউদ্দীন আহমাদের “সিরিয়া মহাযুদ্ধের কাল”

প্রতিদানের প্রত্যাশা। যারা নিজেদের রক্ত মাংস অর্থ আল্লাহর দ্বীনের জন্য উৎস্বর্গ করে। যুদ্ধের কঠোরতা তাদের আরো বেশি শক্তিশালী করে। তাদের মনোবল বৃদ্ধি করে এবং তাদের রবের প্রতি আরো বেশি অবনত করে। তারা তাদের রবের প্রতি আরো বেশি মুখাপেক্ষী হয়। তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়।

অনন্তর যারা গাজওয়াতুল হিন্দে নানামতে, নানাপথে থেকে অংশগ্রহণ করবে তাদের মধ্য থেকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শকে সামনে রেখে অটল-অবিচল হয়ে সীসা ঢালা প্রাচীরের নেই একমাত্র মুজাহিদীনরা লড়াই করবে। সমস্ত মুসলিমদের মনের আশা-আকাংখা একমাত্র তাদের দ্বারাই প্রতিফলিত হবে। দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা একমাত্র এই মুজাহিদীনদের দ্বারাই নির্বাপিত হবে। এভাবেই ক্রমাগত অবস্থান পরিবর্তনকারী সব ধরনের দল-মতের এই দ্বিচারিতা দেখে সব সাধারণ মুসলমানরা মুজাহিদীনদের দিকে ঝুঁকে যাবে।

সত্যিকার অর্থেই যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য, আল্লাহর

তাওহীদের জন্য, আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। যারা নিজেদের কথার সত্যতা নিজেদের রক্তকে প্রবাহিত করে রক্ষা করবে। যেকোনো ধরনের দুনিয়াবী স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে কেবল ঐ আখেরাতকে সামনে রেখে তারা লড়াই অব্যাহত রাখবে। মূলত এই সমস্ত মুজাহিদীনরা তো হচ্ছে তারা যারা ওলামায়েকেরাম, যারা এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং যারা এই উম্মাহর মধ্যে, মানুষদের মধ্য থেকে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি- আল মুমিনুন। এভাবেই আগত সময়ের প্রেক্ষাপটে যুদ্ধের কলকাটি মুজাহিদীনদের হাতে যাবে এবং জনস্রোত মুজাহিদীনদের পক্ষে যাবে। ক্রমেই এই যুদ্ধ হয়ে উঠবে তাওহীদ ও শিরকের যুদ্ধ এবং সর্বশেষ তাওহীদ ইনশাআল্লাহ শির্কের উপর বিজয়ী হবে। বিজয়ী হবে হিন্দুত্ববাদের উপর ইসলাম এবং সনাতনী হিন্দুদের উপর মুসলিমরা।

ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনাটির সাথে সম্পর্ক রাখে নিকট অতীত থেকে আমরা এমন একটি উদাহরণ নিতে পারি।

১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে আক্রমণ করলে শুরু হল মুসলিম জাহানের প্রতিরোধ যুদ্ধ। সারা দুনিয়া থেকে উম্মাহর সন্তানরা জিহাদের জন্য, মুসলিম ভূমি আফগানিস্তানকে রক্ষার জন্য আফগানের ময়দানে হিজরত করে। যাদের চেতনা ছিল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। যারা বাস্তব অর্থে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্যই হিজরত করেছিল। মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগান যুদ্ধ ছিল এক সম্মিলিত প্রতিরোধ যুদ্ধ যেখানে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ রাষ্ট্রই তাদের প্রতিরোধ যুদ্ধে সমর্থন করেছিল। এমনকি আমেরিকাও। সব ধরনের মানুষই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। একজন ভালো ধার্মিক, একজন সাধারন মুসলিমও। তাদের কতক এমন ছিল যারা নিজেদের বংশ বা গোত্রের জন্য যুদ্ধ করেছিল, তাদের কতক এমন ছিল যারা দেশ প্রেমের জন্য যুদ্ধ করেছিল, তাদের কতক জাতীয়তাবাদের জন্য যুদ্ধ করেছিল। আবার এমনও ছিল যারা নিজেদের স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করেছিল। সুতরাং বিভিন্ন মত, চিন্তা সম্বলিত মানুষগুলির প্রতিরোধ যুদ্ধের পর যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটল, আফগানিস্তান বিজয়ী হল এবং স্বাধীন হলো- তখন কে

নেবে আফগানিস্তানের শাসনভার এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য হল। যারা শিয়া ধর্মাবলম্বী ছিল তারা একটি শিয়া আফগান রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখল। যারা গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ এর জন্য লড়াই করেছিল তারা একটি গণতান্ত্রিক আফগানিস্তানের জন্য নিজেদেরকে আফগানের শাসক দাবী করলো। এবং যারা বংশ কিংবা গোত্রের জন্য লড়াই করেছিল তারা একটি স্বাধীন বংশ বা গোত্র হিসেবে নিজেদেরকে পেতে পছন্দ করল। আর যে সমস্ত নেককার সন্তানেরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য লড়াই করেছিল তারা আফগানিস্তানকে একটি ইসলামিক ভূখণ্ড যা আল্লাহর শরিয়া দ্বারা শাসিত হয়- এমন একটি ইসলামিক ইমারা হিসেবে আফগানকে চাইল। এটি ছিল সত্যিকার অর্থেই একটি আদর্শিক সংঘর্ষ। সেখানে কেউই নিজেদের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিল না। এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে একটি দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পুনরায় আফগান আবারো গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি হলো। খুবই ভয়াবহ ব্যাপার। মাত্র কিছুদিন আগেই যারা এক সাথে কাঁধেকাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে আজ তারাই পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে

নিয়েছে।

আল্লাহর ইচ্ছা, যারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্যে, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য লড়াই করেছিল তাদেরকে আল্লাহ আফগানে বিজয় দান করলেন এবং তারাই আফগানের শাসনভার গ্রহণ করলেন। আর এটি হয়েছিল মোল্লা মুহাম্মদ ওমর রাহিমাহুল্লাহ এর দ্বারা যিনি তালেবান আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

আমরা সমগ্র গাজওয়াতুল হিন্দের শেষ দিকের ঘটনাগুলিকে এভাবেই কল্পনা করতে পারি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের জন্য লড়াই করবে। কিন্তু শেষ দিকে প্রত্যেকের চিন্তা চেতনা ও আদর্শের উপরে মুজাহিদীনদের চিন্তা চেতনা ও আদর্শ, তাদের সততা, মহিমা এবং সত্যবাদিতা নিয়ে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আস্থার কারণে তারা সবার উপরে বিজয়ী হবে। ধ্বংস হয়ে যাবে **পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদ** এর আত্মম্ভরিতা ও অহংকার। মিশে যাবে তাদের জাতীয়তাবাদের গর্ব। তাওহীদ ও জিহাহাদের প্রবল স্রোতে গড্ডালিকা প্রবাহে হারিয়ে যাবে

এক অভিশপ্ত জাতীয়তাবাদ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। উন্মোচিত হবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধোঁকা ও নিকৃষ্টতা। জনগণ হবে সত্যিকারের মুসলিম এবং তারা মুজাহিদীনদেরকে নিজেদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে।বিইজনিল্লাহ! ধ্বংস হয়ে যাবে মুজাহিদীনদের হাতে ভারত। ধ্বংস হয়ে যাবে তাদের নিকৃষ্ট হিন্দুত্ববাদ। গো-পূজা আর প্রতিমাপূজা-গঙ্গার স্রোতে ভেসে যাবে এসব নোংরা মতবাদ। কেবল রক্ত কেবল রক্ত দিয়েই হিন্দুস্তানের ভূমিকে পবিত্র করা হবে। যে রক্তপাত হবে কালিমার নামে এবং যে রক্ত দিয়ে বুলন্দ করা হবে শুধু আল্লাহর কালিমাকেই। বিজয়ী হবে উপমহাদেশে ইসলাম। বন্দী করা হবে হিন্দুস্তানের মালাউন নেতাদের। বেরি পড়ানো হবে তাদের। অপমান আর লাঞ্ছনার শেকল।

এবং এই সময় গুলিতে সিরিয়া কেন্দ্রিক মালহামা- মহাযুদ্ধ বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতে পারে সেটিও চলবে। এবং সেই মহা যুদ্ধ-সিরিয়া যুদ্ধ যেটি আজকের এই সময়ে চলমান রয়েছে এবং এটি ২০১২ সাল থেকে শুরু হয়েছে। আজকে সারা দুনিয়াব্যাপী যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়ংকর ময়দান হচ্ছে বিলাদ

আশ শাম। সিরিয়ার ময়দান হচ্ছে আজকের মুসলিম এবং ইসলামের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর একটি ভূখণ্ড এবং একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ এবং সবচেয়ে সুতীব্র এক লড়াই।

সিরিয়া পরিস্থিতি; আমাদের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

সিরিয়ায় মুসলমানদের ওপর গত ৬ বছর ধরে অত্যাচার চলছে। এ যেন মুসলমান মারার মহোৎসব। এখানে লক্ষ্য একটাই। হাদীসে বর্ণিত মহানবী সা. এর সিরিয়া, দামেস্ক, গোতা, ইমাম মাহদী, দাজ্জাল, হযরত ইসা আ. ইত্যাদি সম্পর্কিত সকল ভবিষ্যদ্বাণীর নির্দিষ্ট রক্ত, বংশ, স্থান ও স্থাপনাগুলো তছনছ করে দেওয়া। যেন আল্লাহর নির্দিষ্ট পরিকল্পনা (নাউযুবিল্লাহ) উলটপালট করে দেওয়া যায়।

মহানবী সা. এর আধ্যাত্মিক ছক এলোমেলো করে দেওয়া যায়। এমনিভাবে, শাহ নেয়ামতুল্লাহ রহ. তার আধ্যাত্মিক কাসিদায় দু'টি লাইন এমন বলেছেন,

'একসময় ভারতকে ঘিরে ধরবে আফগানিস্তান ও চীন। সাথে থাকবে খোরাসান।'

সবচেয়ে বড় কথা হল একদিকে নানা আঙ্গিকে হাদীসে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে যাচ্ছে। অপরদিকে দাজ্জাল বা ধোঁকা-প্রতারণার বাজার এত গরম যে, শয়তানও অবাক। ভাবছে, আমার চেলারা তো আমার চেয়ে অগ্রসর হয়ে গেছে। তিরমিযি শরীফের বর্ণনায় আছে, **'যখন শামে কোনো কল্যাণ থাকবে না, ফাসাদ সৃষ্টিকারী খারাপ লোকদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তোমাদের মধ্যেও কল্যাণ থাকবে না।'**

অচিরেই তোমাদের জন্য শাম বিজিত হবে, তাতে একটি জায়গা রয়েছে, যাকে গোতা বলা হয়, এই জায়গাটি হবে যুদ্ধের সময় মুসলমানদের উত্তম ঠিকানা(ঘাঁটি)।'

বিগত ছয় বছর ধরে সিরিয়ায় যে জুলুম চলছে তার কোনো

উপমা নিকট ইতিহাসে মেলে না। এই ছয় বছরের মধ্যে রয়েছে- বর্তমানে বিনা কারণে এবং নতুন কোনো কারণ ছাড়াই গোতাতে নির্বিচারে বোমাবর্ষণের ঘটনা। সুতরাং ঈমান থাকলে যার যেভাবে সম্ভব খেদমত করুক, নতুবা নিজের সম্পদ আঁকড়ে পড়ে থাকুক। আজ এই মজলুমদের কাজে না এলে, সেদিন তা দিয়ে কী লাভ হবে যেদিন এ সম্পদ কারও কাজের থাকবে না?

মজলুম সিরিয়দের সবচেয়ে বড় হিতাকাক্সক্ষী ও সহযোগী হওয়া উচিত আরব বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের। কারণ, গাযওয়ায়ে শাম, (শামের যুদ্ধ) ও গাযওয়ায়ে হিন্দ (হিন্দুস্তানের যুদ্ধ) হবে দুনিয়ার বড় দুটি যুদ্ধ। **গাযওয়ায়ে শাম ইহুদীদের বিরুদ্ধে এবং গাওয়ায়ে হিন্দ ইহুদীদের ঐতিহাসিক মিত্র মুশরিকদের বিরুদ্ধে হবে।** যতদিন এই দুটি মহাযুদ্ধের মাধ্যমে দুনিয়ায় মহান ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা না হবে। আর যতদিন বিশ্বব্যাপী নবুওয়াতী ধারার বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন কেয়ামত আসবে না।

আবু লুবাবা আরো বলেন, “গাযওয়ায়ে হিন্দে বিজয়ী হবে এখানের নেককার লোকেরা, উপমহাদেশের প্রায় ৭০ কোটি মুসলমানের মধ্যে কত ভাগ এই ঈমানী অভিযানে যোগ দিবে

তা আল্লাহই জানেন। তারপর এই বাহিনী গাযওয়ায়ে শামের বিজয়ীদের সাহায্যে এগিয়ে যাবে। যে মজলুমের সঙ্গে থাকবে তার জন্য সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। যে জালেমের সঙ্গ দিচ্ছে সে চির হতভাগা। যে না হাদীস থেকে শিক্ষা নেয়, না নিষ্পাপ শিশুদের রক্ত তার অন্তরকে বিগলিত করে!

এই সিরিয়ার যুদ্ধ তখন তার শেষ দিকে উপনীত হবে। ইমাম আল মাহদির নেতৃত্বে সারা দুনিয়ায় মহাযুদ্ধ পরিচালিত হবে। এই মহাযুদ্ধ শুধু ইসলামের সাথে কুফরের যুদ্ধই নয় বরং সমস্ত পরাশক্তিগুলো পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এবং এই মহাযুদ্ধের মহা দুর্যোগকালীন সময়ে দুনিয়ায় আবির্ভূত হবে মাসিহ দাজ্জাল। দুনিয়ার শুরু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়ংকর ফিতনা। প্রত্যেক ফেরাউনের জন্যই আল্লাহ রেখেছেন একজন মুসা। তেমনি কানা দাজ্জালের জন্যও রয়েছে ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস সালাম।

ঈসা আলাইহিস সালাম অবশেষে আকাশ থেকে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। এটি হবে দামেস্কের কেন্দ্রীয় জামে

মসজিদের মিনারে অবতরণ। যখন তিনি দুই জন ফেরেস্তার কাঁধে ভর দিয়ে সেই মিনারে অবতরণ করবেন। তার পরনে থাকবে দুটি হলুদ রঙের চাদর। তার চুল থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়বে পানি।

তিনি এগিয়ে যাবেন দাজ্জাল কে হত্যা করতে। আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা তার দৃষ্টিশক্তি কে এমন করে দিবেন যে যত দূর যাবে দাজ্জাল তার দৃষ্টি সীমার মধ্যে পড়লেই এমনভাবে গলে যাবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়।

অন্যায় অশান্তি মূল হোতা দাজ্জাল ঈসা আলাইহিস সালাম থেকে পলায়ন করবে। তার মিথ্যা প্রবল দাবি আর দুনিয়ার পালনকর্তা হওয়ার বিলাসিতা ছেড়ে সে নিজেকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠবে। কিন্তু আল্লাহ এই দাজ্জাল এর জন্য রেখেছেন তার অংশ। এবং ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে ধরে ফেলবে। হত্যা করবে।

এই ঘটনাগুলি যখন চলমান তখন হিন্দের দিকে কিন্তু মুজাহিদীনরা হিন্দ বিজয়ী করবে। তারা বেড়ী পরানো মালাউন নেতাদের নিয়ে সিরিয়াতে হিজরাত করবে। কেননা

সিরিয়ায় হবে তখন সারা দুনিয়ার মুসলমানদের কেন্দ্রীয় ফ্রন্ট এটাই ইমাম মাহদীর ফ্রন্ত। এটাই ঈসা আলাইহিস সালাম এর অবতরণ স্থল।

এবং যখন হিন্দের মুজাহিদীনরা সিরিয়া গমন করবেন তারাও ঈসা আলাইহিস সালামকে পেয়ে যাবেন।

সুবাহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার!

সম্মানিত আমার প্রিয় পাঠক যেহেতু এটি গাজওয়াতুল হিন্দের আলোচনা সুতরাং আমরা এখানে ইমাম আল মাহদী, দাজ্জাল ও ঈসা আলাইহিস সালাম এর আগমন ও আলামত নিয়ে সবিস্তারে কথা বলার প্রয়াস পাচ্ছি না। যেহেতু গাজওয়াতুল হিন্দের সাথে এই বিষয়গুলি সম্পর্কীত, তাই আগ্রহী পাঠকরা ইমাম মাহদী দাজ্জাল এবং ঈসা আলাইহিস সালাম এর আগমন ও আলামত নিয়ে পড়াশুনা করতে পারেন এবং এটি অবশ্যই জরুরি। এসংক্রান্ত যথেষ্ট

কিতাবাদি বাংলা ভাষায় রয়েছে।[2] টীকায় আমরা কয়েকটি বইয়ের নাম উল্লেখ করে দিয়েছি। ইন্টারনেটে সার্চ দিয়েও আপনারা এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। হ্যা, ইমাম মাহদী, দাজ্জাল ও ফিতান নিয়ে কিছুটা হলেও পড়াশুনা করেছেন তারা জানেন আখেরুজ্জামান শুরু হয়েছে। আলামত প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা ক্রমেই চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে ধাবিত হচ্ছি। যে কোন দিন যে কোন সময় অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। আমরা শুধু আলোচিত কয়েকটি আলামত উল্লেখ করব যেগুলো আত্নাকে কাঁপিয়ে দেয়, লোমকে শিহরিত করে, জীবনকে থমকে দেয়! এগুলি জানান দেয়, ইমাম ও মাহদী দাজ্জাল এর আগমন কেবলই সময়ের ব্যাপার!

---

[2] . দাজ্জাল, মাহদী ও ঈসা আঃ নিয়ে কিছু কিতাবের নামঃ
ক) ইমাম মাহদীর আগমন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দাজ্জাল,(আসেম ওমর)
খ) ইমাম মাহদীর দোস্ত দুশমন(আসেম ওমর)
গ) সিরিয়া মহাযুদ্ধের কাল(জসীমউদ্দীন আহমাদ)
ঘ) মহা প্রলয়(ডঃ মুহাম্মাদ আঃ রহমান আরেফী)
এই সবগুলি বই-ই বাংলাভাষায় পাওয়া যায়

ইমাম মাহদী ও দাজ্জালের আগমন কি খুব নিকটে

একটি হাদীসের বাস্তবায়নঃ

(আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী প্রতিটি মুমিনেরই এটা খুব মনোযোগ সহকারে পড়া উচিত।)

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সমগ্র বিশ্ব আজ অস্থির ও দিকভ্রান্ত। সকলের মাথায়ই কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে যে, ইমাম মাহদীর আগমন কি অত্যাসন্ন? খুব শীঘ্রই কি দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে? প্রশ্নটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এর প্রামাণ্য পর্যালোচনার। এককথায় উত্তর দিতে হলে বলবো, হ্যাঁ ভাই, খুবই অত্যাসন্ন, একেবারেই নিকটে; এতো নিকটে যে, গভীরভাবে একটু কান পাতলেই আমরা এর পদধ্বনি শুনতে পাবো।

বিষয়টি নিয়ে অনেকে কিছু লেখালেখি করলেও প্রামাণ্য হাদীস ও সঠিক তথ্যসূত্র সহকারে আলোচনা না করায় তা

ঘোলাটে রূপ ধারণ করেছে। তাই এ বিষয়ে তথ্যবহুল এমন কিছু আলোচনা পেশ করার ইচ্ছা পোষণ করেছি, যদ্বারা আপনি বিস্ময়াভূত না হয়ে পারবেন না।

শুধু একটি হাদীস ও এর প্রেক্ষাপটে একটি ঘটনা শোনাবো আপনাদের।

এক: ইমাম নুআঈম বিন হাম্মাদ রহ. (মৃত্যু: 228 হি.) তাঁর 'আল ফিতান' গ্রন্থে বলেন: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ تُبَيْعٍ، قَالَ: سَيَعُوذُ بِمَكَّةَ عَائِذٌ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِمْ، ثُمَّ يَعُوذُ عَائِذٌ آخَرُ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَلَا تَغْزُوَنَّهُ، فَإِنَّهُ جَيْشُ الْخَسْفِ/*অর্থাৎ তুবাঈ রহ. বলেন, সত্বরই মক্কায় এক আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় নিবে।অতঃপর তাকে হত্যা করা হবে। এরপর লোকেরা কিছুকাল অতিক্রান্ত করতে না করতেই দ্বিতীয় আরেকজন আশ্রয়প্রার্থী (মক্কায়) আশ্রয় নিবে। সুতরাং তুমি যদি তাঁর যুগ পাও তাহলে তাঁর বিরূদ্ধে যুদ্ধে যেও না। কেননা, তারা হবে ভুমিধসে ধ্বংসপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী। (আল ফিতান, নুআঈম বিন হাম্মাদ: 1/327 হাদীস নং 935)*

হাদীসটির বিশ্লেষণ: এটা প্রখ্যাত তাবেয়ী তুবাঈ বিন আমের হুমাইরী রহ. এর বর্ণিত হাদীস, যাকে হাদীসের পরিভাষায় হাদীসে মাকতূ' বলা হয়। রাসূল সা. এর যুগ পেলেও তিনি আবু বকর রাযি. এর খেলাফত আমলে ইসলাম গ্রহণ করেছেন । তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী কা'বে

আহবার রহ. এর স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। তিনি আবু দারদা রাযি., কা'বে আহবার রহ. প্রমূখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে আতা রহ., মুজাহিদ রহ. সহ বিখ্যাত তাবেয়ীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সাহাবীদের মাঝে খুবই গ্রহণযোগ্য ও বিজ্ঞ আলেম হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সর্বাধিক হাদীস সংরক্ষণকারী আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাযি. এর মতো জলীলুল কদর সাহাবী পর্যন্ত তাকে শামের সবচে জ্ঞানী বলে সম্বোধন করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করতেন। (দেখুন, তাহযীবুল কামাল: 4/316 জীবনী নং 796) তাই এটা মাকতু' হাদীস হলেও যথেষ্ঠ মানসম্পন্ন ও শক্তিশালী একটি বর্ণনা।

এ হাদীসটির বর্ণনাকারীদের সবাই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হলেও শুধুমাত্র অলীদ বিন মুসলিম নামক একজন বর্ণনাকারী মুদাল্লিস হওয়ায় বর্ণনায় একটু দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনার দ্বারা এ দুর্বলতা অনেকটাই দূর হয়ে যায়। মুসলিম শরীফের বর্ণনাটি হলো: فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ

অর্থাৎ উম্মে সালামা রাযি. বলেন, নবী করীম সা. বলেছেন, কাবা ঘরের পাশে একজন লোক আশ্রয় নিবে। তাঁর বিরুদ্ধে একদল সৈনিক প্রেরণ করা হবে। সৈন্যরা

যখন বায়দা নামক স্থানে পৌঁছবে তখন তাদেরকে নিয়ে যমিন ধসে যাবে। উম্মে সালামা রাযি. বলেন, আমি রাসূল সা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে যারা তাদের সাথে যাবে তাদের কী অবস্থা হবে? উত্তরে নবী করীম সা. বললেন, তাকে সহ যমিন ধসে যাবে। তবে কিয়ামতের দিন সে আপন নিয়তের উপরে পুনরুত্থিত হবে। (সহীহ মুসলিম: 4/2208, হাদীস নং 2882) তাই সর্বদিক বিবেচনায় উপরোক্ত হাদীসটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের বলা যায়।

হাদীসটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে বাইতুল্লাহ শরীফে যিনি আশ্রয়প্রার্থী হবেন বলা হয়েছে, তিনি হলেন মাহদী। তবে এখানে দু'জন মাহদী আসবে। প্রথমজন হবে মিথ্যুক ও ভণ্ড, যার বিরূদ্ধে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হলে সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হবে না; বরং সে নিজেই নিহত হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হবেন সত্যিকার মাহদী, যার বিরূদ্ধে প্রেরিত বাহিনী ভুমিধসে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাদীসে বলা হয়েছে, সত্য ও মিথ্যা মাহদীর মাঝের ব্যবধান হবে কিছুকাল। হাদীসে بُرْهَةً শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অর্থ হলো, কিছু সময়। উলামায়ে কেরামের মতে এ 'কিছু সময়' বলতে 30 থেকে 40 বছর, কারো কারো মতে আরও কম বা বেশি! তবে সবচে

বিশুদ্ধ মত হলো, এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কোনো বছর নির্ধারণ করার কোনো সুযোগ নেই। সেটা 40 বছর পরও হতে পারে, 50 বছর বা এর কিছু আগেপরেও হতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, মিথ্যা মাহদীর মৃত্যুর কিছুকালের মধ্যেই সত্য ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

মিথ্য মাহদীর আত্মপ্রকাশ:

20 নভেম্বর 1979 সালে ফজরের সময় জুহাইমান আল ওতাইবী নামক একব্যক্তি অস্ত্র ও লোকবল নিয়ে আকস্মিকভাবে বাইতুল্লাহর দখল নিয়ে নেয়। তারপর মাইক হাতে সৌদি সরকারের বিভিন্ন দূর্নীতি ও দুঃশাসনের বিবরণ দিয়ে ঘোষণা করলো যে, এখন এ থেকে মুক্তির সময় এসে গেছে। রাসূল সা. হাদীসে যে মাহদীর কথা বলেছিলেন সে মাহদী এখানে উপস্থিত। তারপর সে লোকদের মধ্য হতে একব্যক্তিকে সামনে আসতে বললো। লোকটি ধীরগতিতে উঠে এসে রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়ালো। এরপর জুহাইমান বললো, এই হলো সে প্রতিশ্রুত মাহদী। দেখো, এর নাম মুহাম্মাদ, পিতার নাম আব্দুল্লাহ। সে কুরাইশের কাহতান বংশের লোক। রাসূল সা. এর ভবিষ্যত বাণী অনুযায়ী কুরাইশ বংশীয় মাহদী এই স্থানেই বাইয়াত গ্রহণ করবে। অতএব তোমরা সবাই তার হাতে বাইআত হয়ে যাও।

চিত্রঃ ভন্ড মাহদী মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ কাহতানি

লোকেরা ভয়ে সবাই তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে। জুহাইমান কাবা শরীফের বিভিন্ন কক্ষে আগে থেকেই গোপনে এবং জানাযাবাহী খাটিয়ায় করে অনেক অস্ত্র মজুদ করে রেখেছিলো। সে টেলিফোনসহ সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিলো। তারপর তিনদিন পর্যন্ত কাবা দখল করে থাকলো। অবশেষে সৌদি সেনাবাহিনী ফ্রান্স ও পাকিস্তানের স্পেশাল ফোর্সের সাহায্যে তাদের বিরূদ্ধে অভিযান শুরু করে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর তারা কাবা শরীফকে মিথ্যা মাহদীর দখলমুক্ত করতে সক্ষম হয়। এতে 127 জন সেনা ও পুলিশ নিহত এবং 451 জন আহত হয়। তাদের 260 জন নিহত হয় এবং জুহাইমান সহ তার 70 জন সহচর গ্রেফতার হয়। তিনদিন পর তাদের 63 জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় এবং বাকীদের সাজা দেয়া হয়।

চিত্রঃ ভন্ড মাহদীর উপদেষ্টা জুহাইমান আল ওতাইবী

ঘটনাটির লিংক:

(ভিডিও ইংরেজি)

https://www.youtube.com/watch?v=HItn3u02RwU

(ভিডিও বাংলা)

https://www.youtube.com/watch?v=eiXVCmxN-LQ

(বিবিসি বাংলা)

http://www.bbc.com/bengali/news-42124824

উপরের ঘটনার আলোকে দেখা যাচ্ছে, কাবা শরীফে মিথ্যা মাহদীর আত্মপ্রকাশ অলরেডি ঘটে গেছে। আর হাদীসের

ভাষ্য অনুযায়ী তার কিছুকাল পর তথা 40 বা 50 বা 90 বছর কিংবা এর কিছু আগেপরে সত্যিকার মাহদী আত্মপ্রকাশ করবেন। এখন 2018 সাল। ইতিমধ্যে ঘটনার 39 বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। জানি না, দু'এক বছর বা আট, দশ বছরের মধ্যে কিংবা আমাদের জীবদ্দশায়ই সত্য মাহদীর আত্মপ্রকাশ ঘটে কিনা? প্রবল সম্ভাবনা মনে হচ্ছে। আল্লাহই ভালো জানেন। তবে দাজ্জালের আবির্ভাব সংক্রান্ত এর চেয়েও আশ্চর্যজনক আরেকটি ঘটনা আমাদেরকে প্রায় দৃঢ়বিশ্বাসই করিয়ে দিচ্ছে যে, ইমাম মাহদীর আগমন সন্নিকটে! সে ঘটনা নিচে উল্লেখ করব।

একটি ইলহাম ও অদ্ভুত স্বপ্নঃ

হাফেজ্জী হুজুরের নামে একটি কথা মশহুর আছে। ইলহামের মাধ্যমে অবগত হয়ে তিনি ১৯৭৯ অথবা ১৯৮০ সালে বলেছিলেন (সে বছর) ইমাম মাহদী জন্মগ্রহণ করেছেন। আমি আজ থেকে প্রায় অনেক বছর আগে

থেকেই ঘটনাটি অবগত ছিলাম। বিভিন্ন সময় আলোচনাও করেছি। কিন্তু কিছুদিন আগের একটি ঘটনা সেই ঘটনাকে আরও বেশি অর্থবহ করে দিয়েছে।

ঘটনাটি হচ্ছে-

আহলে হাদীস আলেম ডঃ কাজী ঈবরাহীম বলেন, "তার এক ভাই (ইউউসুফ) মদীনা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে। ইউসুফের একজন বন্ধু যিনি হাফেজ্জী হুজুর (রাহিঃ) এর সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল। সে স্বপ্নে দেখে হাফেজ্জী হুজুর তাকে বলছে ২০১৯ সালে ইমাম মাহদী আত্নপ্রকাশ করবে! ইউসুফ তখন স্বপ্নের তাবীরের জন্য আমাকে জিজ্ঞেস করেছে।"

ভিডিও লিংকঃ

https://m.youtube.com/watch?v=qK4E7nelm1s

দাজ্জাল সংক্রান্ত ফিলিস্তিনের এক আজীব ঘটনাঃ

গত ২০০৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী প্যালেস্টাইনের টিভি চ্যানেল আল আকসা (Al Aqsa TV) তে সেখানকার

একজন আলেম ঈসা বাদওয়ান এক সাক্ষাতকারে এক বিস্ময়কর তথ্য দেন। যা নিশ্চিতভাবে মুসলিম জাহানের জন্য ভাবার বিষয় এবং সতর্কবার্তা।

এখানে সাক্ষাতকারের অংশটি তুলে ধরছি।

ঈসা বাদওয়ানঃ একজন লোক, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি এবং বিশ্বাস করি, সঙ্গত কারণেই আমি তার নাম বলতে চাচ্ছি না – তো তিনি একদিন রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক তাকে থামালো এবং ঐ স্ত্রীলোককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। কারণ, ঐ বৃদ্ধার মেয়ে ঐ হাসপাতালে সন্তান প্রসব করেছে। লোকটি ঐ বৃদ্ধার অনুরোধটি রাখল এবং তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে হাসপাতালের বাইরে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করল। এক ঘণ্টা করে ঐ বৃদ্ধা তার মেয়ে এবং মেয়ের নবজাতক শিশুপুত্রকে নিয়ে বের হয়ে গাড়িতে উঠল। যখন তারা গাড়িতে উঠল, তখন ঐ নবজাতক সবাইকে অবাক করে দিয়ে সালাম দিল। আমরা অবাক হয়ে সালামের উত্তর দিলাম।

সাক্ষাতকার গ্রহণকারীঃ নবজাতক কথা বলে উঠল?

*ঈসা বাদওয়ানঃ হ্যাঁ, নবজাতক শিশুটি। এবং আমরা এটা শেখ নিজারসহ অন্যান্য আলেমকে জানিয়েছিলাম তখন। তো লোকটি যা বলল তা হল যে, শিশুটি বলল, "**আমিই হলাম সেই বালক যাকে দাজ্জাল হত্যা করবে, এরপরে আর কাউকে সে হত্যা করতে পারবে না।**"*

হাদীসটি হচ্ছে-

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করলে ঈমানদার ব্যক্তিদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার কাছে যাবে। তার সাথে দাজ্জালের প্রহরীদের দেখা হবে।

তারা তাকে বলবে, 'কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করছ'?

সে বলবে, 'আমি এই আবির্ভূত ব্যক্তির কাছে যেতে ইচ্ছা করছি'।

প্রহরীরা বলবে, 'আমাদের রবের প্রতি কি তোমাদের ঈমান নেই'?

সে বলবে, 'আমাদের রবের ব্যাপারে তো কোনরূপ

গোপনীয়তা নেই’।

তারা বলবে, ‘একে হত্যা কর’।

কিন্তু এদের মধ্যে কেউ কেউ বলাবলি করবে, ‘তোমাদের রব কি তোমাদেরকে তার অগোচরে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে নিষেধ করেননি’?

সুতরাং তারা তাকে দাজ্জালের কাছে নিয়ে যাবে। যখন মু’মিন ব্যক্তি দাজ্জালকে দেখবে তখন বলবে, ‘হে লোক সকল! এই তো সেই দাজ্জাল যার প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন’।

এরপর দাজ্জালের নির্দেশে তার দেহ হতে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে। তার পেট ও পিঠ উন্মুক্ত করে পিটানো হবে আর বলা হবে, ‘তুমি কি আমার প্রতি ঈমান স্থাপন কর না’?

উত্তরে মু’মিন ব্যক্তি বলবে, ‘তুমিই তো সেই মিথ্যাবাদী মাসীহ দাজ্জাল’।

সুতরাং তার নির্দেশে মু’মিন ব্যক্তির মাথার সিঁথি হতে দু’পায়ের মধ্য পর্যন্ত করাত দিয়ে চিরে দু’টুকরা করা হবে। দাজ্জাল তার দেহের এ দুই অংশের মধ্য দিয়ে এদিক হতে ওদিকে গমন করবে। এরপর সে মু’মিন ব্যক্তির দেহকে সম্বোধন করে বলবে, ‘পূর্বের মত হয়ে যাও’।

তখন সে আবার পরিপূর্ণ মানব হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। আবার সে বলবে, 'এখন কি তুমি ঈমান পোষণ কর?'

মু'মিন মানবটি বলবে, 'তোমার সম্পর্কে এখন আমি আরো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম'। সে মানবদেরকে ডেকে বলবে, 'হে মানবমণ্ডলী! আমার পর এ আর কারো কিছু করতে পারবে না'।

দাজ্জাল পুনরায় তাকে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু আল্লাহ তার ঘাড়কে গলার নিচের হাড় পর্যন্ত পিতলে মুড়িয়ে দেবেন। ফলে সে তাকে হত্যা করার আর কোন উপায় পাবে না। বাধ্য হয়ে সে তার দু'হাত ও দু'পা ধরে ছুঁড়ে ফেলবে। মানুষে ধারণা করবে দাজ্জাল তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে বেহেশতে নিক্ষিপ্ত হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'এই ব্যক্তি বিশ্ব জগতের রব আল্লাহর কাছে মানবের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত স্তরের শহীদের মর্যাদা লাভ করবে'।

সুতরাং আমরা হাদিস থেকে জানি যে, দাজ্জাল যাকে হত্যা করে জীবিত করবে এবং আবার হত্যা করবে কিন্তু পরে আর

জীবিত করতে পারবে না। সে হবে একজন যুবক। যাকে শ্রেষ্ঠ শহীদ বলা হয়েছে। আর যুবক বলতে ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সকেই বুঝায়।

আমি মনে করি, এই ঘটনা আমাদের জন্য অনেক খুশির খবর বহন করে। কারণ, আমরা হাদিস থেকে জানি যে, দাজ্জালের আগমন ঘটবে ইমাম মাহদির উপস্থিতিতে ইস্তাম্বুল জয়ের পর।

সাক্ষাতকার গ্রহণকারীঃ এখন সেই বাচ্চার কি অবস্থা?

ঈসা বাদওয়ানঃ হ্যাঁ, এখন আমরা আলেমরা তাকে চিনি। এবং আমরা তার খেয়াল রাখছি। আমি সব মানুষকে এবং সব আলেমদেরকে জানাতে চাই যে, বিজয় অতি নিকটে। ইমাম মাহদি এখন আমাদের মাঝেই অবস্থান করছে (এই বাচ্চার জন্মের উপর ভিত্তি করে) ইনশাল্লাহ, প্যালেস্টাইনবাসী, খুব শিগগিরই এ বিজয়ের সাক্ষী হবে এবং এই ধর্মকে (ইসলামকে) ও এর আলোকে ছড়িয়ে দিবে।

(সাক্ষাতকারের অংশ বিশেষ শেষ)

এই শিশুটির জন্ম হয় ২০০৪ সালে। আর উদ্বিগ্নের বিষয় হল, ২০০৮ সালে এই সাক্ষাতকার জনসম্মুখে প্রকাশ হবার কয়েক মাস পর ২০০৮/২০০৯ সালে ইসরাইল রাসায়নিক গ্যাস প্রয়োগ ও বোম্বিং শুরু করে ১৪০০ শিশু হত্যা করে এবং প্রায় ৪০০০ শিশুকে আহত করে। শুধু তাই নয়, ইসরাইল এই সাক্ষাতকারে উল্লেখিত আলেম শেখ

নিজারকে হত্যার উদ্দেশ্যে সাক্ষাতকারের ১১ মাস পরে এফ ১৬ বিমান দিয়ে ২০০০ পাউন্ডের বোমা নিক্ষেপ করে। যার ফলে শেখ নিজার তার চার স্ত্রী ও এগার সন্তানসহ শহীদ হন। শেখ নিজার ছিলেন গাজার অন্যতম প্রভাবশালী আলেম। তিনি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইমাম সাউদ বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বীন শিক্ষা লাভ করেন। এর পাশাপাশি তিনি ইসরাইলের সাথে যুদ্ধরত আল কাসসাম মুজাহিদ ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কমান্ডারও ছিলেন।

২০০৪ সনে জন্ম গ্রহণকারী এই বাচ্চাই যদি সেই সে যুবক হয়, তবে সে ২১ থেকে ২৫ বছর বয়সী যুবক হবে ২০২৫ থেকে ২০২৯ সালে। দাজ্জাল দুনিয়াতে আত্মপ্রকাশের পর ৪৩৯ দিন বা এক বছরের একটু বেশি সময় অবস্থান করবে এবং এই সময়ের মধ্যে যুবককে হত্যা করবে। মহাযুদ্ধের সপ্তম বছরে যেহেতু দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হবে, তাতে মহাযুদ্ধের সম্ভাব্য সাল আসে ২০১৮ থেকে ২০২২, আর মহাযুদ্ধ ইমাম মাহদির উপস্থিতিতেই হবে।

যা হোক, এগুলো সবই শুধু ঐ বাচ্চার দাবীর উপর ভিত্তি করে হাদিসের মাধ্যমে গণনা। কিন্তু একমাত্র আল্লাহই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানেন।

তবে, অবশ্যই সতর্ক বিশ্বাসী বান্দা হিসাবে আমরা আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করব এবং সজাগ দৃষ্টি রাখবো হাদিসে বর্ণিত মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর প্রতিটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সর্বোপরি সামরিক পরিস্থিতির উপর।

এরকম অনেক ঘটনা, যা শুধু আমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোনের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইহুদী খ্রীস্টান ধর্মের নানা ঘটনা, লক্ষণ, ভভবিষ্যদ্বাণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছি! সকল আহলে কিতাবরাই এই সময়গুলিকে মূল্যায়ণ করছে! ক্রিমিয়া দখল, জেরোসালেমকে ঈজরায়েলের রাজধানী ঘোষণা, সৌদি বাদশার উত্তরাধিকার নিয়ে রাজপুত্রদের মাঝে কলহসহ সীমাহীণ আলামত আমাদেরকে শেষ দিবসের লক্ষণগুলির অস্থিত্ব জানান দেয়!

কি করব আমি?

আমরা শুধু এ পর্যায়ে একজন মুসলিম অথবা একজন একাকী মুজাহিদের জন্য গাজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতিস্বরূপ কী করা যেতে পারে অথবা কেমন হবে প্রস্তুতি সেই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত দিক নির্দেশনা দিবো। আমরা আশা করি আপনি পুরো লিখাটি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করলে এবং এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে এবং বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলে আপনি অবশ্যই গাজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতির ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন। এবং বলাই বাহুল্য আমাদের আজকের এই আলোচনা গাজওয়াতুল হিন্দের সঠিক ও সুষ্ঠু প্রস্তুতির জন্য। আমরা আপনাদের জন্যে প্রস্তুতিমুলক কিছু সুন্দর নির্দেশনা সংগ্রহ করেছি।

গাহওয়াতুল হিন্দের সাথে যুক্ত সকল ভাই-বোনকে আল্লাহ কবুল করুন!

মোটা দাগে করণীয়ঃ

সময় হাতে বেশি বাকি নেই
প্রস্তুতি গ্রহণের এখনই সময়

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় সবক'টি মুসলিম দেশে যে পরিস্থিতি চলছে এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও কুফরের সংঘাত সামগ্রিক বিচারে ক্রমশ যে তীব্রতা ধারণ করছে, সর্বোপরি এত স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে পরিস্থিতি যে হারে বদলে যাচ্ছে সেসব কিছুর আলোকে অনেকটা নিশ্চিত করে বলা যায়, আমাদের আর বেশি সময় বাকি নেই। যেকোন সময়, যেকোন মুহূর্তে দেশ বড় ধরনের কিছু একটা ঘটে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে যেন। এবং কিছু একটা শুরু হয়ে গেলে দেশের মানুষ আক্রান্ত হলে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলির মত স্বাভাবিকভাবে চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে।

প্রথম ভাগ: যারা উচ্চবিত্ত, বিলাসী প্রকৃতির, সমাজের এলিট শ্রেণীর লোকজন, বিভিন্ন দেশের সাথে যাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যোগসাজশ আছে তারা

নিশ্চিন্তে সোজা ওইসব দেশে গিয়ে ঠাই নেয়ার চেষ্টা করবে।

দ্বিতীয় ভাগ: যারা মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সাধারণ শ্রেণীর লোকজন, দ্বীনধর্মের সাথে যাদের বিশেষ একটা সম্পর্ক নেই, মানে যারা জিহাদ-কিতালের ব্যাপারে, কাফেরদের প্রতিরোধের ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত না (সংঘাতটা যেহেতু ইসলামী ইস্যুতে হবে। জাতীয়তাবাদ বা অন্যকোন ইস্যু না) তো এরা দলে দলে, লাখে লাখে মারা পড়বে।

এবং শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিবে (যদিও সম্ভাবনা কম)

তৃতীয় ভাগ: উপরোল্লিখিত উভয় শ্রেণীর অনেকেই পার্থিব স্বার্থ রক্ষায় শত্রুপক্ষের দালাল হয়ে কাজ করবে। এদের মধ্যে অনেক আলেম উলামাও থাকবে।

চতুর্থ ভাগ: দ্বীনধর্মের সাথে যাদের সম্পর্ক ভাল। এক কথায় যারা প্র্যাকটিসিং মুসলিম, সেই সাথে আগ থেকেই শারীরিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিকভাবে না হলেও অন্তত মানসিকভাবে যারা জিহাদের ব্যাপারে প্রস্তুত ছিলেন তারা এবং একমাত্র তারাই আগ্রাসী শত্রুর মুকাবেলায় জীবন-মরণ প্রতিরোধ চালিয়ে যাবেন। তারাই কেবল

ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হবেন। অন্য কেউ নয়।

এখন প্রত্যেকে নিজের অবস্থার দিকে গভীর মনযোগ দেয়া জরুরি যে, সেই পরিস্থিতিতে আমি উল্লেখিত চার শ্রেণীর কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবো?

এজন্য এখন থেকেই যদি নিজেকে সেই কঠিন সময়ের জন্য প্রস্তুত করে না তুলি, সেই রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য আগাম প্রস্তুতি না নেই তাহলে সেই সময় কাজের কাজ কিছু করতে পারা দূরে থাক, ময়দানে থেকে গেলেও 'কাজের মানুষদের' জন্য কেবলই বোঝা হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবেনা।

তো, অন্তত কাজের সময় 'কাজের মানুষদের' বোঝা না হয়ে সহযোগিতামূলক যেন কিছু করতে পারি, তাদের 'আনসার' এর ভূমিকায় থাকতে পারি সেই বিষয়ে বাস্তবসম্মত জরুরী দিকনির্দেশনা মূলক কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা করছি। আল্লাহই উত্তম তাকফীকদাতা।

এক) জিহাদ বিষয়ে নিজের মনে উঁকি দেয়া অথবা অন্যের পক্ষ থেকে আরোপিত যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়,

অভিযোগ-আপত্তি, বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা দূর করা আবশ্যক। অন্যাথায় জিহাদ শুরু হয়ে যাওয়ার পর যখন দেখা যাবে, একদল দরবারী আলেম তাগুত-কাফেরের তোষামোদি ও দালালী করার বিনিময়ে পার্থিব বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ ভোগ করছে তখন নিজের অবস্থান নড়বড় হয়ে যেতে পারে। তাই এক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনার বিকল্প নেই। পড়তে হবে– জিহাদ বিষয়ক কুরআনের আয়াত সমূহের তরজমা ও তাফসীর, নির্ভরযোগ্য কোন তাফসীরের আলোকে। এ বিষয়ক হাদিস সমূহ ও তার ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবাদী ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের আলোকে। এ বিষয়ক ফিক্বহী মাসায়েল মুজতাহিদীন ফুক্বাহায়ে কেরামের ফিক্বহ ও ফতওয়ার আলোকে। এবং সেইসাথে সমকালীন মুজাহিদীন উলামা ও উমারার রচিত রাসায়েল (পুস্তিকা) ও মাক্বালাত (প্রবন্ধ-নিবন্ধ) অধ্যয়ন করতে হবে।

দুই) এখন থেকেই নিয়মিত বিশ্বব্যাপী চলমান জিহাদে মুজাহিদীনের খোঁজ খবর রাখুন।

তিন) প্রতিদিন সকালে কমপক্ষে পঞ্চাশটি বুক ডন দিন। (বুক ডন দেয়ার সময় দৃষ্টি সামনের দিকে রাখুন) পেটের

ভূরি / মেদ একেবারে কমিয়ে আনুন। ফজরের পরের ঘুম একেবারে বর্জন করুন।

চার) যেকোন রকম খাবারে অভ্যস্ত হয়ে উঠার চেষ্টা করুন। যেমন, দেশি-বিদেশি, মশলাসহ, মশলা ছাড়া।

পাঁচ) বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ অন্যান্য সকল প্রকারের প্রযুক্তিগত সুযোগ সুবিধা ছাড়া চলার অভ্যাস গড়ে তুলুন। যেমন, প্রচণ্ড গরমে ফ্যান ছাড়া, রাতে বৈদ্যুতিক লাইট ছাড়া, সফরে মোবাইল ছাড়া চলার চেষ্টা করুন।

ছয়) গরমের দিনে লাগাতার কয়েকদিন গোসল ছাড়া ও শীতের দিনে প্রতিদিন সকালে গোসল করার অভ্যাস করুন। এভাবে প্রচণ্ড শীতের রাতে মাত্র একটা মাফলার বা রুমাল এবং হালকা পাতলা একটি কম্বল জড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়ার অভ্যাস করুন। খাবার ও গোসলের জন্য স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ পানি ছাড়াও চলার অভ্যাস করুন।

সাত) বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া রিক্সায় / অটোতে চড়বেন না। যেমন, ২০/৩০ টাকা রিক্সা ভাড়ার পথ নিয়মিত হেঁটে চলার অভ্যাস করুন। বর্ণিত আছে, মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী রহ. ত্রিশ কিলোমিটারের চেয়ে কম দীর্ঘ পথে

কখনো যানবাহনে চড়তেন না। তাঁরাই ছিলেন আমাদের প্রকৃত পূর্বসূরি।

আট) ঘরকুনো স্বভাব বর্জন করুন। যেকোন সময়, যেকোন মুহূর্তে অনির্দিষ্টকালের জন্য দূর থেকে দূর গন্তব্যে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফরের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার অভ্যাস করুন। যেমন, সফরের সিদ্ধান্ত ঘোষণার মাত্র আধা ঘন্টা বা তার চেয়ে কম সময়ে প্রস্তুতি নিয়ে পাঁচ-ছয় শ' বা সাতশো কিলোমিটার দূরের সফরে বেরিয়ে পড়ুন।

নয়) পনেরো / বিশ কেজি সামানা কাঁধে বহন করে দীর্ঘ পথ চলার অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।

দশ) গভীর রাতে বনজঙ্গল বা পাহাড়ি এলাকায় দুয়েকজন মিলে বা একাকি চলার সাহস অর্জন করুন।

এগারো) ড্রাইভিং শিখুন। বিশেষত, মোটরসাইকেল চালানো শিখুন। অন্তত ৭০/৮০ কি.মি. বেগে চালানোর অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।

বার) সাঁতার শিখুন। বিশেষত, ডুব সাঁতার এবং খরস্রোতা নদীতে এবং প্রচণ্ড ঢেউয়ের মাঝে সাঁতার কাটা শিখুন।খুবই জরুরী। পাশাপাশি নৌকা চালানোও শিখুন।

তেরো) গাছে চড়া, পাহাড়ে চড়া শিখুন। পাহাড়ে উঠানামার জন্য সাধারণ পর্যটকদের পথ (যথা, ইকোপার্ক বা পাহাড় কাটা সিঁড়ি) বাদ দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে লত বেয়ে উঠানামা করা শিখুন। এভাবে সিঁড়ি ছাড়া (জানালার সানসেট ও ভেন্টিলেটর দিয়ে) বিল্ডিং থেকে নেমে যাওয়া শিখুন।

চৌদ্দ) ঘোড়ায় চড়া এবং ঘোড়দৌড় শিখুন।

পনেরো) নিশানা তাক করা শিখুন। প্রথমে হাতে, তারপর গুলাইল দিয়ে অতঃপর পাখি শিকার করার এয়ারগান দিয়ে।

ষোল) কুংফু, কারাতে শিখুন।

সতেরো) রান্নাবান্না করা শিখুন।

আঠারো) প্রয়োজনীয় সেলাইর কাজ শিখুন।

ঊনিশ) জরুরি দাতব্য চিকিৎসা ও অস্ত্রোপাচার করা শিখুন।

বিশ) কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের বেসিক প্রোগ্রামগুলি শিখুন। যেমন, কম্পোজ করা, প্রিন্ট দেয়া, ওয়েব ব্রাউজিং,

ডাউনলোড, বিভিন্ন ফাইল আপলোড এবং কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের জেনারেল সিকিউরিটি সিস্টেমগুলো শিখুন।

একুশ) প্রতি মাসে উপার্জিত আয়ের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার অভ্যাস করুন।

বাইশ) বালিশ ছাড়া, বিছানা ছাড়া খালি ফ্লোরে বা সরাসরি মাটির উপর ঘুমানোর অভ্যাস করুন।

এখানের কোন কোন বিষয় আপনার কাছে অতরঞ্জিত বা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। যেমন বালিশ বিছানা ছাড়া খালি ফ্লোরে ঘুমানোর বিষয়টা।

কিন্তু যারা জালিমদের হাতে বন্দী হয়েছে এবং টর্চার সেলে মাসের পর মাস গুম হয়ে থেকেছে তারা ঠিকই উপলব্ধি করে যখন ঠান্ডা ফ্লোরে নগ্ন দেহটিকে পিছমোড়া করে হাত বাঁধা অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। অথবা খালি ফ্লোরেই শুয়ে ঘুমিয়ে দিন গুজরান করতে হয়। কিংবা সিরিয়া আরাকানের শরণার্থীরাই ভাল জানবে! তারা কতই না উত্তম যারা বান আসার আগেই নুহ আঃ এর মতো নৌকা তৈরী করে প্রস্তুতি নেয়!

এবং যারা আজকের এই দিনে ঈমানের কাফেলায় প্রবেশ করে কুফরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নাম লিখিয়েছেন বা লিখাবেন ভাবছেন তারা তো এটা দ্বারা উপকৃত হবে কিন্তু সবার উচিত সকল মুসলিমদের গাজওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি ও তথ্য বিশ্লেষণ জানিয়ে প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করা।

অবশ্য করণীয়ঃ

আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিঃ

ক)

ঈমানকে শাণিত করুন। তাওহীদের স্বীকৃতি দিন। ইসলাম ব্যতীত যেকোন মতাদর্শ ত্যাগ করুন। বিশেষ করে গণতন্ত্র। এটিই দাজ্জালের ধর্ম। ইসলামের মোকাবিলায় এই গণতান্ত্রিক ধর্মটিই এখন সবচেয়ে ভয়ংকর! সারা দুনিয়ার মুসলিমদের ঈমান থেকে এই গণতন্ত্র খারিজ করে দিয়েছে! এই গণতন্ত্রের মাধ্যমেই আহলে কুফর আমেরিকা ও তার

মিত্র মুসলিম বিশ্বে নিজেদের ছড়ি ***ঘুরোয়! অবশ্যই নির্বাচন ও ভোটকে বর্জন করুণ! রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ঘৃণার ঘোষণা দিন। এরা তারা যারা নিজেদের ধর্মের ওপর দলকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং নিজেদের নবীর ওপর দলীয় নেতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এরা নবী ও রাসূলদের আদর্শের বদলে তাদের নেতার আদর্শ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মিশন হাতে নিয়েছে। এরাই আল্লাহর বিধানকে নিক্ষেপ করে মানবরচিত বিধান প্রয়োগ করেছে!***

আল্লাহ যা হারাম করেছে তাকে হালাল করেছে, আল্লাহ যা হালাল করেছে তাকে হারাম করেছে।

খ)

সমাজের বেদ্বীন বিশেষত বে-নামজী ও বে-রোজদারের সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের সম্পর্ক ছিন্ন করুণ। এমনকি তাদের ছায়াও না মাড়ানোর পণ করুন। কেননা ফিৎনা বৃষ্টির মতো পতিত হচ্ছে। প্রতিজন আহ্বানকারী জাহান্নামের দিকে আহ্বান করছে ও দলে দলে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে। জেনে

রাখুন, পাপী ও ফাসিকের কাজে বাধা প্রদান ঈমানি দায়িত্ব। এবং তাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করা ঈমানের হেফাজত। আপনি যদি ফাসেক-ফোজ্জার বেনামজীর সাথে হৃদ্যতা রেখে থাকেন তবে নিশ্চিত হোন, শীঘ্রয় আপনি তাদের মতো হয়ে যাবেন। আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- **"বনী ঈসরাইলের মাঝে কেউ যখন কোন পাপকাজ করত তো সাথের লোকেরা তাকে তা থেকে বারণ করত। কিন্তু পরদিন ঠিকই তার সাথে ওঠাবসা, খাওয়া দাওয়া করত, তাই আল্লাহ তাদের অন্তরকে মিলিয়ে দিলেন।"**

অর্থাৎ নেককারদেরও ফাসিক-পাপী বানিয়ে দিলেন!

গ) কুর'আনের হিফজ ও হিজব বাড়িয়ে দিন।

হিফজঃ বেশি বেশি কুর'আনকে মুখস্ত করুন। অন্তরে কুর'আনকে সংরক্ষণ করুন। কেননা দুর্যোগের সময় কাছে কুর'আন নাও পেতে পারেন। নিজের কাছে থাকা কপি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন প্রয়োজনে বা মনে চাইলেও দীর্ঘ তিলাওয়াত সম্ভব হবেনা। এবং ব্যাপক গণহত্যার কারণে

অধিকন্তু আলিম ও হাফিজের ইন্তেকালের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায়না। তাই কুর'আন আমাদের দ্বারাই আল্লাহ সংরক্ষণ করবেন ইনশাআল্লাহ।

হিজবঃ নিয়মিত কুর'আন তিলাওয়াত। রোজানা কুর'আন পাঠ। অন্তরের জং ও ময়লা সাফ করবে। নুর বৃদ্ধি করবে। ফিৎনা থেকে বাঁচাবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরী হবে।!

ঘ) জিহাদ ও ক্বিতাল সংক্রান্ত পড়াশুনা করা।

মুজাহিদীনদের ভালবাসা। যদিও লোকেরা তাদের উগ্রবাদী, জঙ্গী বলুক না কেন! এটাই তো নিয়ম যে দুনিয়া তাদের বিরুদ্ধে থাকবে। আর তারা হবে গুরাবা। যেখানেই একজন গুরাবাকে পাবেন, তাকে ভালবাসুন, সাহায্য করুন। বিশেষ করে আপনার দেশে প্রচলিত জিহাদী জামা'আতকে তালাশ করুন। এক্ষেত্রে প্রোপাগান্ডা ও অপপ্রচারকে একপেশে করে রাখুন। তাদের সম্পর্কে জানুন। কারো কথার ওপরে নির্ভর করবেন না। এমনকি যে কোন বুজুর্গ ব্যক্তি, যার জানাশুনার ব্যাপারে নিশ্চিত না , তার কথায়ও তাঁদের বিরোধিতা করবেন না। কেননা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া কারো কথা-ই আপনাকে হক্ব পর্যন্ত পৌঁছে দিবেনা। ***আর যে কোন জিহাদী দল সম্পর্কে জানার সহজ মাধ্যম হল তার***

প্রকাশনাকে অনুসরণ করা। অডিও, ভিডিও, বার্তা, বই ও ম্যাগাজিনসমূহ অনুসরণ করা।

যুদ্ধকালীন সময়ের প্রস্তুতিঃ

শহরের বিকল্প ভাবুন। নলকূপ বসান। কেননা বিদ্যুত চলে গেলে মোটরে পানি আসবেনা। শহরের মানুষেরা পানি পাবেনা। একটু ভাবুন। ঢাকা শহরের কেউই পানি পাবেনা। বাসায় বাতি জ্বলবেনা। কোথায় যাবে তাদের বিলাসিতা! ৩ দিনেই তারা কাবু হয়ে যাবে! তাই প্রযুক্তি নির্ভরতা কমাতে হবে।

শুকনো খাবার মজুদ করুন। বেশি করে। বিশেষ করে কাঁচা বাদাম, ছোলা, চিড়া, গুড়, মটরশুঁটি, সিমের বিচি, নিত্য দরকারি মশলা, চাল ইত্যাদি। যেন যুদ্ধের সময় প্রথম ধাক্কাটা সামলিয়ে ওঠতে পারেন!

মনে রাখবেন যুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য খাবার সংকট। দাজ্জাল তখন খাবার নিয়ে অফার করবে- "আমাকে রব মানলে তোমাকে খাবার দেয়া হবে!"

বেশি করে শীতের কাপড় মজুদ করুন। যুদ্ধকালীন সময়ে শীত বেড়ে যায়। কেননা অধিক বোমাবর্ষণ, ধ্বংস হওয়া ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাটের উৎক্ষিপ্ত জিনিসপত্র, ধূলোবালি, বিভিন্ন গ্যাসের আধিক্য বায়ূমন্ডলে আবরণ তৈরী করে, যার ফলে সুর্যের তাপ ও আলো সঠিক মাত্রায় পৌঁছাতে পারেনা। ফলে শীতের সময় শীতের তীব্রতা আশঙ্কার চেয়ে বেড়ে যায়।

সুযোগ সুবিধা করে নিজের বাড়িতে আন্ডারগ্রাউন্ড তৈরী করুন। যেখানে জরুরী জিনিসপত্র রাখা যায়। প্রয়োজনে নিজেরাও আশ্রয় নিতে পারেন। এটা খুবই বাস্তবিক। সিরিয়ানরা এটার গুরুত্ব বুঝে, যখন শহরের একটি বাড়ি বোম্বিং থেকে অবশিষ্ট থাকেনা, তখন কবরস্থানের একটি অগভীর গর্তই তাঁদের বাঁচিয়ে দেয়! এবং আফসোস যখন সেই গর্তটি নিকটে থাকেনা! বেঘোরে অসহায় ভাবে নিজেদের সঁপে দেয় কুফফারদের মহাপতঙ্গের ডিমের নিচে(!)

হিন্দুরা তাঁদের নারী-পুরুষ, শিশুদের-কিশোরদের স্কুল কলেজে প্রশিক্ষন দেয়াচ্ছে। আমাদের কাছে ছবি, ভিডিও সবই নাছে। রাশিয়া মহাযুদ্ধের জন্যে নিজেদের চার কোটি নাগরিকের জন্যে প্রশিক্ষণ ও আন্ডারগ্রাউন্ডের ব্যবস্থা করেছে। বসে আছি শুধু আমরা। পিছিয়ে আছি শুধু মুসলিমরা! আমাদের যে আজ অভিভাবক নেই!

“হে আল্লাহ আমাদের জন্যে অভিভাবক দিন, আমাদের জন্যে সাহায্যকারী পাঠান” (আল কুর’আন)

নদীপথের দিকে যাঁদের আবাস, নৌকা সংগ্রহে রাখুন। খুবই জরুরী। শুধু একটি নৌকার অভাবে লাখো রোহিঙ্গারা নাফ পাড়ি দিয়ে আসতে পারেনি। দুষ্ট লোকেরা একটুখানি নৌকা পার করে জনপ্রতি দশ হাজার টাকা নিয়েছে। নদীর মাঝখানে ডাকাতি করেছে। পানিতে নামিয়ে দিয়ে জীবন বিপন্ন করেছে কত মা ও শিশুর- হায় নির্মমতা! হায়!

এবং প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরী যারা গাজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতির জন্যে জামা'আবদ্ধ ভাবে কাজ করছে

তাদের সাথে জুড়ে থাকা। তাদেরকে বেশি থেকে অর্থ সাহায্য করে জিহাদ বিল মাল জারি রাখা। মুজাহিদীনদের জন্যে এ সময়ে অর্থ-সম্পদ খুবই জরুরী ও অপরিহার্য। আর হাদীস থেকেও মনে হয় গাজওয়াতুল হিন্দে ব্যাপক অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন হবে!

সেই দিকে ইঙ্গিত করেই হয়তো আবু হুরাইরা রাদিঃ বলেছিলেন-

“আমি যদি সেই গাযওয়া পেতাম, তাহলে আমার সকল নতুন ও পুরাতন সামগ্রী বিক্রি করে দিতাম এবং এতে অংশগ্রহণ করতাম"

হে বন্ধু!

যদি অর্জিত সকল সম্পদ এখনই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না কর তবে আর কবে?

সেই দিনের জন্যে কি সঞ্চয় করছ, যেই দিন এই সম্পদ কোনই কাজে আসবেনা! বাড়ি ঘর আর সহায় সম্পত্তি রেখেই সিরায়া আরাকানিদের মত পাড়ি জমাতে হবে অজানা পথে, তুমি ছাড়া যেখানে সবকিছুই এক অতীত!

উম্মতের নারীদের করনীয়

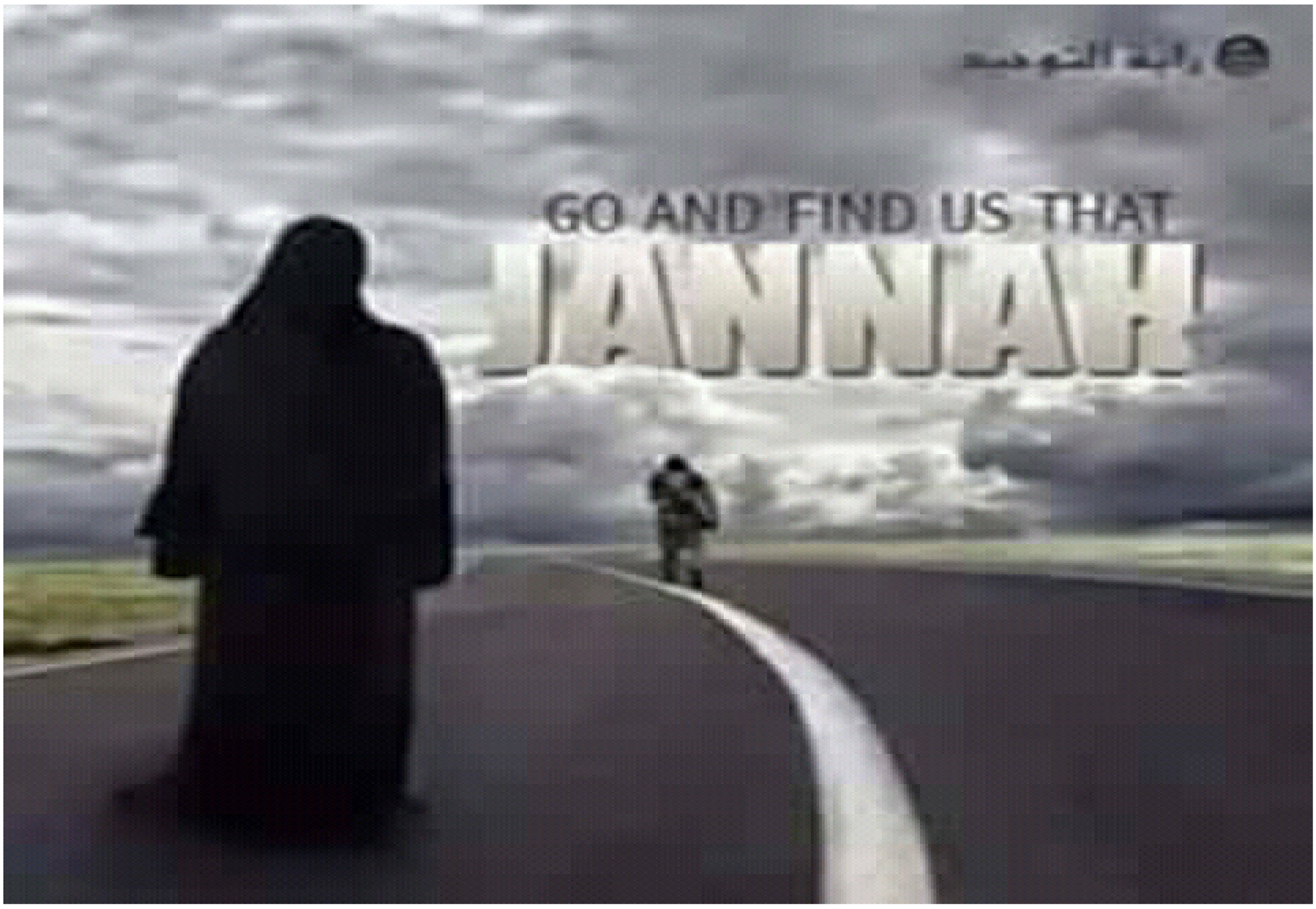

(From Blog Of Ameen Baig)

হযরত আবু উমামা বাহেলি (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“ইসলামের কড়াগুলো একটি একটি করে ভেঙ্গে যাবে। একটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর মানুষ তার পরেরটি আঁকড়ে ধরবে। তো সর্বপ্রথম যে কড়াটি ভাঙবে,

সেটি হল ইসলামী শাসন। আর সর্বশেষটি হল নামাজ”।

(সু’আবুল ইমান খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৩৬; আল মু’জামুল কাবীর খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৯৮; মাওয়ারিদুয যাম’আন খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৭)

অর্থাৎ মুসলিম জাতি অধঃপতনের ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম যে বিষয়টি পরিত্যাগ করবে, সেটি হল ইসলামী শাসন। আল্লাহপাকের ঠিক করে দেওয়া যাবতীয় হক আদায় করা, যতসব ফরজ আদায় করা এবং ইসলামের দণ্ডবিধির অনুসরণ করা। এই সবগুলি বিষয় ইসলামী খেলাফতের অধীনে অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে বাস্তবায়িত হয়। কাজেই ইসলামী শাসননীতি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়।

মোটকথা, মুসলমানের জীবন থেকে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি হারিয়ে যাবে বলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, সেটি হল খেলাফত।

যদি খেলাফতে উসমানিয়ার পতনের (১৯২৪ সাল) এর পর

থেকে এ সময় পর্যন্তকার ইতিহাস অধ্যায়ন করা হয়, তাহলে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও সভ্যতা সংস্কৃতির সংরক্ষণ আমাদের ঘরগুলোরই মাধ্যমে আঞ্জাম দেওয়া হয়েছে এবং এই ঘরগুলোই মুসলিম সমাজকে এই পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে। বহু মুসলিম ভূখণ্ডে এমনও ঘটেছে যে, এই সর্বশেষ দুর্গটি ছাড়া মুসলমানদের কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। এমনকি মসজিদ মাদ্রাসাগুলো পর্যন্ত কাফেরদের দখলে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এই দুর্গগুলোতে অবস্থানরত ইসলামী বাহিনীগুলো সাহস হারায়নি এবং নিজ নিজ রণাঙ্গনে দৃঢ়পদে টিকে রয়েছে।

ইসলামের এই দুর্গগুলোতে যে বাহিনী আছে, তারা হল মুসলিম নারীদের বাহিনী, যারা ইসলামের জন্য সেই মহান কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছে, যা ইসলাম বিরোধীদের হাজার প্রচেষ্টার পর আজও অটুট রয়েছে।

বর্তমানে মুসলিম জাতি যে পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, তা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি।

কাজেই এই পরিস্থিতিতে মুসলিম মহিলাদের দায়িত্বও আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। ঈমানদার মা ও বোনদেরকে এখন আগের তুলনায় বেশি সচেতনতা, সাহসিকতা ও পরিশ্রমের সঙ্গে আপন দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ইসলামের শত্রুরা আপনার মোকাবেলায় একনাগাড়ে ৯০ বছর যাবত পরাজয় বরণ করে আসছে। এসব পরাজয় থেকে তারা এই ফলাফলে উপনীত হয়েছে যে, মোকাবেলা করে এই বাহিনীটির বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া যাবে না – আমাদেরকে অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এবার তারা যে কৌশলটি অবলম্বন করেছে, তা হল মুসলমানদের ঘরগুলোতে যে ইসলামী বাহিনীটি অবস্থান নিয়ে আছে, তাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে উদাসীন করে দিতে হবে। এই কৌশলটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনেকগুলো মনোমুগ্ধকর শ্লোগান নিয়ে দরদী বন্ধুর রূপ ধারণ করে তারা আপনার সামনে এসে হাজির হয়েছে।

কাজেই আমার মা ও বোনেরা! সময়ের নাজুকতা ও

শত্রুপক্ষের ধোঁকা-প্রতারণা উপলব্ধি করে আপনাদেরকে তাদের মোকাবিলা করতে হবে। আপন দায়িত্ব কর্তব্য থেকে উদাসীন হবেন না। মুসলমান পুরুষদের বাহিনী, যারা আপন দায়িত্ব থেকে গা বাঁচানোর চেষ্টা করছে, যারা মানসিকভাবে পরাজয়ের শিকার হয়ে আছে, হতাশার কালো মেঘ যাদের ঘিরে রেখেছে, আপনারা মহিলাদেরকে আল্লাহ এই যোগ্যতা দান করেছেন যে, আপনারা পলায়মান এই বাহিনীটিকে সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগাতে পারেন, তাদের অবশ বাহুগুলোতে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করে দিতে পারেন, ভীত সন্ত্রস্ত পুরুষদের মাঝে আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তাদেরকে কর্তব্য পালনের উপযোগী বানিয়ে তুলতে পারেন।

মহান আল্লাহ আপনাদেরকে সত্তাগতভাবেই একটি সংগঠন হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। একজন নারী মানেই একটি সংগঠন। একারণে দাজ্জালের ফেতনার বিরুদ্ধে আপনারা অনেক বেশি কাজ করতে পারেন।

সন্তানদেরকে খাঁটি মুসলমান বানানো এবং তাদেরকে সর্বাবস্থায় ইসলামী নীতি-আদর্শের প্রহরী হিসাবে গড়ে তোলা মহিলাদেরই দায়িত্ব। সন্তানদের মন মস্তিস্ককে শৈশব থেকেই একথাটি বসিয়ে দিতে হবে যে, তার ঈমান জগতের প্রতিটি বস্তুর চেয়ে মূল্যবান। কাজেই ঈমানকে বাঁচিয়ে রাখতে যদি সমগ্র দুনিয়াকেও কুরবান দিতে হয়, তাহলে অকুণ্ঠচিত্তে তা করতে হবে। তবুও ঈমানের গাঁয়ে আঁচড়টিও লাগতে দেওয়া যাবে না।

হযরত ইমরান ইবনে সুলাইম কালায়ি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, **“একজন নারীর নিজ গৃহের মাঝে ছুটে বেড়ানো তার জন্য জুতাজোড়া অপেক্ষা উত্তম। স্থুলাকায়া নারীদের জন্য ধ্বংস অবধারিত। সুসংবাদ গরীব মহিলাদের জন্য। তোমরা তোমাদের নারীদেরকে সোলওয়ালা শক্ত জুতা পরিধান করাও আর তাদেরকে তাদের ঘরের মাঝে হাঁটাচলা করার প্রশিক্ষন দাও। কারণ, অদূর ভবিষ্যতে তারা এই কাজটি করতে বাধ্য হতে পারে”।** (আল ফিতান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৫১)

এই বর্ণনায় বলা হয়েছে, মুসলিম নারীদেরকে আরাম প্রিয় না হওয়া উচিৎ। বরং তাদেরকে সোলওয়ালা শক্ত জুতা পরিধান করে নিজ ঘরে হাঁটা চলা করে জীবন অতিবাহিত করায় অভ্যস্ত হতে হবে, যাতে শরীরটা ক্ষীণ থাকে। কারণ, তাদের জীবনে এমন পরিস্থিতির আগমন করতে পারে যে, তখন নিজের সম্ভ্রম ও ঈমান বাঁচানোর তাগিদে তাদেরকে পাহাড়-বনে-জঙ্গলে পায়ে হেঁটে সফর করতে হবে। যেমনটি আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, সিরিয়ায় ঘটছে।

তাই কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে আমল করুন এবং গোটা পরিবার ও বংশের লোকদের মাঝে যথারীতি ঈমানের অভিযান পরিচালনা করুন। দাজ্জালের মহা ফেতনার ভয়াবহতা সম্পর্কে নিজেও সজাগ সচেতন থাকুন, অন্যদেরকেও সচেতন করে তুলুন।

স্মরণ করুন ইরাকের সেই অসহায় মায়েদের, ফিলিস্তিনের সেই বোনদের, যাদের হাতের মেহেদী শুকানোর আগেই

তাদের সোহাগ উজাড় করে দেওয়া হয়েছে।

স্মরণ করুন, কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের সে কন্যাদের, যারা জীবনের প্রতিটি পলক ও প্রতিটি মুহূর্ত বিহ্বলতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে থাকে।

স্মরণ করুন, সিরিয়ার সেই নিস্পাপ শিশুদের, যারা খোলা আকাশের নিচে মা! মা! করে চিৎকার করছে, কিন্তু তাদের মায়েদের ইমাম মাহদির আগমনপূর্ব আলামত বহনকারী নুসাইরিয়া সম্প্রদায়ের বনু কাল্ব গোত্রের জালেমরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

আমাদের মা ও বোনদের ভুলে গেলে চলবে না, যে দাজ্জালের সঙ্গে মহাযুদ্ধের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের (ভারতীয় উপমহাদেশের) মুজাহিদদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

হযরত নাহীক ইবনে সারীম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিকদের (মূর্তিপূজারীদের) সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এমনকি এই যুদ্ধে

তোমাদের বেঁচে যাওয়া মুজাহিদরা উর্দুন (জর্ডান) নদীর তীরে দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এই যুদ্ধে তোমরা পূর্ব দিকে অবস্থান গ্রহণ করবে আর দাজ্জালের অবস্থান হবে পশ্চিম দিকে"। (আল ইসাবা, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৭৬)

এখানে মুশরিকদের দ্বারা উদ্দেশ্য উপমহাদেশের মূর্তিপূজারী জাতি। তার মানে এটি হাদিস শরীফে বর্ণিত সেই যুদ্ধ – **"গাজওয়াতুল হিন্দ"**। যেখানে মুজাহিদরা এই উপমহাদেশে আক্রমণ চালাবে, আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করবেন, ক্ষমা করে দেবেন, বেঁচে যাওয়া মুজাহিদরা জেরুজালেমে ফিরে যাবে এবং সেখানে ঈসা (আঃ) সাক্ষাত পাবে এবং ঈসা (আঃ) নেতৃত্বে দাজ্জালের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে।

বর্তমানে এই উপমহাদেশের মুর্তিপুজারী ভূখণ্ডের, মুসলিম প্রধান ভূখণ্ডের উপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের অব্যাহত প্রচেষ্টা দেখলে বুঝা যায়

যে, এটি একদিন চূড়ান্ত সংঘাতময়রূপ ধারণ করবে এবং এখানকার দ্বীন ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যত বাণী মোতাবেক উম্মতের একটি দলকে এই দিকে অগ্রসর হতে হবে। এবং এটি ঘটবে সেই সমসাময়িক সময়ে যখন সমগ্র দুনিয়াতে ইসলামের ক্রান্তিলগ্নে ইসলামকে খেলাফতের আদলে সাজাতে আল্লাহ ইমাম মাহদিকে প্রেরণ করবেন আর যার খেলাফতের সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং দাজ্জালের সাথে মহাযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে ঈসা (আঃ) এর আগমন ঘটবে।

তাই, দ্বীনের উপর দৃঢ়পদ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রেখে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের মা বোনদের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন আমিন।

কাসীদায়ে শাহ নিয়ামতুল্লাহ

আমরা শাহ নিয়ামতুল্লার কাসীদা উল্লেখ করেই আমাদের অভিযান সমাপ্ত করব। আল্লাহ সবাইকে হক্কের পেয়ালা থেকে পান করার তাওফিক দান করুন।

আজ থেকে প্রায় ৮০০ বছর আগে উপমহাদেশের বিখ্যাত বুজুর্গ, শাহ নিয়ামতুল্লাহ(রাঃ) স্বীয় ইলহামের মাধ্যমে বিশ্ব বিশেষ করে উপমহাদেশের ঘটনাপ্রবাহের আলোকে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। যাকে কাসীদায়ে শাহ নেয়ামতুল্লাহ বলা হয়। এ যাবতকালে যার সবগুলোই হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে। কাসীদার শেষ দিকে শেষ যামানায় দুনিয়ার অবস্থাসহ গাজওয়াতুল হিন্দ, ইমাম মাহদীর আলোচনাও এসেছে। ভারত-পাকিস্থানের মুসলমানদের কাছে এই কাস্বীদা খুবই জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ। বৃটিশ শাসনের সময় এই কাসীদাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বাংলাদেশেও ইসলামকি ফাউন্ডেশন কাসীদায়ে সওগাত নামক আধ্যাত্মিক

কবিতার বইয়ে কাসীদায়ে শাহ নিয়ামতুল্লা প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের আলোচনায় বলেছি, সারা বিশ্ব থেকে বিশেষত আফগানিস্থান থেকে হিন্দুস্থান মুক্তির জন্যে মুজাহিদীনরা আসবে। এই কাসীদায়ও সে কথার সত্যায়ন করা হয়েছে! আমরা কাসীদার মাঝামাঝি থেকে কতিপয় চরণ নিচে উল্লেখ করে দিচ্ছি-

(২৭)

কালের চক্রে স্নেহ-তমীজের ঘটিবে যে অবসান

লুণ্ঠিত হবে মানী লোকদের ইজ্জত সম্মান

(২৮)

উঠিয়া যাইবে বাছ ও বিচার হালাল ও হারামের

লজ্জা রবে না, লুণ্ঠিত হবে ইজ্জত নারীদের

(২৯)

পশুর অধম হইবে তাহারা ভাই-বোনে, মা-বেটায়

জেনা ব্যাভিচারে হইবে লিপ্ত পিতা আর কন্যায়

(৩০)

নগ্নতা আল অশ্লীলতায় ভরে যাবে সব গেহ

নারীরা উপরে সেজে রবে সতী ভেতরে বেচিবে দেহ

(৩১)

উপরে সাধুর লেবাস ভেতরে পাপের বেসাতি পুরা

নারী দেহ নিয়ে চালাবে ব্যবসা ইবলিস বন্ধুরা

(৩২)

নামায ও রোজা, হজ্জ্ব যাকাতের কমে যাবে আগ্রহ

ধর্মের কাজ মনে হবে বোঝা দারুন দুর্বিষহ

(৩৩)

কলিজার খুন পান করে বলি শোন হে বৎসগণ

খোদার ওয়াস্তে ভুলে যাও সব নাসারার আচরণ

(৩৪)

পশ্চিমা ঐ অশ্লীলতা ও নগ্নতা বেহায়ামি

ডোবাবে তোদের, খোদার কঠোর গজব আসিবে নামি

(৩৫)

ধ্বংস নিহত হবে মুসলিম বিধর্মীদের হাতে

হবে নাজেহাল, ছেড়ে যাবে দেশ ভাসিবে রক্তপাতে

(৩৬)

মুসলমানের জান-মাল হবে খেলনা- মুল্যহত

রক্ত তাদের প্রবাহিত হবে সাগর স্রোতের মত

(৩৭)

এরপর যাবে ভেগে নারকীরা পাঞ্জাব কেন্দ্রের

ধন সম্পদ আসিবে তাদের দখলে মুমিনদের

টীকা ১: এখানে পাঞ্জাব কেন্দ্রের বলতে কাশ্মীর মনে করা হয়।

টীকা ২: প্রথম মত: ১৯৪৮ সালে মুসলিম সুলতান নিজামের অধীনস্ত হায়দারাবাদ শহরটি দখল করে নেয় হিন্দুরা। সে সময় প্রায় ২ লক্ষ মুসলমানকে শহীদ করে মুশরিক হিন্দুরা, ১ লক্ষ মা বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করে, হাজার হাজার মসজিদ বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়। শুধু নিজামের প্রাসাদ থেকে নিয়ে যায় ৪ ট্রাক সোনা গয়না।

দ্বিতীয় মত: হিন্দুস্তানের যুদ্ধের পুর্বে মুসলিমরা সর্বপ্রথম ভারতের কাছ থেকে একটি এলাকা দখল করে নেবে। এটা হচ্ছে পাকিস্তান সিমান্তলগ্ন পাঞ্জাব ও জম্মু-কাশ্মির এলাকাটা। কারণ কাশ্মিরের স্থানীয় মুজাহিদ, তালেবান সহ আরো অনেক জিহাদি গ্রুপ ব্যপক আকারে প্রস্তুতুতি নেওয়া শুরু করেছে জম্মু কাশ্মির কে ভারতের দখল থেকে মুক্ত করার জন্য।

(৩৮)

অনুরূপ হবে পতন একটি শহর মুমিনদের

তাহাদের ধনসম্পদ যাবে দখলে হিন্দুদের

(৩৯)

হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে চালাইবে তারাভারি

ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা ক্রন্দন আহাজারি

টিকা: ৩৮ ও ৩৯ নং প্যারায় বলা হয়েছে, মুসলিমরা যখন কাশ্মির দখল নেবে এর পরই হিন্দুরা মুসলিমদের একটি এলাকা দখলে নেবে। এবং সেখানে ব্যাপক হত্যা ধংসযগ্য চালাবে। মুসলমানদের ধন-সম্পদ ভারত সরকার লুটপাটের

মাদ্ধমে নিয়ে নেবে, মুসলিমদের ঘরে ঘরে কারবালার ন্যায় রুপধারন করবে কিন্তু আপনি কি জানেন? মুসলিমদের যে দেশটা ভারত সরকার দখলে নিয়ে এ ধরনের হত্যা ধংসযগ্য চালাবে সেটা কোন দেশ? হা সেটা আপনার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। অর্থাৎ মুসলমানরা কাশ্মীর জয় করার পর হিন্দুরা বাংলাদেশ দখল করবে।

(৪০)

মুসলিম নেতা-অথচ বন্ধু কাফেরের তলে তলে

মদদ করিবে অরি কে সে এক পাপ চুক্তির ছলে

টীকা: বর্তমান সময়ে এই উপমহাদেশে এ ধরনের নেতার অভাব নেই। যারা উপর দিয়ে মুসলমানদের নেতা সেজে থাকে, কিন্তু ভেতর দিয়ে কাফিরদের এক নম্বর দালাল। সমগ্র ভারতে উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানে এর যথেষ্ট উদাহরণ আছে-যে নেতারা নামধারী মুসলমান হবে, কিন্তু গোপনে গোপনে হিন্দুবান্ধব হবে। মুসলিমদের ধংস করার জন্য ভারত সরকাররের সাথে গোপনে পাপ চুক্তি করবে।

(৪১)

প্রথম অক্ষরে থাকিবে শীনে'র অবস্থান

শেষের অক্ষরে থাকিবে নূন' ও বিরাজমান

ঘটিবে তখন এসব ঘটনা মাঝখানে দু'ঈদের

ধিক্কার দিবে বিশ্বের লোক জালিম হিন্দুদের

টীকা: ইসলাম ধ্বংসকারি এই শাসককে চিনার উপায় হল তার নামের প্রথম অক্ষর হবে (শ) এবং শেষের অক্ষর হবে (ন)। উপমহাদেশে হিন্দুদের সাথে সখ্যতা রাখে কোন নেতার নামের শুরুতে 'শ' এবং শেষে 'ন' হিসেব করুন। আর এসব ঘটনা ঘটবে দুই ইদের মাঝে। যেটা হতে পারে আগামি ইদ থেকে দুই তিন বছরের মধ্যে। প্রিয়ে ভায়েরা একটু কল্পনা করুন এদেশে যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢুকে আপনার পিতা, আপনার ভাই ও আত্নীয় সজনদের নির্মমভাবে হত্যা করবে আপনার মা বোনদের ধর্ষন করবে তখন কি অবস্থা হবে একটু ভেবেছেন? আপনি ভেবেছেন কি আপনার সাজানো সংসার, আপনার চাকুরী আপনার ব্যবসার ভবিষত কি? সময় খুব অল্প যুদ্ধের প্রস্তুতি নিন হিন্দু মালাউনদের কচুকাট করার জন্য। এছাড়া যে আর কোন পথ নেই। এটাই রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্ল-হু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) এর ভবিষৎবানী।

(৪২)

মহরম মাসে হাতিয়ার হাতে পাইবে মুমিনগণ

ঝঞ্ঝারবেগে করিবে তাহারা পাল্টা আক্রমণ

(৪৩)

সৃষ্টি হইবে ভারত ব্যাপিয়া প্রচণ্ড আলোড়ন

‘উসমান’ এসে নিবে জেহাদের বজ্র কঠিন পণ

(৪৪)

‘সাহেবে কিরান-‘হাবীবুল্লাহ’ হাতে নিয়ে শমসের

খোদায়ী মদদে ঝাঁপিয়ে পড়িবে ময়দানে যুদ্ধে

টীকা: এখানে মুসলমানদের সেনাপতির কথা বলা হয়েছে। শনি ও বৃহস্পতিগ্রহ অথবা শুক্র ও বৃহস্পতি গ্রহের একই রৈখিক কোণে অবস্থানকালীন সময়ে যে যাতকের জন্ম অথবা এ সময়ে মাতৃগর্ভে যে যাতকের ভ্রুনের সঞ্চার ঘটে তাকে বলা হয় সাহেবে কিরান বা সৌভাগ্যবান। সেই মহান সেনাপতির নাম বা উপাধি হবে ‘হাবীবুল্লাহ’।

(৪৫)

কাঁপিবে মেদিনী সীমান্ত বীর গাজীদের পদভারে

ভারতের পানে আগাইবে তারা মহারণ হুঙ্কারে

টীকা: আক্রমণকারীরা ভারত উপমহাদেশের হিন্দু দখলকৃত এলাকার বাইরে থাকবে এবং হিন্দু দখলকৃত এলাকা দখল করতে হুঙ্কার দিয়ে এগিয়ে যাবে।

(৪৬)

পঙ্গপালের মত ধেয়ে এসে এসব 'গাজীয়ে দ্বীন'

যুদ্ধে জিতিয়া বিজয় ঝাণ্ডা করিবেন উড্ডিন

(৪৭)

মিলে এক সাথে দক্ষিণী ফৌজ ইরানী ও আফগান

বিজয় করিয়া কবজায় পুরা আনিবে হিন্দুস্তান

টীকা: হিন্দুস্তান সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের দখলে আসবে।

(৪৮)

বরবাদ করে দেয়া হবে দ্বীন ঈমানের দুশমন

অঝোর ধারায় হবে আল্লা'র রহমাত বরিষান

(৪৯)

দ্বীনের বৈরী আছিল শুরুতে ছয় হরফেতে নাম

প্রথম হরফ গাফ সে কবুল করিবে দ্বীন ইসলাম

টীকা: ছয় অক্ষর বিশিষ্ট একটি নাম যার প্রথম অক্ষরটি হবে 'গাফ' এমন এক প্রভাবশালী হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম পক্ষে যোগদান করবেন। তিনি কে তা এখন বুঝা যাচ্ছে না।

(৫০)

আল্লা'র খাস রহমাতে হবে মুমিনেরা খোশদিল

হিন্দু রসুম-রেওয়াজ এ ভূমে থাকিবে না এক তিল

টীকা: ভারত বর্ষে হিন্দু ধর্ম তো দূরে হিন্দুদের কোন রসম রেওয়াজও থাকবে না। (সুবহানাল্লাহ)

(৫১)

ভারতের মত পশ্চিমাদেরও ঘটিবে বিপর্যয়

তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে ঘটাইবে মহালয়

টীকা: বর্তমান সময়ে স্পষ্ট সেই তৃতীয় সমরের প্রস্তুতি চলছে। অর্থ্যাৎ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে মুসলমাদের বিরুদ্ধে কাফিররা যুদ্ধ করছে তথা জুলুম নির্যাতন করছে। এই জুলুম নির্যাতনই তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধে রুপ নিয়ে একসময় তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। এখানে বলা হচ্ছে মহালয় বা কেয়ামত শুরু হবে যাতে পশ্চিমারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

(৫২)

এ রণে হবে 'আলিফ' এরূপ পয়মাল মিসমার

মুছে যাবে দেশ, ইতিহাসে শুধু নামটি থাকিবে তার

টীকা: এ যুদ্ধের কারণে আলিফ = আমেরিকা এরূপ ধ্বংস হবে যে ইতিহাসে শুধু তার নাম থাকবে, কিন্তু বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। বর্তমানে মুছে যাওয়ার আগাম বার্তা স্বরূপ দেশটিতে আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অর্থনৈতিক মন্দা চরমভাবে দেখতে পাচ্ছি।

(৫৩)

যত অপরাধ তিল তিল করে জমেছে খাতায় তার

শাস্তি উহার ভুগতেই হবে নাই নাই নিস্তার

কুদরতী হাতে কঠিন দণ্ড দেয়া হবে তাহাদের

ধরা বুকে শির তুলিয়া নাসারা দাড়াবে না কভু ফের

টীকা: এখানে স্পষ্ট যিনি এই শাস্তি দিবেন তা হবে কুদরতি হাতে। যদিও বা আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে কুদরত, নবী রাসূলের ক্ষেত্রে মুজিজা, এবং ওলী আল্লাহ গণের ক্ষেত্রে কারামত শব্দ ব্যাবহৃত হয়। এখানে কাফিরদের শাস্তি কোন ওলী আল্লাহ কারামতের মাধ্যমেই দিবেন এটাই বুঝান হয়েছে। এই শাস্তির কারণে নাসারা বা খ্রিস্টানরা আর কখনই মাথা তুলে দাড়াতে পারবে না।

(৫৪)

যেই বেঈমান দুনিয়া ধ্বংস করিল আপন কামে

নিপাতিত শেষকালে সে নিজেই জাহান্নামে

(৫৫)

রহস্যভেদী যে রতন হার গাথিলাম আমি তা – – যে গায়েবী মদদ লভিতে, আসিবে উস্তাদসম কাজে।

(৫৬)

অতিসত্বর যদি আল্লা'র মদদ পাইতে চাও

তাহার হুকুম তামিলের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দাও

টীকাঃ বর্তমানে সমস্ত ফিতনা হতে হিফাজত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমস্ত হারাম কাজ থেকে খাস তওবা করা। সেটা হারাম আমল হোক কিংবা কাফের মুশরিক প্রনিত বিভিন্ন নিয়ম কানুন হোক।

(৫৭)

'কানা জাহুকার' প্রকাশ ঘটার সালেই প্রতিশ্রুত

ইমাম মাহাদি দুনিয়ার বুকে হবেন আবির্ভূত

টীকাঃ 'কানা জাহুকার' সূরা বনী ইসরাইলের ৮১ নং আয়াতের শেষ অংশ। যার অর্থ মিথ্যার বিনাশ অনিবার্য। পূর্ব আয়াতটির অর্থ 'সত্য সমাগত মিথ্যা বিলুপ্ত'। অর্থাৎ যখন মিথ্যার বিনাশ কাল উপস্থিত হবে তখন উপযুক্ত সময়েই আবির্ভূত হবেন 'মাহদী' বা 'পথ প্রদর্শক'। উনার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে বাতিল ধ্বংস হবে।

(৫৮)

চুপ হয়ে যাও ওহে নেয়ামত এগিও না মোটে আর

ফাঁস করিও না খোদার গায়বী রহস্য – আসরার

এ কাসিদা বলা করিলাম শেষ ‘কুনুত কানয’ সালে

(অদ্ভুত এই রহস্য গাঁথা ফলিতেছে কালে কালে)

টীকাঃ ‘কুনুত কানয সাল’ অর্থাৎ হিজরি সন ৫৪৮ মোতাবেক ১১৫৮ ইংরেজি সাল হচ্ছে এ কাসিদার রচনা কাল। এটা আরবি হরফের নাম অনুযায়ী সাংকেতিক হিসাব

وسلام عليكم

-----সমাপ্ত-----

গাজওয়াতুল হিন্দের
لا اله الا الله محمد رسول الله
জন্য প্রস্তুতি নাও